এম.ফিল অভিসন্দর্ভের শিরোনামা

'শাহ্ হাসান'এর মরমী ও আধ্যাত্মিক সংগীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র

RB
B
782.253
LIS
M.P.L.C.2

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সায়মা আহমেদ লীজা
নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

"শাহ্ হাসান-এর মরমী ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র"

Dhaka University Library
449607
449607

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য সায়মা আহমেদ লীজা রচিত "শাহ্ হাসান-এর মরমী ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই। এই অভিসন্দর্ভটি ২০০২-২০০৩ এম.ফিল ফাইনাল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
তত্ত্বাবধায়ক

তারিখ : ৮.৩.০৭

449607

ঢাকা
বিশ্

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "শাহ্ হাসান-এর মরমী ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

সায়মা আহমেদ লীজা

449607

ঢাকা
তারিখ : ৮.১১.০৯

সায়মা আহমেদ লীজা
এম.ফিল গবেষক

ঢাকা
বিশ্ব
গ্র

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সৈয়দ শাহ্ সূফী খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী বিয়াবানী সিররেহক কুদ্দুস সিররেহুল আজিজ (রহ) (১৯৮৬ সাল)
আলোকচিত্রী : মাহবুবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রসঙ্গ কথা	১
প্রথম অধ্যায়	
পরিপ্রেক্ষিত	৩
সুফি সাধক শাহ্ হাসান-এর জীবন ও কর্ম	৪
চিত্র	৭
শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর সংগীতের বিষয় ভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা	১৭
শাহ্ হাসান সঙ্গীতের সুরবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা	১৮
সঙ্গীতানুরাগী, শিল্পী ও অনুসারীদের জীবনযাপন ও দর্শন	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
শাহ্ হাসান-এর সঙ্গীত সমূহের বিষয় বিভাজন	৩৭
১. হামদো সানা	৩৭
২. নাত্ শরীফ	৩৮
৩. মুরশিদী	৪১
৪. তত্ত্বনিহিত	৫৭
৫. প্রেম	৮৮
৬. সুনির্দেশমূলক	১৩১
৭. প্রার্থনা	১৩৮
৮. তাৎপর্যপূর্ণ দিন	১৪৫
শাহ্ হাসানের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপির চিত্র	১৫৩
গানের ভাবদর্শন সম্পর্কিত আলোচনা	১৫৬
সুরের বৈশিষ্ট্য	১৬৩
তৃতীয় অধ্যায়	
শাহ্ হাসান সঙ্গীতের বিষয়-এর দর্শন ও মূল্যবোধ ও সুরবৈচিত্র	১৬৫
১. লোকসুর	১৭১
২. রামপ্রসাদী অঙ্গের সুর	১৭৩
৫. টপ্পা অঙ্গের সুর	১৭৫
৬. কাওয়ালী অঙ্গের সুর	১৭৭
৭. রাগাশ্রিত	১৭৮
উপসংহার	১৮১
পরিশিষ্ট	
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১৮৩
মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের নাম	১৮৪
কৃতজ্ঞতা	১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

'শাহ্ হাসান চিশ্‌তী' একজন সুফি সাধক। খুলনা অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভক্তকুলের বসত। দেশের বাইরে তাঁর দর্শনে দীক্ষিত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গুণী এই মহামানবের জীবনী সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো মানুষ হওয়া - সুফি এই সাধক, মানুষ কি? তার মূল্য লক্ষ্য কি? আল্লাহ্ কি? আল্লার স্বরূপ কি? সাধক ও সাধনার বিভিন্ন স্তর, মারফতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য প্রসঙ্গে আলোকিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তাঁর লেখনী সমূহে।

তাঁর অমর বাণী " প্রার্থনায় পরিত্রাণ, সাধনায় মুক্তি, প্রেমেতে মিলন।"

বাংলা মারফতী, মুর্শিদী ও আধ্যাত্মিক গানে তাঁর ঋদ্ধ লেখনী সমূহের সম্ভার থেকে কিছু গান উপস্থাপন করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে। গুণী এই সাধকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত, তাঁর গানগুলিকে বিষয় অনুযায়ী বিভাজন, সুরবৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে। শাহ্ হাসান-এর অনুসারী এবং তাঁর গানের শিল্পীদের জীবন যাপন ও দর্শন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকগুলি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে যা গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসানের গানগুলির মূল ভাবকে লক্ষ্য রেখে বিভাজন করা হয়েছে। তাঁর রচিত গানসমূহের মধ্যে প্রেম ও তত্ত্বনিহিত গানের সংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার কাজে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর বাংলা ৫৭৬টি, হিন্দি ও উর্দু ১৫৯টি মোট ৭৩৫টি মরমী ও আধ্যাত্মিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, গবেষণাপত্রে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক সংখ্যক মূল্যবান গানকে উপস্থাপন করা হয়নি। গবেষণা কাজে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহিত তাঁর লেখনী অনুযায়ী প্রতিটি গানের শিরোদেশে প্রাপ্ত ক্রমিক নম্বরসহ গানগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সুরবৈচিত্র্য পর্যায়ে তাঁর মূল্যবান লেখনী থেকে সুরভিত্তিক বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে আরো কিছু গান উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে উল্লেখ্য এই যে, গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গবেষণা পত্রে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী রচিত পান্ডুলিপির বানান রীতি অনুসরন করা হয়েছে ।

শাহ্ হাসান-এর গান তাঁর ভক্তকুলের কাছে আরাধনার বিষয়। তাঁর গানকে অনুসারীরা গযল বা বাবার কালাম বলে থাকেন। পারস্য ও সিন্দের সুফি ও আওলিয়াদের মাজার বা খানকায় যেমন সুফি গান বা শামা, জিকিরের সাথে পরিবেশিত হয়। শাহ্ হাসান-এর পবিত্র মাজার শরীফে ঠিক তেমনি গজল এর সাথে জিকিরের সহযোগ বিষয়টি লক্ষণীয়। পারস্যের মত এখানেও বাদ্যযন্ত্রের সাথে সেতারের ব্যবহারের রেওয়াজ চালু আছে। বাণী, সুর, গায়কী ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ভিন্নতায় এখানে গড়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র ঘরানা। নতুন এক ধরণের মুগ্ধতা আছে তাঁর গানে। তবে পরিবেশনের ক্ষেত্রে চাই চর্চিত কণ্ঠ ও অন্তরের প্রেম। তাঁর গানের সুর বিশ্লেষণে লোকসুর, রামপ্রসাদী, কীর্তন, টপ্পা, রাগাশ্রিত, কাওয়ালী প্রভৃতি সুরের বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

শাহ্ হাসান-এর সংগীত বিশ্লেষণে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট যে, "স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমই মূখ্য"।

শাস্ত্রের যে ভগবান- তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে, তাঁর জন্য অনেক মন্ত্রতন্ত্র - কিন্তু হৃদয়ের যে ভগবান, তিনি আনন্দের ভগবান - তাঁকে ভালবাসা যায়। তাঁকে নিয়েই গান করা যায়।

আমরা জানি, গাছের পাতায় সূর্যের আলোর ছোঁয়া লাগে। অমনি এক জাগ্রত শক্তির জোরে বাতাস থেকে তারা কার্বন ছেঁকে নেয়। তেমনি মানব সমাজের সর্বত্রই এই মরমিয়াদের একটি সহজ শক্তি দেখা যায়, উপর থেকে তাদের মনে আলো পড়ে আর তাঁরা চারিদিকের বাতাস থেকে আপনিই সত্যের তেজরূপটিকে নিজের ভিতরে ধরে নিতে পারেন, পুঁথির ভাণ্ডারে শাস্ত্রবচনের সনাতন সঞ্চয়ের থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁদের সংগ্রহ নয়।

গবেষণাকালীন এই তথ্যই সত্য হয়ে আমার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উপলব্ধি করেছি যে, শাহ্ হাসান চিশ্‌তী এই মরমী ও সুফি সাধকদের একজন এবং অন্যতম।

তাঁর মুর্শিদী, মারফতি ও আধ্যাত্মিক গানসমূহের বিষয় ও সুরবৈচিত্র্য বাংলা সঙ্গীতকে ঋদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিত

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর ৫৭৬টি বাংলা মরমী ও আধ্যাত্মিক গানের মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারার সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রেম-ই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মূলত স্রষ্টার প্রেমেমত্ত সাধককূলের প্রেমপূর্ণ হৃদের ভক্তি, প্রেম নিবেদনের বিচিত্র প্রকাশ, মাশুকের প্রতি আশেকের আত্মনিবেদন, কথোপকথন, মান-অভিমান অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। সুফী ভাবধারায় আল্লার সাথে মানুষের যে প্রেমের সম্পর্ক হওয়া উচিত তারই সুনির্দেশ মেলে তাঁর গানে। আল্লাহ কি? মানুষ কি? কেবল মানুষই পারে তাঁর পরম ভালবাসায় সিক্ত হতে, তাঁকে ভালবাসতে, মানুষই পারে তাঁর প্রেমে জাগ্রত হতে, বিলীন হতে। তপস্যা, একাগ্রতা, ধ্যান, মন আর প্রেম দিয়ে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে। শাহ্ হাসানের গানে মূলত এই পথ মতেরই অনুরণন ধ্বনিত হয়েছে।

গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান ছিলেন একজন মহান আওলিয়া। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম - হযরত সৈয়দ শাহ্ সূফী খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী বিয়াবাণী সিররেহক কুদ্দুস সিররেহুল আজিজ (রহঃ)।

গবেষণা সূত্রে প্রাপ্ত শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র মোট গানের সংখ্যা ৭৩৫টি। এর মাঝে ৫৭৬টি বাংলা এবং ১৫৯টি উর্দু ও হিন্দী। তবে গবেষণা কাজে এই ব্যাপক সংখ্যক গানের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা ৫৭৬টি গানের বিষয়ভিত্তিক বিভাজন ও সুর বৈচিত্রের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গবেষণাপত্রে তাঁর রচিত বাংলাগানের সবক'টি গান উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই বিষয়ভিত্তিক বিভাজন এবং সুর বৈচিত্রের অঙ্গসমূহ নির্ধারণ করে স্বল্প সংখ্যক গান গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করা হল।

তাঁর দর্শন সম্বলিত গ্রন্থসমূহের লেখা, কতগুলি উদ্ধৃতি ও প্রকাশিত গজল বিষয়ক গ্রন্থ "গেযায়ে রুহ্" থেকে আমি এই বিষয়ে গবেষণার প্রথম অনুপ্রেরণা লাভ করি। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর লেখনি সমূহ ও আলোকিত চিন্তাধারা প্রকাশিত হলে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে বলে আমি আশাবাদী।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর গান সংগ্রহকালে জানা যায় যে, ভক্তবৃন্দ তাঁর গানগুলিকে গজল নামে অভিহিত করে থাকেন। অনুষ্ঠানে সাধারণত পর্যায়ক্রমে একক বা সমবেত কণ্ঠে গজল পড়ার রীতি প্রচলিত। এখানে উল্লেখ্য যে, কালাম পাঠ বা পড়ার সাথে চেতনাগত মিল থেকে 'গজল পড়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি গজল এই সুফি সম্প্রদায়ের কাছে কালাম স্বরূপ। তাই আমার গবেষণাপত্রের অনেক স্থানেই তাঁর গানসমূহকে - গজল ও গান উভয় শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। শাহ্ হাসান রচিত গানসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে লিখিত বানান সরাসরি অনুসরণ করা হয়েছে।

পারস্যে ধর্মীয় নেতৃত্বে আল্লাহ্‌র পথে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের খলিফা বলা হতো। এই খলিফাগণের অধিকাংশই জীবিকা হিসাবে দর্জির কাজকে বেছে নিয়েছিলেন। তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান চিশ্‌তী প্রথম জীবনে জীবিকা স্বরূপ দর্জির পেশা বেছে নিয়েছিলেন।

সুলতানে নামে তাঁর একজন প্রিয় বন্ধু ছিল। দুই বন্ধু মিলে উৎসাহ নিয়ে দর্জির কাজকে রপ্ত করেছিলেন এবং একটি দর্জির দোকান করে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

অধ্যাপক খাজা মোঃ শরাফত হাসান চিশ্‌তী লিখিত 'নূরুন আলা নূর' গ্রন্থে প্রণিত তথ্য মতে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান ও বন্ধু সুলতান মিলে দর্জির দোকান ভালই চালাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বন্ধু সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে।

তাঁর জীবনের পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি প্রায় সময় বন্ধুর কবরের পাশে বসে সময় কাটাতেন। অনেক সময় বন্ধুর কবরের পাশে বসে নিশিভোর হয়ে যেত। পৃথিবীর জাগতিক কাজ হতে তাঁর মন উঠে যায়। তাঁর ভাবুক মন তাঁকে আল্লাহ্‌র পথে তাড়িত করতে লাগল। একদিন বন্ধুর কবরের পাশে বসে চিন্তা করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। কিভাবে যে রাত্রি কেটে গেল তিনি অনুভব করতে পারলেন না। ফজরের আজানের ধ্বনিতে তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। বুঝলেন নিশি ভোর হয়েছে। তিনি আপন গৃহে ফেরার জন্য রওয়ানা হলেন তখনও আকাশ পরিষ্কার হয়নি। মুসল্লীরা তখনও ঘর হতে বের হয়নি। আবছা অন্ধকারে তখনও চারিদিক আচ্ছন্ন। হঠাৎ শুভ্র পোশাকে পাগড়ী পরিহিত এক দরবেশ এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি হঠাৎ দরবেশকে দেখে চমকে গেলেন। দরবেশ আরবী ভাষায় কি যেন বললেন। তিনি ভাষা পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরতে না পারলেও দরবেশের হৃদয়ের ভাব আপন হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করলেন। তিনি বুঝলেন দরবেশ বলছেন, "বৎস, কেন কাল ক্ষেপন করছ? সত্বর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়। তোমার অনেক কাজ।" হঠাৎ দরবেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দরবেশ দিয়ে গেলেন এক পবিত্র রুহানী তোয়াজ্জাহ্। যাতে তাঁর হৃদয়

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ক. শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর জীবন ও কর্ম

সুফি সাধক শাহ্ হাসান চিশ্‌তী বাংলা ১৩২৭ সনের ৩রা আশ্বিন, ইংরেজী ১৯২০ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত টিটাগড় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন এবং মাতার নাম করিমন্‌নেসা।

তাঁর পিতামহ জনাব কাসেমদ্বীন ছিলেন বারাসাত কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট। শাহ হাসান চিশ্‌তীর পিতা ভারতের জৌনপুর হতে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করে টিটাগড় জামে মসজিদের পেশ ইমামের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং টিটাগড়েই আপন নিবাস স্থাপন করেন। গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান -এর ষোল পুরুষ পূর্ব সুদূর পারস্য হতে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন।

মাতা করিমন্‌নেসা ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের গুমো হাবড়া এলাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে। শাহ্ হাসানের ৩ ভাই ও ৩ বোন ছিল। তিনি ৫ বছর বয়সে পিতাকে হারান এবং মাতৃস্নেহে বেড়ে উঠেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগের কারণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন ব্যাহত হয়। তিনি তৎকালীন সময়ে সামান্য বাংলা ও আরবী শিক্ষা লাভ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজ চেষ্টায় মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও উর্দু, হিন্দী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, শৈশবেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ গুণাবলী লক্ষ্য করা যেত। তাঁর কথায়, অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠত। তৎকালীন এলাকাবাসী শিশুর এই অদ্ভূত গুণাগুণে বিস্মিত হত। যুবক বয়সে তিনি সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি ছিলেন সদালাপী এবং মিষ্টভাষী। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি মানুষকে সম্মান করতেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলতেন 'জুঁবা শিরি মূল্‌কে গিরি'। অর্থাৎ যাহার ভাষা মিষ্ট সে জগতকে জয় করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ও মন এক অতিন্দ্রীয় চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি ঘরে ফিরে উদাস হয়ে ভাবতে লাগলেন কেমন করে আল্লাহর পথে নামবেন। জাগতিক কোন কাজে তাঁর আর মন রইল না।

তাঁর প্রিয় কন্যা মকসুদা হাসান- তাঁর দাদীর মুখ থেকে শোনা বর্ণনা মতে জানান যে, শাহ্ হাসান শিশুকাল থেকেই তাঁর বয়সের অন্যান্য ছেলেদের থেকে ছিলেন ভিন্ন। মাত্র ১৬/১৭ বছর বয়সে প্রকৃতিগত ভাবে আল্লাহ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিনি সাধন ভজন শুরু করেন। বন্ধু সুলতানকে হারানোর বেদনা তাঁর আল্লাহ প্রাপ্তির ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়ে দেয়। তাঁর মা ছেলের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে ছেলের বিয়ে দেবার জন্য মন স্থির করলেন। কিন্তু শাহ্ হাসান তখন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ। তবুও গর্ভধারীনি মায়ের সম্মান রাখতে মার সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরও তিনি আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য মুরশিদ সন্ধানে প্রায়ই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন।

খাজা শরাফত হাসানের দেয়া তথ্য মতে, তিনি একদিন উদাস মনে ভাবছেন কি করবেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল বাড়ির পাশেইতো রয়েছে হযরত শাহ্ ওয়ারিশ (রহঃ) এঁর পবিত্র মাজার শরীফ। তিনি সেখানেই গেলেন। হযরত শাহ্ ওয়ারিশ (রহঃ) বহু পূর্বে পর্দা করেছেন। মাজারে তাঁর খাদেম ও খলিফা হযরত শাহ্ ইসমাইল (রহঃ) ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং হৃদয়ের সব কথা বললেন। শাহ্ ইসমাইল (রহঃ) তাঁকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। আমার মুর্শিদ সেখানে কিছুদিন যাতায়াত করলেন। একদিন এক রুহানী ইঙ্গিত পেয়ে শাহ্ ইসমাইল (রহঃ) আমার মুর্শিদকে বললেন, "বাবা, আমার কাছে তোমার প্রকৃত শিক্ষা হবে না। তোমার জন্য নির্ধারিত আছেন এক মহান মুর্শিদ। তোমাকে তাঁরই সন্ধান করতে হবে।" শাহ্ ইসমাইল (রহঃ) এর নির্দেশে শাহ্ হাসান আপন মুর্শিদের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে লাগলেন।

তিনি মুর্শিদের সন্ধানে প্রায়ই ঘর হতে বের হয়ে পড়তেন। কোন আউলিয়ার মাজারের সন্ধান পেলে তিনি সেখানে যেয়ে জিয়ারত করতেন। উক্ত মাজার হুগলি জেলায় অবস্থিত। তিনি বশির হাটের গোরা পীরের মাজার জিয়ারত করলেন। তিনি বিহারের হযরত হাজী ওয়ারিশ আলী শাহ্ দিবা শরীফ (রহঃ) এঁর মাজার জিয়ারত করলেন। উক্ত মাজারটি একটু উঁচু টিলার উপর অবস্থিত। এভাবে তিনি বহু মাজার জিয়ারত করেছেন। প্রত্যেক মাজারেই তাঁর সাথে আহ্লে মাজারের রুহানী বাশারত হল। একদিন তিনি ঘর হতে বের হয়েছেন এক আউলিয়ার মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। অনেক পথ হাঁটতে হবে। তাঁর কাছে খুবই অল্প টাকা ছিল। পথে প্রয়োজনে কিছু টাকা খরচ হল। অবশিষ্ট রইল মাত্র দুইটি টাকা। শাহ্ হাসান চিশ্তী পথে হাঁটছেন। তপ্ত সূর্য্যের প্রখরতায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সামনে একটি পুস্করণী দেখতে পেলেন। সান্ বাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ টলটলে পানি। তিনি হাত-মুখ ধুলেন। পানির শীতল পরশে পথের ক্লান্তি কিছুটা লাঘব হল। সান্ বাঁধানো ঘাটে একটু বিশ্রামের জন্য বসলেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন। এমন সময় সবুজ পাগড়ী পরা এক আজনবী মস্তান এসে বললেন, "খাজা খেজেরকে ওয়াস্তে দো রুপীয়া দিজিয়ে।" আমার মুর্শিদ ভাবলেন পকেটেতো মাত্র দুইটি টাকাই আছে। তিনি সহসাই বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই এটি আল্লাহপাকের একটি পরীক্ষা হবে। তিনি ঐ দুইটি টাকাই মস্তানকে দিয়ে দিলেন। মস্তান চলে গেলেন। সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তোয়াক্কল করে হৃদয়ে শুধুমাত্র অফুরন্ত ঈশ্বর প্রেম নিয়ে আমার মুর্শিদ পথ হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আরও বেশ কিছু পথ হাঁটতে হবে। আহারের চিন্তা নেই। নেই কোন বিশ্রামের চিন্তা। তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে পথ হাঁটছেন। কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর তিনি এই আউলিয়ার মাজারে এসে পৌঁছলেন। বহু পুরাতন মাজারটি। তিনি দেখলেন সমস্ত মাজারকে ঘিরে রয়েছে ফলন্ত দ্রাক্ষাগাছ। থোকায় থোকায় দ্রাক্ষাফল ঝুলে রয়েছে। তিনি মাজারে ফাতেহা পাঠ করলেন। দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে সামান্য তন্দ্রা আসল। ঐ তন্দ্রার মধ্যে আহ্লে মাজার এসে সালাম জানিয়ে বললেন, "হাসান সাহেব, আপনি আমার মাজারে এসেছেন। আমি খুবই খুশি হয়েছি।" হঠাৎ কারো যেন কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। দেখলেন মাজারের খাদেম এসেছেন। তাঁর সাথে সালাম বিনিময় ও

Dhaka University Institutional Repository

আলাপ হল। তারপর আমার মুর্শিদ প্রস্থান করতে অনুমতি চাইলেন। খাদেম সাহেব বললেন, "মস্তান সাহেব, একটু বসুন। কিছু আঙ্গুর ফল খেয়ে যান।" তিনি গাছ হতে কিছু তাজা আঙ্গুর ফল পেরে তাঁকে খেতে দিলেন। এরপর তিনি আজমীর শরীফের পথে রওয়ানা হলেন। দিল্লী হয়ে আজমীর যেতে হয়। দিল্লীতে তিনি হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী উশী (রহঃ) এঁর মাজার ও সুলতানুল মাশায়েখ হযরত নিযামউদ্দীন জরিজর বক্স মাহবুবে ইলাহী (রহঃ) এঁর মাজার জিয়ারত করলেন। তিনি হযরত আমীর খসরু (রহঃ) এঁর মাজার ও মস্তান সারমস্ত (রহঃ) এঁর মাজার জিয়ারত করলেন। তারপর তিনি আজমীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং যথা সময়ে আজমীর শরীফ গিয়ে পৌঁছলেন এবং এই মহান অলির রওজা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং ফাতেহা পাঠ করলেন। জিয়ারতের কাজ সমাধা করে তিনি মাজারের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এক দিওয়ানা মস্তানের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। মস্তান জোরে জোরে কি যেন বলছে। তিনি একটু কাছে গিয়ে শুনলেন। মস্তান মাজারের চারদিকে ঘুরছে এবং মাজারের গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বলছে- 'জালালো শাম্সকে, ঢুঁডোগে লেকে চেরাগ সারা জাঁহামে, এ্যয়সা চাহ্নে ওয়ালা নেহী পাওগে।" অর্থ শাম্সের আমিত্বকে পুড়িয়ে নিঃশ্বেস করে দাও। প্রদীপ নিয়ে খুঁজলেও এমন প্রেমিক পাবে না তুমি এই পৃথিবীর বুকে। মস্তান সাহেবের প্রেমের গর্ব দেখে শাহ্ হাসান বিস্মিত হলেন। ভাবলেন প্রকৃত আশেকদের এরকম প্রেমের গর্ব থাকা উচিত। বহু সময় পর তিনি মাজার হতে বের হলেন। আজমীর শরীফে এসে তাঁর হৃদয় অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল। তিনি খাজা সাহেবের চিল্লাহ্ গাহ্, তারাগড় পাহাড় এবং আনা সাগর দেখলেন। আনা সাগরের পাড়ে বসে খাজা সাহেবের অলৌকিক কারামতের কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ধীরে ধীরে রাত্রের অন্ধকার চারিদিক। তিনি বসে আছেন ঐ আনা সাগরের পাড়ে। কবে তিনি মুর্শিদের সন্ধান পাবেন, কবে তিনি আল্লাহর পথে এক নতুন জীবন শুরু করবেন, কবে তিনি আল্লাহর পথে এক নতুন জীবন শুরু করবেন এই ভাবনায় তাঁর মন উদাস হয়ে উঠল। চোখ হতে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাত বেশ গভীর হল। তিনি খাদেম মঞ্জিলে ফিরে আসলেন। ঐ রাত্রে স্বপনে খাজা সাহেব এসে বললেন, "হাসান মিয়া, তুমি আমার এখানে এসেছ। সেই জন্য আমি খুবই খুশি হয়েছি। তুমি এখানে ছয়দিন থাকবে, সপ্তম দিবসে বাড়ী ফেরার জন্য রওয়ানা হবে। ইনশা-আল্লাহ খুব শীঘ্র তুমি তোমার নির্ধারিত মুর্শিদের সন্ধান পাবে।" ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপনে খাজা সাহেবের পবিত্র বাশারত লাভ করে আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনি সপ্তম দিবসে দেশের পথে রওয়ানা হয়ে আসলেন।

শাহ্ হাসান চিশ্তী মুর্শিদের সন্ধানে বিহার প্রদেশের এক আউলিয়ার দরবারে গিয়ে পৌঁছালেন। সেই আউলিয়া প্রথম আলাপেই তাঁর প্রতি এতই মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে, আলাপের এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় কন্যার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। শাহ্ হাসান বিনম্রভাবে জানালেন যে, তিনি বিবাহিত এবং মুর্শিদের সন্ধানে ঘর হতে বের হয়েছেন। তখন সেই আউলিয়া আল্লাহপাকের কাছে এলতেজা অর্থাৎ বিশেষ প্রার্থনা করে জানলেন এবং বললেন, "এক মহান মুর্শিদ তাঁর এলাকাতেই তাঁর জন্য আল্লাহপাক নির্ধারণ করে রেখেছেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবেন।" আউলিয়া তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর পবিত্র ওরস মোবারকে সুসজ্জিত মাজার শরীফ

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর পবিত্র মাজার শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

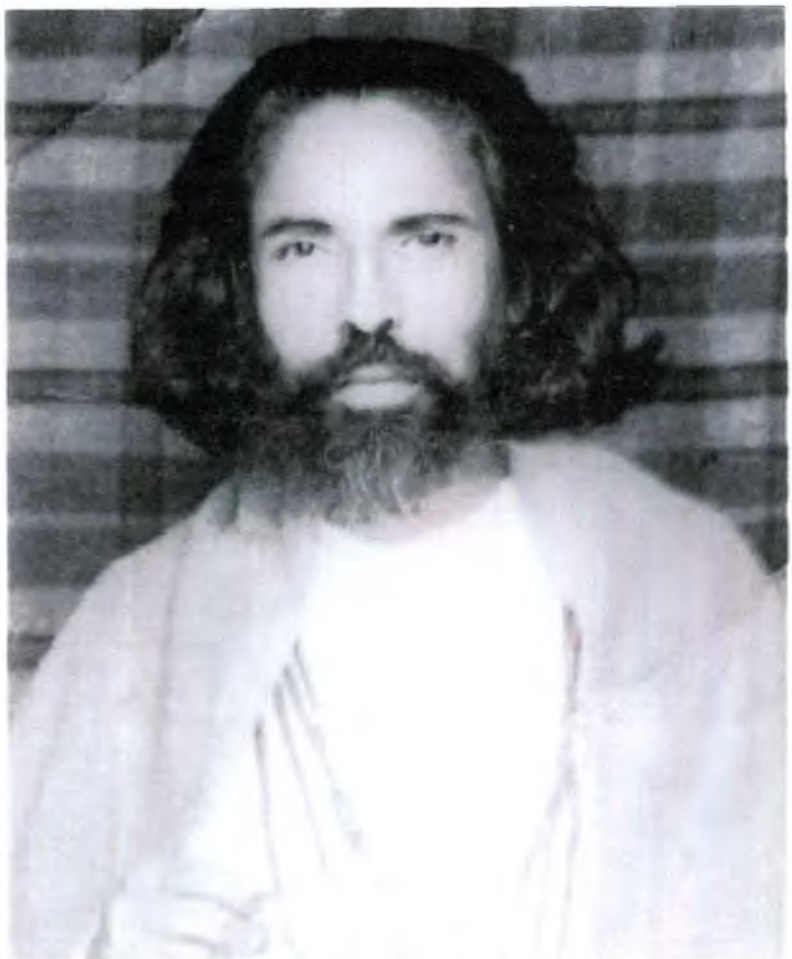

হযরত সৈয়দ শাহ্ সূফী খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী (১৯৬২ সাল)

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর গোসল অনুষ্ঠানে সেতারে সংগীত পরিবেশনেরত ওস্তাদ আব্দুল মালেক চিশ্‌তী (১৯৮১ সাল)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সৈয়দ শাহ্ সূফী খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী-এর পবিত্র মাজার শরীফের পাশে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দ

অনেক দোয়া করলেন এবং স্ত্রী ও সংসারের প্রতি সকল কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিলেন। তিনি সেখান হতে আপন ঘরে ফিরে আসলেন এবং স্ত্রী ও সংসারের প্রতি সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে পুনরায় মুর্শিদের সন্ধানে তৎপর হলেন। তিনি প্রায় সারা রাত জেগে আল্লাহর এবাদতে কাটাতে লাগলেন। অত্যন্ত অল্প আহার করতেন। বাহ্যিক ভোগ বিলাসের প্রতি তাঁর কোনরূপ মোহ ছিল না। তিনি মুর্শিদের প্রতিক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন। শরীরের প্রতি চরম উদাসীন হওয়ায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রিয়জনদের বিশেষ অনুরোধে চিকিৎসার জন্য কলিকাতার এক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন অবস্থায়ও তাঁর মুর্শিদ অনুসন্ধান বন্ধ রইল না। ঐ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর এবাদত ও মুর্শিদ সন্ধান করে যেতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনা মহান আল্লাহপাক কবুল করলেন। বাইশ বছর বয়সেই তিনি তাঁর এলাকাতেই এক মহান মুর্শিদের সন্ধান লাভ করলেন। তাঁর মুর্শিদের নাম হযরত সৈয়দ শাহ্ ফয়জুর রহমান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী বিয়াবাণী (রহঃ)। মানিকে মানিক চিনে। প্রথম দর্শনেই তাঁর মুর্শিদ তাঁকে চিনে ফেললেন কারণ পূর্ব হতে তাঁর আসবার খবর তিনি আল্লাহ্‌পাকের কাছ হতে পেয়েছিলেন। প্রথম দর্শনে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম কি?" তিনি উত্তরে বললেন, "আবুল হোসেন।" তিনি বললেন, "আজ হতে তোমার নাম "আবুল হাসান"। আমি তোমাকে শুধু "হাসান" বলেই ডাকব। এটিই আল্লাহপাকের নির্দেশ।" আমার মুর্শিদ কেবলাহর মনে পড়ে গেল আজমীর শরীফে খাজা সাহেব তাঁকে "হাসান মিয়া" বলে সম্বোধন করেছিলেন। তারপর শাহ্ ফয়জুর রহমান বিয়াবানী তাঁকে নিজের সামনে বসিয়ে দস্তে বায়াত অর্থাৎ মুরিদ করে নিলেন। তিনি বললেন, "মুরিদ অর্থ মোর্দা অর্থাৎ যার নিজের আমিত্ব বলতে আর কিছু থাকবে না। মুর্শিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।" মুর্শিদের প্রথম নির্দেশ হল- আজই তোমার সকল ঔষধ পুকুরে ফেলে দিবে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কল হয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হবে। এত অসুস্থ শরীরে ঔষধ না খেয়ে কিভাবে তিনি সুস্থ হবেন মনে এই চিন্তা আসল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ চিন্তাকে মন হতে দূর করে দিলেন এবং মুর্শিদের নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আজ্ঞাবহ হয়ে সকল ঔষধ পুকুরে ফেলে দিলেন এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কল করলেন। মুর্শিদের প্রথম পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। মুর্শিদ খুবই খুশি হলেন। আল্লাহর রহমতে এবং মুর্শিদের দোয়ায় তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কোন ঔষধের আর প্রয়োজন পড়ল না। মুর্শিদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তিনি ক্রমাগত আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। চলল নানা প্রকার চিল্লাহ্ ও সাধনা।

মুর্শিদের নির্দেশ হল- এক চল্লিশ দিনের একটি চিল্লাহ্ করতে হবে। এই এক চল্লিশ দিন রোজা রাখতে হবে। ইফতারীর সময় একটি তেজপাতার উপর যতটুকু খাবার ধরে শুধু ততটুকুই আহার করতে হবে আর অল্প একটু পানি। সেহরীর সময় শুধু একটু পানি। রাতদিন আল্লাহর এবাদত ও প্রেম স্মরণে নিমগ্ন থাকতে হবে। বাহ্যিক শরীর, কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়ল। একটি তেজপাতার উপর কতটুকুইবা আহার ধরে। তার এতটুকু বেশী খাওয়া যাবে না। মন মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। মনে হল এই বুঝি প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে। মুর্শিদের নির্দেশ মনে পড়ল। মনকে শক্ত করলেন। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যদি প্রাণবায়ু বের হয়ে যায় তবুও তিনি মুর্শিদের নির্দেশের প্রতি অটল থাকবেন। দেহের শক্তি নেই তবু মনের শক্তিতে তিনি চিল্লাহ্ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মহান আল্লাহ্‌পাকের অশেষ রহমত হল। বহু কষ্টে ধীরে ধীরে শেষ রাত উপস্থিত হল। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই। দাঁড়ালে হয়ত মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন তবু সাধনার অন্ত নাই। সাধক হাসান সাধনা করে চলছেন। রাত গভীর হল। স্ত্রী দেখলেন স্বামী ওজিফারত। স্ত্রীর চোখে নিদ্রা ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ভোরে ফজরের আজান ধ্বনিত হল। স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গল। দেখলেন তখনও স্বামী তাঁর প্রার্থনায় রত। আখেরী মোনাজাতে রত হলেন হাসান। বললেন, "হে প্রভু, তুমি আমার এই

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

চিল্লাহকে কবুল করে নাও। হে প্রভু, তুমি আমাকে তোমায় পাওয়ার পথে সঠিক ভাবে রেখ। হে প্রভু, আমার সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিও। হে প্রভু, তোমার প্রেমে আমাকে বিলীন করে নিও। তোমার নির্ধারিত কাজ তুমি আমার দ্বারা সঠিকভাবে করিয়ে নিও।" প্রার্থনা শেষে দুর্বল দেহ এক সময় জায়নামাজে লুটিয়ে পড়ল। স্ত্রী ডাকতে সাহস পেলেন না। অজান্তে নয়নে তন্দ্রা আসল। স্বপনে দেখলেন সম্মুখে মুর্শিদ দাঁড়িয়ে আছেন। মুর্শিদ বললেন, "হাসান, তুমি সফল হয়েছ। তোমার চিল্লাহ্ পূর্ণ হয়েছে।" মুর্শিদ আপন বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন। অনেক আশীর্বাদ করলেন। এক অনাবিল স্বর্গীয় শান্তিতে হাসানের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বিয়াবানী শব্দের অর্থ জঙ্গলবাসী। এই উপাধিতে যে সব আউলিয়াগণ ভূষিত হন তাঁদের জীবনের কোন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জঙ্গলে সাধনা করতে হয়। প্রেমিক হাসান চিশ্‌তী চলেছেন স্বীয় মুর্শিদের সাথে অজানা পথে। তাঁরা ভারতের হাজারীবাগের গহীন জঙ্গলে পৌঁছলেন। তাঁর মুর্শিদ বললেন, "হাসান, তুমি এখানে বসে আল্লাহকে স্মরণ কর। আমি কিছু সময় পর আসছি।" মুর্শিদের নির্দেশে হাসান জঙ্গলের এক বৃক্ষের গোড়ায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। ঘন আঁধারে বনভূমি আচ্ছাদিত হল। মুর্শিদ আসলেন না। রাত গভীর হতে লাগল। নির্জন জঙ্গল হিংস্র পশুর ডাকে প্রকম্পিত হতে লাগল। হাসান আল্লাহর প্রেম স্মরণে নিজেকে নিমগ্ন করলেন। সারা রাত কেটে গেল। ভোর হল। সূর্যের সোনালী আলোর ছটায় বনভূমি ঝিক্‌মিক করতে লাগল। ভাবলেন এই বুঝি মুর্শিদ আসবেন। কিন্তু মুর্শিদ আসলেন না। হাসান বুঝতে পারলেন তার বিয়াবানী চিল্লাহ্ শুরু হয়েছে। দিনের আলো শেষ হবার পূর্বে হাসান বনের কিছু জংলী ফল আহার করে নিলেন এবং পুনরায় আল্লাহর স্মরণে বসলেন। এমনিভাবে এক কাপড়ে রাত-দিন কেটে যেতে লাগল। মুর্শিদের দেখা নাই। কখনও সূর্যের তীব্র আলোয়, কখনও বৃষ্টির অঝর ধারায় সিক্ত হয়ে হাসান আল্লাহর প্রেম স্মরণ করে চলছেন। জঙ্গলের কোন হিংস্র পশু বা বিষধর সাপ তাঁকে কিছুই করল না। সকলে বুঝল জঙ্গলে এক আল্লাহর প্রেমিক এসেছেন সাধনা করতে। সপ্তাহ পক্ষ যাইয়া মাস অতিক্রান্ত হল। সাধক হাসান সাধনা করে চলছেন। কতদিন হল কে তার হিসাব রাখবে? একদা ধ্যানস্থ হাসান অন্তর চক্ষুতে দেখলেন, মুর্শিদ এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "হাসান, ওঠো, তোমার জঙ্গলের সাধনা পূর্ণ হয়েছে।" চোখ মেলে হাসান দেখলেন সত্যিই মুর্শিদ সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর জঙ্গলের চিল্লাহ্ পূর্ণ হল। তিনি বিয়াবানী উপাধিতে ভূষিত হলেন। তাঁরা টিটাগড়ে ফিরে আসলেন।

জঙ্গলের সাধনার পর মুর্শিদের হুকুম হল পাহাড়ে সাধনা করবার জন্য। মুর্শিদের হুকুমে তিনি ভারতের রাজগীর পাহাড়ে গমন করলেন। পাহাড়টি বেশ কয়েক হাজার ফুট উঁচু। সবুজ বনভূমিতে পাহাড়টি আচ্ছাদিত। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এক মনোরম লীলাভূমি। বন্য হিংস্র প্রাণীও বহু আছে ঐ পাহাড়ে। সাধক হাসান পাহাড়ি আঁকাবাঁকা অচেনা পথ ধরে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে পড়ল। তিনি অনেক উপরে আরোহণ করলেন। পড়ন্ত সূর্যের সোনালী কিরণ ছটায় চারদিকে এক মনোরম সাজে ঝিকমিক করছে। তিনি পাহাড়ের একটি জায়গায় বসলেন। পাহাড় আরোহণের ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন। এক উদাসী চিন্তায় বিভোর হলেন তিনি। ভাবছেন কি না জানি এক অনাগত ভবিষ্যত তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কে যেন মনের কোণায় এসে বলে গেল- "এত চিন্তা করছ কেন? তুমিতো আপন মুর্শিদের হুকুমেই এখানে এসেছ এক নির্ধারিত সাধনার জন্য। তোমার সাথে আল্লাহর রহমত ও মুর্শিদের দোয়া রয়েছে। তোমাকে উদাস হলে চলবে কেন?" হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন হাসান। দেখলেন রক্তিম সূর্য্যটি ধীরে ধীরে ডুবছে। একটু পরেই পাহাড়ি বনভূমি কালো আঁধারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়িবে। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়িল পাহাড়ি ঢালে অসংখ্য কলা গাছের সারির দিকে। তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন প্রচুর কলা হয়েছে। গাছগুলি ছোট ছোট। কলার কাঁদিগুলি মাটিতে ঠেকে পড়েছে। সমস্ত কলাগুলি সবুজ। ভাবলেন হয়ত কাঁচা। তিনি একটি কাঁদিতে

Dhaka University Institutional Repository

হাত দিয়ে দেখলেন। কি আশ্চর্য্য কলাগুলি সবুজ হলেও নরম ও পাকা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। আলো ছায়া আঁধারে পাহাড়ি বনভূমি ধীরে ধীরে আচ্ছাদিত হতে লাগল। সাধনার পথেও দেহের জন্য কিছুতো আহারের প্রয়োজন হয়। তাই তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে দুইটি কলা আহার করলেন। তারপর একটি জায়গায় বসে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হলেন। দিনের পর দিন কেটে যাতে লাগল। ঐ নির্জন পাহাড়ে তিনি সাধনা করতে লাগলেন। আহারের জন্য সকালে দুইটি ও সন্ধ্যায় দুইটি কলা। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হল। সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। একদা মুর্শিদের নির্দেশ হল পাহাড় হতে নেমে আসবার জন্য। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি পাহাড় হতে নেমে আসলেন। তাঁর পাহাড়ি চিল্লাহ্ পূর্ণ হল। সফলতার সাথে পাহাড়ি চিল্লাহ্ পূর্ণ হওয়ায় মুর্শিদ তাঁর প্রতি খুবই খুশি হলেন। এই চিল্লাটিও বিয়াবানী চিল্লাহের অন্তর্গত একটি চিল্লাহ্।

১৯৫০ সন। পাক-ভারতের আকাশে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালো মেঘ। হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে চরম হানাহানী শুরু হয়েছে। পথে ঘাটে হত্যাকাণ্ড চলছে। বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে। হাসান চিশ্‌তী কি এক কাজে কলিকাতায় গিয়েছেন। পথে হাঁটছেন আর ভাবছেন মুসলমানদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে? এমন সময় হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। এক সাধু তাঁকে ডাকছেন। তিনি সাধুর কাছে গেলেন। রতনে রতন চেনে। প্রথম দর্শনেই সাধু চিনে ফেললেন-কে এই পথিক হাসান। বয়োবৃদ্ধ এই সাধু বয়োকনিষ্ঠ যুবক হাসানকে সম্মানের সাথে হাত ধরে বসালেন। কাছে বসিয়ে তাঁর হাত দেখলেন। বৃদ্ধ ছিলেন উড়িষ্যা প্রদেশের এক সাধক জ্যোতিষী। বাংলা ও উড়িয়া মিশ্রিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় বললেন, আপনি এক মহান ব্যক্তি। আপনার জীবন অলৌকিক ঘটনায় ভরা। তবে অল্পদিনের মধ্যেই আপনাকে এই দেশ ছেড়ে চিরতরে অন্য স্থানে চলে যেতে হবে। সেখানেই হবে আপনার দায়িত্ব পালনের প্রকৃত স্থান। অনেক আশীর্বাদ করে সাধু তাঁকে বিদায় দিলেন। ঘরে ফিরে আসলেন হাসান চিশ্‌তী। ভাবনায় তাঁর হৃদয় প্রকম্পিত হতে লাগল। সাধুর কথা তাঁর বার বার মনে পড়তে লাগল। চিরদিনের জন্য এই মাতৃভূমি ছেড়ে তাকে কোথায় যেতে হবে? চিন্তায় তাঁর দেহ ও মন আবিষ্ট হয়ে উঠল। মুর্শিদের কথা বার বার মনে পড়ত লাগল। মুর্শিদ থাকেন ভারতের সেই দক্ষিণ প্রান্তে হায়দ্রাবাদ। কেমন করে তিনি যোগাযোগ করবেন? অন্তর চোখে অনন্তর মুর্শিদকে স্মরণ করতে থাকলেন। কি আশ্চর্য্য! কয়েকদিনের মধ্যেই মুর্শিদ এসে হাজির হলেন।

১৯৫০ সনের আগস্ট মাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা চরমে উঠেছে। পথে ঘাটে মুসলিম নিধন হচ্ছে। ভারত হতে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসাও সহজ কাজ নয়। পথে বিপদের আশঙ্কা অত্যাধিক। সকল বিপদকে উপেক্ষা করে আল্লাহর প্রতি ভরসা করে তাঁর মেজভাই বদরুল হক সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসবার ব্যবস্থা করলেন। একই সাথে সকলের চলে আসার সমস্যা থাকায় হাসান চিশ্‌তী স্বীয় স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রকে মেজভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত দর্শনার জগোতী নামক স্থানে এসে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহর রহমতে পথে কোন বিপদ-আপদ হল না। পরে হাসান চিশ্‌তী মুর্শিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিনের মত মাতৃভূমিকে ত্যাগ করে কুষ্টিয়ায় চলে আসলেন এবং পরিবারের সাথে মিলিত হলেন। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র চার মেয়ে ও তিন পুত্র সন্তান। যুগে যুগে মহামানবদের ধর্ম প্রচারের জন্য আল্লাহর নির্দেশে দেশান্তরিত হতে হয়। এটিই হল তাঁদের হিযরত।

তিনি কুষ্টিয়ায় প্রায় ছয় মাস অবস্থান করলেন। এই সময় তিনি কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ বাউল মরমী কবি লালন শাহের মাজার জিয়ারত করলেন। দেখলেন মাজারটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁর মনে বড়ই দুঃখ হল। তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন এত বড় মাপের একজন সাধকের মাজার এত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। হে আল্লাহ তুমি এটিকে পূর্ণ মর্যাদায় হেফাজত কর। তাঁর সেই প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ফকির লালন শাহের মাজার

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়। প্রায় ছয়মাস কুষ্টিয়ায় অবস্থানের পর আল্লাহপাকের নির্দেশে তিনি স্ব-পরিবারে খুলনায় চলে আসেন।

খুলনার ক্লে রোড নামের একটি রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটছেন জীবিকার অনুসন্ধানে। হঠাৎ একটি ভাঙ্গা দোকান হতে একজন অসুস্থ বৃদ্ধের আকুতি শুনতে পেলেন। কাছে যেয়ে দেখলেন এক অতিশয় বৃদ্ধ জ্বরে পুড়ছে আর কাতরাচ্ছে। তিনি কাছে যাওয়াতে বৃদ্ধ পানি খেতে চাইল। হাসান চিশ্‌তী তাকে পানি খাওয়ালেন এবং সেবা যত্ন করলেন। বৃদ্ধ একটু উপশম বোধ করল। বলল, "তুমি কে বাবা?" হাসান চিশ্‌তী বললেন, "আমার নাম আবুল হাসান। আমি পশ্চিম বঙ্গ হতে এসেছি। এই দেশেই থাকব।" বৃদ্ধ বলল, "এখানে আমার কেউই নেই। সকলেই ভারতে চলে গেছে। আমিও একটু সুস্থ হলে ভারতে চলে যাব। আমি তোমাকে আমার এই দোকানটি দিয়ে যাব।" বৃদ্ধের এহেন কথা শুনে হাসান চিশ্‌তী অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন এটি আল্লাহপাকের রহমত ছাড়া আর কিছুই নয়। দুই একদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ একটু সুস্থ হলে তিনি তাকে ট্রেনে তুলে দিলেন। বৃদ্ধ ভারতে চলে গেলেন। হাসান চিশ্‌তী দোকানটি একটু ঠিক্‌ঠাক্‌ করে নিলেন। দোকানের মধ্যে বসে আছেন এমন সময় ভারত হতে আগত একজন স্বদেশী পরিচিত ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। হাসান চিশ্‌তী বললেন, "একটি কাঁচি একটি মেশিন হলে দোকানটি চালু করা যেত।" সর্ব সময় আল্লাহপাকের অসীম রহমত তাঁকে ঘিরে থাকত। উক্ত ব্যক্তি তার বাসা হতে একটি কাঁচি এনে দিলেন এবং একটি পুরাতন অচল মেশিনের সন্ধান দিলেন। পুরাতন মেশিনটি তিনি যোগাড় করে নিজেই চেষ্টা করে সচল করে ফেললেন এবং দর্জির কাজ শুরু করলেন। জীবিকার একটি ব্যবস্থা হল। দোকানটির নাম দিলেন গ্লোব টেলারিং। মেশিনটির দাম পরিশোধ করে দিলেন। এই দোকানেই তাঁর খানকা শরীফের কাজ অস্থায়ীভাবে শুরু হয়।

শরাফত হাসান বলেন, অলী আউলিয়াগণ প্রকৃতির ভাষা বুঝতে পারেন। প্রকৃতিকে দেখে তাঁরা সহসাই পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গ করতে পারেন। এমনই একটি ঘটনা- শাহ্‌ হাসান চিশ্‌তীর দর্জির দোকানের পাশে ভারত হতে আগত এক ভদ্রলোকের খড়মের দোকান ছিল। সেই ভদ্রলোক তরিকত পন্থি লোক ছিলেন। তাঁকে সকলে খড়মী শাহ্‌ সাহেব বলে ডাকত। তাঁর পরিবার থাকত বিহারে। তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিমাসে কিছু টাকা কলিকাতা নিবাসী তাঁর এক স্বদেশী পরিচিত লোকের কাছে পাঠাতেন। ঐ ভদ্রলোক কলিকাতা হতে মানি অর্ডার করে ঐ টাকা তাঁর দেশের পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তার দেশের বাড়ি হতে তার স্ত্রীর এক চিঠি আসল। চিঠিতে তার স্ত্রী লিখেছেন- "দীর্ঘ পাঁচ মাস গত হতে চলল, আপনি আমাদের ভরণ - পোষণের জন্য কোন টাকা পাঠালেন না। আমাদের অবস্থা ভিখারীর মত হয়েছে। হয়ত আমরা অচিরেই না খেয়েই সকলে মারা যাব।" এই চিঠি পেয়ে খড়মী শাহ্‌ সাহেব কাঁদতে লাগলেন। মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তী তার কান্না শুনে কাছে গিয়ে বললেন, "স্ত্রীর চিঠি এসেছে। তার দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবৎ কোন টাকা পয়সা পায়নি। তাদের অবস্থা ভিখারীর মত হয়েছে। অথচ আমিতো প্রতি মাসেই তাদের জন্য টাকা পাঠিয়েছি। এখন বলুন আমি কি করব?" সকল ঘটনা শুনে হাসান চিশ্‌তী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। মহান আল্লাহ্‌পাকের নিকট প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন প্রকৃত ঘটনা কি? হঠাৎ দেখলেন দোকানের সামনে একটি অন্ধ ভিখারী একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করছে। ছেলেটি মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তীর দিকে তাকিয়ে আনমনে বলে উঠল, "কেয়া সোঁচ্‌ র‍্যাহে হ্যাঁয়? রুপিয়াতো মিল গ্যায়া।" ছোট্ট বালকের মুখ হতে হঠাৎ এইরূপ কথা শুনে মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তী সম্বিত ফিরে পেলেন। সহসাই বুঝে ফেললেন এই কথা ঐ বালকটি নিজের ইচ্ছায় বলেনি। অজান্তে তার মুখ হতে বের হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহপাক ঐ বালকের মুখকে ব্যবহার করে মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তীকে শুনিয়া দিলেন, "রুপিয়াতো মিল গ্যায়া" অর্থাৎ টাকা পেয়েছে। বালকটি অন্ধ ভিখারীকে নিয়ে চলে গেল। কেউই বালকটির কথার মর্ম বুঝল না। কারো কর্ণকূহরে ঐ কথা পশিল না। যার

Dhaka University Institutional Repository

কথা শুধু তিনি বুঝলেন। এটাই হইল প্রকৃতির ভাষা। মহান আল্লাহপাক এই বিশ্ব প্রকৃতিকে আলিঙ্গনে নিয়ে গোপনে পলে-অনুপলে তাঁর খেলা খেলছেন। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী প্রকৃতির এই কথা বুঝে ফেলে খড়মী শাহ্ সাহেবকে বললেন, "শাহ্ সাহেব, ক্রন্দন করবার প্রয়োজন নেই। এখনই আল্লাহপাক আমাকে জানিয়ে দিলেন আপনার প্রেরিত টাকা আপনার পরিবার পেয়েছে।" খড়মী শাহ্ সাহেব বললেন, "আপনি কি করে বুঝতে পারলেন?" মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তী বললেন, "আল্লাহপাক আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বলতে পারলাম। ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্র আপনি পরবর্তী চিঠিতে টাকার প্রাপ্তি সংবাদ পাবেন।" সত্যি তা হল। আগামী কিছুদিনের মধ্যে পরবর্তী চিঠিতে তিনি টাকা প্রাপ্তির সংবাদ পেলেন। কলিকাতা নিবাসী তাঁর সেই স্বদেশী ভদ্রলোক চিঠিতে লিখেছেন- "তিনি বিশেষ কাজে দিল্লী যেয়ে চরম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দিল্লী হতে তার আর কলিকাতা ফিরে আসার কোন উপায় ছিল না। যার কারণে তার পক্ষে টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর সুস্থ হয়ে তিনি কলিকাতায় ফিরে প্রেরিত পাঁচ মাসের টাকা এক সঙ্গে তার দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" খড়মী শাহ্ সাহেব অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তী নিশ্চয়ই এক মহান আল্লাহ্ওয়ালা। তা না হলে এইরূপ বলা সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। মহান আউলিয়াগণ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে বহু কিছু জানতে পারেন। এই প্রকৃতির মাঝেই চলছে আল্লাহ্পাকের খেলা। সেই জন্য শাহ্ হাসান চিশ্‌তী তাঁর একটি গজলে লিখেছেন-

"লেকে আগোশমেঁ ফিতর্‌যত কো তু, পিন্‌হা তেরা খেল্ হোতা হ্যায়।"

অর্থাৎ এই প্রকৃতিকে আলিঙ্গনে নিয়ে গোপনে পলে-অনুপলে তোমার খেলা চলছে। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী তাঁর দর্জির দোকানেই প্রতি বছর ১১ই রবিউস্‌সানীতে হযরত গওসল আজম বড় পীর শেখ আব্দুল কাদের মহীউদ্দীন জিলানী (রহঃ) এঁর এবং ৬ই রজব সুলতানুল হিন্দ গরীব নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী ও সঞ্জরী (রঃ) এঁর মজলিশ পালন করতেন। স্থানীয় বহু লোক উক্ত মজলিসে শরিক হতো।

খুলনায় এসে কৃচ্ছ সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের আটটি বছর কেটে যাবার পরে ক১৯৫৮ সালে খুলনা শহরে স্থায়ী খান্‌কা শরীফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর প্রতি রুহানী নির্দেশ আসে। তিনি খান্‌কা শরীফ প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোক তাঁকে খুবই ভক্তি করতেন। তিনি তার স্বীয় মালিকানাধীন একটি জায়গা খান্‌কা শরীফ নির্মাণের জন্য দিতে চাইলেন। আমার মুর্শিদ কেবলাহ্ তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছা হলে সরকারী তরফ হতেই খান্‌কা শরীফের জায়গা পাওয়া যাবে। তিনি এক রুহানী ইঙ্গিত পেয়ে তদানিন্তন পৌরসভার প্রশাসক জনাব জামশেদ আলী খন্দকারের নিকট খান্‌কা শরীফ নির্মাণের জন্য একটি জমির আবেদন করলেন। এই কাজে তার মুরিদ ও জামাতা জনাব হামিদুল হোসেন পৌর প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। পৌর প্রশাসক খুলনা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত তারের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের একটি জায়গা প্রদান করেন এবং খান্‌কা শরীফ নির্মাণের জন্য অনুমতি দেন। ১৯৫৯ সনে মুর্শিদ হাসান চিশ্‌তী অনাড়ম্বরভাবে গোলপাতার ছাউনী ও মুরোলি বাঁশের বেড়া দিয়ে খান্‌কা শরীফ নির্মাণ করলেন। খান্‌কা শরীফের নাম দিলেন "খান্‌কায়ে হাসানীয়া"। খান্‌কা শরীফ নির্মাণ করতে ছয়দিন সময় লাগল। সপ্তম দিনে তিনি ১১ই রবিউসানি (১৩৭৯ হিঃ) ফাতেহা শরীফ করে দরবারের কার্য্য শুরু করেন। দিকে দিকে তাঁহার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দলে দলে মানুষ তাঁর নিকট মুরিদ হতে লাগল। তিনি ইলমে তাসাউফ, ইলমে মারেফত এবং খাস করে সুপ্রসিদ্ধ চিস্তিয়া তরিকা মতে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর খান্‌কা শরীফে প্রতিদিন নামাজ এবং মাগরিব বাদ জলি জেকের হত। কিছুকাল পর রুহানী নির্দেশ পেয়ে তিনি "জেকরে খফি" অর্থাৎ নিঃশব্দে জেকের চালু করেছিলেন। দরবার শরীফে প্রতিদিন বাদ মাগরীব দুইটি আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার ক্লাস হত। মুরিদগণ বরজখের সাথে খফি জেকের ও ধ্যান সাধনা করতেন। তাঁর দরবারে প্রতি বৃহস্পতিবার

Dhaka University Institutional Repository

মাগরিব বাদ সাপ্তাহিক ফাতেহা শরীফ ও সওয়াব রেসানী হত। তাঁর দরবার শরীফে প্রতি বছর ১১ই রবিউস্‌সানী বড়পীর হযরত শেখ আব্দুল কাদের মহিউদ্দীন জিলানী (রহঃ) এঁর ওরস এবং ৬ই রজব সুলতানুল হিন্দ গরীব নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী ও সঞ্জরী (রহঃ) এঁর ওরস মোবারক পালন হত। কিছুকাল পর রুহানী নির্দেশ পেয়ে তিনি ২১শে ফাল্গুন বাৎসরিক ইসালে সওয়াব মাহফিল ধার্য্য করেন এবং প্রতি বছর তা নিয়মিত পালন করতে থাকেন।

ইলমে মারেফত ও ইলমে তাসাউফের শিক্ষা প্রচারে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী ১৯৫৯ সনে "মালফুজাতে খানকায়ে হাসানীয়া" শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। ১৯৬০ সনে "মালফুজাতে খানকায়ে হাসানীয়ার" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এরপর তিনি সেজদা ও গজল গানের বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করে "মালফুজাতে খান্‌কায়ে হাসানীয়া খুলনায় ইসলামে মতভেদ প্রশ্নের উত্তরে" শিরোনামে আরও একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে মোল্লাদের বিরোধিতা অনেক অংশে কমিয়া গেল। ১৯৬৩ সনে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "রুহ্" কেতাব প্রণয়ন করলেন। এরপর তিনি "আমি কে" শিরোনামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী হযরত আদম (আঃ) ও হযরত মা হাওয়া এঁর জীবনী সম্পর্কে লিখেছেন। তারপর তিনি একটি গজলের পুস্তক "গেযায়ে রুহ্" এবং আধ্যাত্মিক উক্তির পুস্তক "আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কথা" শিরোনামে আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এছাড়া তাঁর লিখিত "মযহবে সূফী বা সূফীর ধর্ম্ম", "ধর্মের নীহিত তত্ত্বের সন্ধানে" ও "যুগের ধর্ম ও মানবতা" শিরোনামে তিনটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি তিনি রেখেছিলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর মুরিদানবর্গ প্রকাশ করেছেন।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী ৫৭৬টি বাংলা গজল রচনা করেছেন । তিনি ইং ১০-০৯-১৯৭৩ তারিখে খুলনা বেতারের গীতিকার মনোনীত হয়েছিলেন। আব্দুল মালেক চিশ্‌তী তাঁর রচিত ভক্তিমূলক গান নিয়মিত খুলনা বেতারে পরিবেশন করতেন। তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন এবং বাংলা গজল ছাড়াও তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষায় মোট ১৫৯টি গজল রচনা করেছেন। তাঁর এই বাংলা, উর্দু ও হিন্দীতে লেখা বিশাল গজল সম্ভারের ভিতর ইসলামের ইলমে মারেফাতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আশেকের হৃদয়ের প্রতিটি ভাব ও প্রতিটি স্তরের কথা তাঁর গজলে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আইয়ুব চিশ্‌তী নামে তাঁর এক মুরিদ রাজশাহী বেতারে নিয়মিত তার রচিত ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করে থাকেন। হাসান চিশ্‌তী নিজেও সুমধুর কণ্ঠে গজল গাইতেন। হাসান চিশ্‌তীর এই বিশাল গজল সম্ভার ইলমে তাসাউফের এক অমূল্য সম্পদ।

হাসান চিশ্‌তীর একটি তত্ত্বনিহিত গজল স্থানীয় একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গজলটি হল-

না চিনে তোমায় দেখেছিলাম পথে ঘাটে মম ঘরে
এখন চেনার পরে কাছে থেকেও কেন গেলে সরে ॥

তখন তোমাকে তুমি ভেবে পৃথক জেনে ছিলাম সে
এখন তোমাকে আমি জেনে দেখলাম স্বয়ং এ
দেখেও দেখিনি তোমায় পেয়েও বল পাব কেমন করে ॥

অরূপে তুমি না রূপে তুমি না স্বরূপে তুমি
তুমিই তুমি না আমাতে তুমি না তুমিই আমি
চঞ্চল চেতনাকে সান্ত্বনা কর এস অরূপে স্বরূপ ধরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানেতে পাওয়া মনেতে পাওয়া আর প্রাণেতে পাওয়া
না ধ্যানেতে পাওয়া না আমি স্বয়ং না হয়ে যাওয়া
আমি, তুমি, সে, বল চেতনায় এসে
থাকে আশায় কে কার তরে ॥

উপরোক্ত গজলটি বিজ্ঞজনের মাঝে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

যোগ্যতার দিক দিয়ে আউলিয়াগণদের তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন- গওস, কুতুব ও আবদাল। সবচেয়ে উন্নত স্তরের আউলিয়াগণ হইলেন গওস। তারপরের স্তরের আউলিয়াগণ হলেন কুতুব। তারপরের স্তরের আউলিয়াগণ হলেন আবদাল। তিনি ছিলেন গওস স্তরের একজন মহান আউলিয়া। মহান আউলিয়াগণ কৃচ্ছ সাধনা বলে আল্লাহ্পাকের চরম নৈকট্য অর্জন করে থাকেন। অনেক সময় তাঁরা বাহ্যিক চেতনাকে অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্পাকের এক অতিন্দ্রীয় জগতের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থাকে "হালাতে যুনুনিয়াত", "হালাতে রবুবিয়াত" অথবা "হালাতে ওয়াজ্দানিয়াত" বলা হয়ে থাকে।

শাহ্ হাসান চিশ্তী তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী ইশকে এলাহী অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ঈশ্বর প্রেমের শিক্ষাকেই তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এই প্রেমকেই সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবনের ৬৬ বৎসর বয়ক্রমে তিনি তাঁর মুরীদানবর্গকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ১৯৮৬ ইংরেজি সনের ২১শে মার্চ ইহলোক হতে বিদায় নেন। তাঁর অতি প্রিয় খানকা শরীফের মাঝেই তাঁর পবিত্র দেহমোবারক সমাধিস্থ করা হয়েছে। সেখানে তাঁর পবিত্র মাজার শরীফ অবস্থিত। যা বর্তমানে 'তারের পুকুর মাজার শরীফ' নামে খ্যাত।

প্রতি বছর তাঁর পবিত্র মাজার শরীফে তাঁর জন্ম (১৭ সেপ্টেম্বর) এবং ওফাত (মৃত্যু) (২১ মার্চ) এর দিনে তাঁর ভক্ত অনুরাগীর উপস্থিতিতে বাৎসরিক ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁহার একটি অমরবাণী হইল "প্রার্থনায় পরিত্রাণ, সাধনায় মুক্তি ও প্রেমেতে মিলন।"

Dhaka University Institutional Repository

খ. শাহ্ হাসান-এর সঙ্গীতের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা কেন প্রয়োজন?

সংগীত বাংলা ও বাঙালির প্রাণ। সংস্কৃতি উর্বর এই বাংলার ভূমি। এখানে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য বাউল, কবি, শিল্পী ও সাধক। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-একজন সুফি সাধক। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ নিতান্ত সাধারণ হলেও এদের মাঝে একটি আধ্যাত্মিক ভাব আছে। এরা জীবনের সুখ, দুঃখ, ভাব ও আবেগকে কথা, সুর ও গীতের মাঝেই প্রকাশ করে আসছে। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, দেহতত্ত্ব, মুরশিদী, মারফতী, মরমি, আধ্যাত্মিক, বাউল প্রভৃতি তাই বাংলার মানুষের প্রাণ ও বাঙালির দর্শন। যা আমাদের সমাজের দর্পণ স্বরূপ।

শাহ্ হাসান-এর সঙ্গীতে মানুষ ও মানবতা, মরমী ও আধ্যাত্মিকতার স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সঙ্গীতের সবগুলি গান এখানে উপস্থাপিত না হলেও তাঁর রচিত গানগুলিতে বিষয়ভিত্তিকভাবে ভাগ করে তাঁর কতগুলি গজল বা গান গবেষণা পত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয় অনুযায়ী বিভাজনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসানের গানে বিচিত্র ধরণের বিষয় সমূহের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তার মাঝে কিছু কিছু বিষয়কে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হলে বিষয়গুলির বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই সেক্ষেত্রে তাঁর গানের মূলভাবকে লক্ষ্য রেখে এবং শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর সঙ্গীতের দায়িত্বে নিয়োজিত ওস্তাদ আব্দুল মালেক চিশ্‌তী-এর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে লিখিত পর্যায় বিষয়ভিত্তিক বিভাজন করা হয়েছে। যেমন -

১. হামদো সানা
২. নাত্ শরীফ
৩. মুরশিদী
৪. তত্ত্বনিহিত
৫. প্রেম
৬. প্রার্থনা
৭. সুনির্দেশমূলক
৮. তাৎপর্যপূর্ণ দিন

গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান চিশ্‌তী ৫৭৬টি বাংলা গজল, ১৫৯টি উর্দু ও হিন্দি গজল, মোট ৭৩৫টি রচনায় বিচিত্র পর্যায়ে অমূল্য বাণী, শব্দচয়ন ও রচনায় নির্দেশিত ভাব অবলম্বনে বিচিত্র পর্যায়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। তবে প্রেম, তত্ত্ব ও মুর্শিদী গানের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

গানের ভাব, বৈশিষ্ট্য ও বিষয় সমূহের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ও গানের অন্তর্নিহিত ভাবদর্শনকে বিশ্লেষণ করে বিষয় অনুযায়ী বিভাজন করলে, বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাত্রা সংযোজিত হবে। এ কারণেই আমার গবেষণা অনুযায়ী শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর সঙ্গীতের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন মনে করছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. শাহ্ হাসান সঙ্গীতের সুরবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কেন প্রয়োজন?

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী লিখিত গানগুলি মূলত মুর্শিদী মারফতী আধ্যাত্মিক গান, তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, আল্লাহ্ প্রেমিকের পূর্ণতা অর্জনের প্রতি স্তরের কথা, আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক, আশেক অন্তরের প্রার্থনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর রচিত এ সকল গানের মধ্যে কতকগুলি গানে তিনি নিজেই সুরারোপ করেছেন। গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, তিনি সুমিষ্ট কণ্ঠে এ সকল তত্ত্বনিহিত আধ্যাত্মিক গান পরিবেশন করতেন। শাহ্ হাসানের গানে বিচিত্র সুরের ব্যবহার ও গায়কীর ভিন্নতা এক নতুন মাত্রার আস্বাদ জাগায়। গজল, কাওয়ালী, ভজন, কীর্তন, লোকসুর, আধুনিক সুর, রামপ্রসাদী, টপ্পা, রাগাশ্রিত সুরের সন্নিবেশ ঘটেছে তাঁর গানে।

ভারতীয় রাগসঙ্গীতে ভৈরব, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, দরবারী, কানাড়া, টোড়ী, পিলু, মঙ্গল বিভাস, পূরবী, বাগেশ্রী, রাগেশ্রী, ভূপালী, পুরিয়া কল্যাণ, কাফি, মালকোষ প্রভৃতি রাগের ব্যবহার তাঁর গানে সচরাচর লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণা সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর পছন্দনীয় রাগ ছিল মালকোষ। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, গায়কী, পরিবেশন রীতি ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে যা দীর্ঘদিনের চর্চা ও পরিচর্যায় এক স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি করেছে।

তাঁর মুর্শিদী, মারফতি ও আধ্যাত্মিক গানসমূহের সুরবৈচিত্র্য বাংলা সঙ্গীতকে ঋদ্ধ করবে বলে একজন গবেষক হিসেবে এ বিষয়ের গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. শাহ্ হাসান সঙ্গীতানুরাগী, শিল্পী ও অনুসারীদের জীবন যাপন ও দর্শন
(সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ উপস্থাপন করা হলো)
সাক্ষাৎকারপর্বে প্রথমে অনুসারীদের এবং পরবর্তীতে তাঁর গজলসমূহ চর্চাকারী শিল্পীদের সাক্ষাৎকার প্রদান করা হয়েছে।

১.

▸ আপনার নাম - মকসুদা হাসান (শাহ্ হাসানের জ্যেষ্ঠ কন্যা)
আপনার পিতার নাম - হজরত শাহ্ হাসান চিশ্‌তী
জন্ম-১৯৪৪ ইং

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের বড় মেয়ে। জন্ম থেকেই বাবাকে দেখছেন যে সকালে উঠে ওজিফা করে নাস্তা খেয়ে বাইরে যেতেন দুপুরে এসে খেয়ে কোরআন শরীফ পড়তেন মাগরিবের আগ পর্যন্ত।
এক কাপড়ে ২০/২৫ দিনের জন্য বাইরে চলে যেতেন। কোন যোগাযোগ হতো না। তারপর আবার ফিরে আসতেন।

▸ আপনাদের ক্ষেত্রে সাধনার কি কোনো নিয়ম ছিল?
ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতই চলত। তবে সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ছিল। সকাল ও সন্ধ্যায় ওজিফায় বসতে হত। কারও উপর কোনো জোর ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিজস্ব কিছু নিয়ম করে প্রতিদিন পড়তে হত।

▸ আপনার জন্ম কোথায়?
আমার জন্ম কলকাতায়।

▸ কত সালে আপনারা বাংলাদেশে এসেছেন?
১৯৫০ সালে বাংলাদেশে এসে প্রথমে কুষ্টিয়ায় ৬ মাস ছিলাম। তারপর খুলনায় সাহেবের কবরখানা নামক জায়গায় ছিলাম, তারপর শান্তিধামের মোড়ে শেষে হাজী মহসীন রোডের বাড়িতে উঠি। এখনও সেই বাড়িতেই আছে আমার ভাইরা।

▸ বাংলাদেশে এসে উনি প্রথমে কি করতেন?
৫৬/৫৭ সাল পর্যন্ত ওনার দর্জির দোকান ছিল।

▸ আপনার আম্মা সব কাজে কি ওনাকে সহযোগিতা করেছিলেন?
বিয়ের পর থেকে উনি বাবাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন সব কাজে।

▸ উনি কখন গজল লিখতেন?
রাতেই বেশি লিখতেন তবে যখন মনে হতো তখনই লিখতেন।

▸ আপনাদের প্রথম ওরস কবে শুরু হয়?
৫৮/৫৯ সনে প্রথম ওরস শুরু হয়।

▸ ওরসে কারা গজল পরিবেশন করতেন?
ওরস পালনের প্রথম দিকে দরবারী কাওয়াল আব্দুল মালেক চিশ্‌তী সহ উনার বড় জামাই হামিদুল হাসান চিশ্‌তী এবং বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন কাওয়ালরা বাৎসরিক ওরস সমূহে গজল পরিবেশন করতেন।

▸ সংসারে সব দায়িত্ব পালন করেছেন কি?
এত বড় মহামানব হয়ে সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতেন।

▸ উনার ভাই-বোনার কি কেউ এখনো বেঁচে আছে?

Dhaka University Institutional Repository

উনার একজন বোন বেঁচে আছে নাম 'হাওয়া বিবি'। উনি কলকাতায় টিটাগড়ে আছেন।

▸ কোন কোন জেলায় শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর মুরিদ আছে?

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই ওনার মুরিদ আছে। তবে সবচেয়ে বেশী রাজশাহী ও পাবনায়।

▸ এই পথের একজন আওলিয়া হিসেবে তাঁর প্রকাশ ও বিকাশের শুরু সম্পর্কে কিছু বলেন?

ক্লে রোডে অবস্থানরত সময়ে তিনি এই পথের দীক্ষা দান শুরু করেন। তা পূর্ণতা পায় তারের পুকুরের দরবার শরীফ 'খানকায়ে হাসানীয়া'র মাধ্যমে।

▸ টিটাগড়ে অবস্থানরত সময়ের কোন স্মৃতি কি আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ মনে আছে। ঐ সময়ে বাবা তাঁর মুর্শিদ কেবলার সাথে সারা সারা রাত জেগে আল্লাহ'র ইবাদতে রত থাকতেন। ফজরের নামাজ সম্পন্ন করে ঘুমাতেন।

২.

▸ নাম - খাজা মোহাম্মদ শরাফত হাসান চিশ্‌তী (শাহ্ হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র)

ঠিকানা - ৩২, হাজী মহসিন রোড, খুলনা।

পেশা-ব্যবসা।

জন্ম-১৯৪৯ ইং

▸ কবে মুরিদ হয়েছেন?

আমার ১৫ বছর বয়সে বাব আমাদের কয়জন ভাই-বোনকে একসঙ্গে ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুরিদ করে নেন।

▸ আপনি তো উনার সম্পর্কে বই লিখেছেন? তার তথ্যগুলো কোথায় পেয়েছেন?

এটা আমি তাঁর বড় ছেলে হিসেবে তাঁকে যেমন দেখেছি। তাঁর কাছে যেমন শুনেছি তিনি যা যা বলেছেন তাই লিখেছি। মা'র কাছ থেকে জেনেও অনেক কিছু লিখেছি। উনার অনেক মুরিদান আছে, কিছু ঘটনা তাদের কাছে থেকে সংগ্রহ করেছি।

▸ অমিয় বাণীতে তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলুন-

আমি শুধু উনার ঔরসজাত সন্তানই নই। আধ্যাত্মিক সন্তানও। তাঁর কাছ থেকেই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ লাভ। বাবার গজলে অনেক আধ্যাত্মিক বাণী আছে যা তাঁর কাছ থেকে শুনে শিখেছিলাম। উনার গজলে সৃষ্টি রহস্যের বাণী রয়েছে সেই জ্ঞানের আলোকে আমি এই গজলগুলো বিশ্লেষণ করেছি।

▸ এই পথ-মত সম্পর্কে কিছু বলেন?

এককথায় গুরুভিত্তিক পথ-মত। গুরু যা বলেন তাই করি। গুরুর মাধ্যম দিয়ে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে পাই।

▸ গজল নিয়ে ভবিষ্যত চিন্তা কি?

উনার গজল নিয়ে আমার ভবিষ্যত চিন্তা হচ্ছে ওনার গজল সারা বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করবে।কত উচ্চমানের গজল তিনি রচনা করেছেন সেটার বিকাশ হয়নি। সেটা চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি এটা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্ববাসীকে জানাই তাহলে আমার মনে হয় সারা বিশ্বে একটা নাড়া পড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.

▸ নাম - খাজা একরাম হাসান (শাহ্ হাসানের দ্বিতীয় পুত্র)
ঠিকানা - ৩২, হাজী মহসিন রোড, খুলনা।
পেশা - ব্যবসা।
জন্ম-১৯৫৩ ইং

▸ আপনার বাবা সম্পর্কে কিছু বলেন-
বাবা তো শুধু আমার বাবা নয়। আমার মুর্শিদ, আমার দীক্ষা গুরু। উনার সম্পর্কে কিছু বলবার মতো আমার যোগ্যতা নেই। ব্যাপক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যাঁর অস্তিত্ব তার কতটুকু আমি তুলে ধরতে পারবো আপনার সম্মুখে।

▸ আপনার জীবনে উনার প্রভাব সম্পর্কে বলেন-
আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না উনি কি ছিলেন। বাবা ওফাতের পরদিন থেকে আজ পর্যন্ত ২২ বছর ধরে নির্ঘুম রাত কাটাই তাঁর পবিত্র রওজাপাকে।

▸ ওনার দর্শন ও এই পথ-মত সম্পর্কে কিছু বলেন-
আমি আপনাকে আমার একটি ছোট্ট লেখা পড়ে শোনাচ্ছি। (বিঃদ্রঃ লেখনীর কিছু অংশ গবেষণাপত্রের ৩য় অধ্যায়ে সংযুক্ত হয়েছে)

৪.

▸ নাম - সাজির উদ্দীন আহমেদ আল হাসানী
বাবার নাম - মৌলভী লাল মোহাম্মদ
জন্ম - ১৯২৩ সালে ১লা মার্চ
ঠিকানা - খুলনা

▸ কিভাবে এবং কত সালে উনার সাথে দেখা করেন?
আমার অফিসের একজনের কাছ থেকে শাহ্ হাসানের কথা শুনি। তারপর দিন শুক্রবার শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের সঙ্গে দেখা করি এবং সে দিনই উনি আমাকে মুরিদ করে নেন। সেটা ছিল ১৯৫৭ সাল।

▸ বাংলাদেশে কবে এসেছেন?
আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে এসেছি। আমার বাবা মারা যান আমার ৭ মাস বয়সের সময়। ৩ ভাই ২ বোনের মধ্যে আমি সবার ছোট। মাকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে চলে আসি।

▸ আপনি যখন মুরিদ হন তখন উনি মুরিদানদের নিয়ে কোথায় বসতেন?
খুলনার ক্লে রোডে তখন তিনি মুরিদান নিয়ে বসতেন।

▸ একজন প্রবীণ মুরিদান হিসেবে আপনার জানামতে তিনি কি কাউকে খেলাফত প্রদান করে গেছেন?
হ্যাঁ রাজশাহীর শাহ্ সাহেব (ইয়াসীন ভাইজান), পাবনার সাত্তার সাহেব এবং সূফী ভাইজান (রওশন আলী) খুলনা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.
নাম - খন্দকার মাহ্‌ফুজুর রহমান চিশ্‌তী
বাবা - মরহুম খন্দকার মুজিবর রহমান
ঠিকানা - গ্রাম - রাধানগর, পোস্ট+থানা+জেলা - পাবনা
পেশা - অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

▸ কবে থেকে এবং কার সাথে ওনার কাছে যান ?
বড়ভাই মরহুম খন্দকার রশীদুর রহমান (মঞ্জু) আমাকে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের কাছে নিয়ে যান সেটা ১৯৬৭ সালের কথা। তাঁর কাছে যেতে যেতে আমি উনার মুরিদ হই।
▸ আপনাকে কি উনি কেন নিয়ম করে দিয়েছেন প্রাত্যহিক জীবনের?
নিয়মমাফিক চলতে হবে। রাতে শোয়ার আগে আল্লাহ্ ধ্যানে বসতে হয়।
▸ তাঁর সাথে আপনার কিছু স্মৃতির কথা বলবেন কি?
উনার মাছ শিকার করার শখ ছিল। ছুটির দিন সকালে আমিসহ আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মাছ শিকার করতে যেতেন। সাথে চা, পরোটা, মাংসের ভুনা, হালুয়া ইত্যাদি নিয়ে মাছ শিকার করতে যেতেন। সাথে আরো যারা থাকতেন তাদের মধ্যে মাসুম ভাই, ওয়ালীউর রহমান ভাই ও নান্নু ভাইও থাকতেন। সারাদিন মাছ ধরতেন। বাবা হজরত বেড়াতে পছন্দ করতেন। মাঝে মাঝেই মাসুম ভাইকে নিয়ে খলিশপুর, ডুমুরিয়া ইত্যাদি জায়গায় বেড়াতে যেতেন।
▸ উনি কি সবাইকে মুরিদ করতেন?
হ্যাঁ করতেন। তবে মানুষের যোগ্যতা বুঝে তাকে তিনি সেই নিয়মে কাজ করার নির্দেশ দিতেন।
▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র শিক্ষা ও দীক্ষা দান প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?
বাবা মাগরিবের আগে আসতেন মাগরিবের নামাজের পর প্রথম ক্লাস নিতেন দ্বিতীয় ক্লাস রাত আটটার পর শুরু হত। আমি ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি।
▸ তৎকালীন আপনাদের সাথে শাহ্ হাসানের তত্ত্বনিহিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কি? তাঁর আলোচনার মূল্যবান কিছু তথ্য পেলে আমি উপকৃত হতাম।
হ্যাঁ আছে। উনার আলোচনাসমূহ আমি মাঝে মাঝে নোট করতাম। যেমন একদিনের আলোচনার কথা বলি, আমার খাতা দেখে। (খাতায় লিখিত আলোচনাবিশেষ সরাসরি তুলে ধরা হল।)

৩০/৮/৮১ (রোববার)

অদ্য বেলা ২.৩০ মিঃ এ পরম পূজনীয় মুর্শিদ কেবলা পাক দরবারে পদার্পণ করেন এবং তিনি যাহা কিছু আমাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করলেন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।
১। ধর্মকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ধর্মের সকল সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে, আমাদের দরবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সহজ-সরল ভাবে বুঝবার জন্য এই ভাবে নিতে হবে। যেমন, বাহ্যিক দেহ, বাহ্যিক চেতনা ও আমার আত্মা এই তিনে মিলে "আমি" (outer Concious) আর মহান আল্লাহপাক "তিনি" (Inner Concious)।
২। দুই শক্তি প্রধান :- মহান আল্লাহপাক ও শয়তান। তিনি মহা একক হইয়াও পৃথকভাবে বিরাজিত। আর শয়তান আমার সহিত অর্থাৎ বাহ্যিক চেতনার সহিত বিরাজিত।
৩। দোযখ ও বেহেস্ত দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন স্থূলে ও সূক্ষ্মে।
৪। আলাইল্লিন ও আলাসিজ্জিন সে একই জায়গায় অর্থাৎ এই পৃথিবীতে।
৫। আত্মার যোগ্যতার স্তর।
ক) নাসুত (সাধারণ জনগণ)

Dhaka University Institutional Repository

খ) মাল্‌কুত (ফেরেস্তার সভার)
গ) জব্‌রুত্‌ (শান্তি ও সত্যের জিন্দেগী শুরু)
ঘ) লাহুত ৪ (চার) ভাগে বিভক্ত। হাহুত হচ্ছে লাহুতের চার ভাগের শেষের ভাগ।
৬। বাকাবিল্লাহ, এই স্তর হোতে জন্মান্তরবাদ শেষ।
৭। ফানাফিল্লাহ, আল্লাহর পথের শেষ কোঠা। হযরত কেবলা আলোচনার মাঝে একজন আশেকের একটি কথা উদ্ধৃতি করলেন তাহা হচ্ছে এই-

আল্লাহ আদমতনে রয় মিশে
ফেরেস্তারা তাই সেজদা করে।
আদম জেনে করবি সেজ্‌দা
পড়বি দোযখ মাঝারে।

ইহার পর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কেবলা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু আলোকপাত করেন। আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখ বাবা, আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য যেন দুনিয়া না হয়। মূখ্য উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে আর সকল কাজকে গৌণ ভেবে চলতে হবে। যে মহান আল্লাহপাক তাঁর মহাগবেষণা দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে চেনা, জানা, বোঝা, দেখা ও পাওয়ার পথে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

অতঃপর বাবা হজরত কেবলা বেলা ৩.৩০মিঃ-এ তাঁর মূল্যবান আলোচনা শেষ করলেন।

৬.
নাম - তৈয়ব হাসান (মাজারের খাদেম)
বাবা - সৈয়দ আব্দুল মতিন
ঠিকানা - খুলনা, মাজার শরীফ।

▸ কবে প্রথম এবং কিভাবে এলেন?

মাদ্রাসাতে পড়াকালীন সময় একদিন 'মালফুযাতে খানকায়ে হাসানীয়া' নামে একটা পত্রিকা পড়লাম। সেখানে উনার একটি লেখা পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। কয়েকবার লেখাটা পড়লাম। পড়ে তাঁর সাথে দেখা করলাম। সেটা ছিল ১৯৬২ সাল।

▸ ১৯৬২ সালে মুরিদ হয়েছেন?

১৯৬২ সালে শেষের দিকে।

▸ কবে আপনাকে খাদেম নিযুক্ত করেন?

১৯৬২ সালেই আমাকে খাদেম হওয়ার জন্য বলেছেন। বলেছিলেন ১২ বৎসর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু ১০ বছর দায়িত্ব পালন করার পর উনি বললেন যে, তোমাকে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে। তুমি সংসার ধর্ম করো। তারপরও এ কাজের দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন।

▸ আপনার প্রতি তাঁর নির্দেশ ও তাঁর দর্শন সম্পর্কে কিছু বলেন?

আমার প্রতি তাঁর বিভিন্ন রকম নির্দেশ আছে যা পালন করতে বলেছেন। উনার আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা মেনে চলতে হবে। উনার শিক্ষা হচ্ছে মহান আল্লাহকে চেনা-জানা-বোঝা-দেখা ও পাওয়া, এই পাঁচটি নিয়ম। মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে সব সময় কর্মরত থাকতে হবে। রাগ, ক্রোধ, লোভ করা যাবে না।

▸ এ পথ-মতের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু বলুন-

সাধারণ মানুষ থেকে একটু ভিন্ন। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাক-পবিত্র হয়ে চলতে হবে। সুফীদের জেনে, বুঝে, দেখে এ তিনটি নিয়মে চলতে হয়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.

▸ নাম - ওয়ালীউর রহমান (শাহ্ হাসানের অনুসারী)
বাবার নাম - মরহুম আব্দুল গফুর খান
বাবার পেশা - কেরানী, ১৯৬৩ সালে মারা গেছেন।
পেশা - শিক্ষকতা,
ঠিকানা - নিরালা, খুলনা

▸ কবে এ পথে এসেছেন?

উনার মেজো মেয়ের সাথে বিয়ে হবার সুবাদে আমি এই পথ-মতে এসেছি । আমার বাবাও আধ্যাত্মিক লাইনে ছিলেন। এখনো আমার বাবার অনেক মুরিদ আছে। তবে আমি শাহ্ হাসান চিশ্তী সাহেবের কাছে মুরিদ হয়েছি।

▸ এই পথ-মতে চলার জন্য কি কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম দিয়ে গেছেন?

গজলের মধ্যেই সব নিয়ম দেওয়া আছে।

▸ শাহ্ হাসান চিশ্তী সাহেবের দর্শন কি ছিল?

আল্লাহকে চেনা, জানা, বোঝা, দেখা এটাই ওনার দর্শন ছিল। উনার কয়েকটি বই আছে। সেগুলোতেই উনার দর্শনের কথা লেখা আছে।-

১. আমি কে
২. রুহ্
৩. সুফীর ধর্ম
৪. ধর্মের নিহিত তত্ত্বের সন্ধানে
৫. যুগের ধর্ম ও মানবতা

Dhaka University Institutional Repository

৮.

নাম - মোঃ নবীউদ্দিন চিশ্‌তী ও ক্বাদরী
বাবা - মরহুম ডঃ শরীয়উল্লাহ্
পেশা - অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিজেএমসি
ঠিকানা - ১৭৮/১, পশ্চিম মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬

▸ কবে থেকে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের কাছে যান?

ইয়াসিন বলে আমার একজন ভাই ছিলেন। উনি খুলনায় যাতায়াত করতেন। আমাদের পরিবারের সবাই অন্য একজন পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। কিন্তু আমি কারো মুরিদ হইনি। তারপর একদিন রাতে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। তখন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আমি বাড়ি চলে যাই। তারপর ইয়াসিন ভাইকে ডেকে সব খুলে বলি। তখন ইয়াসিন ভাই আমাকে খুলনার শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের কাছে যেতে বলেন। রাজশাহী থেকে বৌ-বাচ্চা নিয়ে খুলনায় গেলাম। সেটা ছিল ১৯৬৬ সালের ফাগুন মাস।

▸ উনার ওখানে যেয়েই কি আপনি মুরিদ হতে চান?

ওখানে যেয়ে প্রথমে দরবার শরীফে উঠি। প্রথমে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমি স্বপ্নে যে চাদর দেখেছিলাম সেখানে ঠিক সেই চাঁদরটা বিছানো। তারপর আমাদের নিয়ে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। আমার মনে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। এভাবে ওখানে আমি প্রত্যেকদিন দরবার শরীফে যাতায়াত শুরু করলাম। একদিন আমাকে মুরিদ করে নিতে বললাম।

▸ আপনাকে কি কিছু নিয়ম - নীতি দিয়েছিলেন?

আমি চলে আসার দু'দিন আগে সব নিয়ম বলে দিয়েছিলেন। দুনিয়ার কাজ সেরে আধ ঘণ্টা আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাতে বলেছেন। খুঁটিনাটি যা কিছু দরকার ইয়াসিন ভাইকে জিজ্ঞাসা করলে হবে। পরে আরো অনেক কিছু নিয়ম সংযোজন করেছেন। যত বেশি পড়তে পারবেন তত বেশি উপকার হবে।

▸ ঢাকায় আপনার বাসায় এসেছিলেন নাকি?

১৯৭৮ কি ১৯৮৯ সালে ঢাকায় আমাদের বাসায় এসেছিলেন। তখন উনাকে আনতে ফুল নিয়ে সবাই এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। এখনো আমার বাসায় শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব যখন এসেছিলেন তখন যে চাদর, কার্পেট বিছানো ছিল সেগুলো ওভাবেই রেখে দিয়েছি।

▸ শুনেছি আপনাদের বাসায় নাকি ফাতেহা হতো বৃহস্পতিবারে?

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের নির্দেশ ছিল প্রতি বৃহস্পতিবার আমার বাসায় ফাতেহা হবে। তখন প্রথমে ফাতেহা পাঠ করতেন কাশেম সাহেব। পরে উনি নির্দেশ দিলেন আমাকে ফাতেহা পড়ানোর জন্য। সেই থেকে এখনো চলছে। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফোন করে আমার কাছে ফাতেহার খবর নিতেন। কে কে এসেছেন জানতে চাইতেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯.
নাম - আবুল কালাম আজাদ চিশ্‌তী
বাবা - এস.এম. পেয়ার আলী চিশ্‌তী
বাবার পেশা - ডাক্তার
পেশা - ব্যবসা,
ঠিকানা - ৫০ রায়পাড়া রোড, খুলনা।

▸ আমি শুনেছি আপনি প্রত্যেক দিন শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের জন্য একটা ফুল নিয়ে যেতেন এটা কি সত্যি?

হ্যাঁ, আমি প্রত্যেক দিন বাবা হযরতের জন্য একটা ফুল নিয়ে যেয়ে ওনাকে সালাম করেছি। এমনও অনেক সময় আছে যে ফুল পাচ্ছি না তখন কারো বাগান থেকে চুরি করে হলেও ওনার জন্য ফুল নিয়ে গিয়েছি।

▸ কোনো নিয়ম মেনে চলতে হয় কি?

আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় মাজার শরীফে যাই। ওখানে অনেকক্ষণ বসে আমার কাজ সেরে চলে আসি। কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই।

▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব বেঁচে থাকতে কয়টা ওরশ হতো?

বাবা হযরত বেঁচে থাকতে ২টা ওরস হতো। ১টা রজব মাসে। আরেকটা ২১শে ফাল্গুনে হতো দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে।

Dhaka University Institutional Repository

১০.
নাম - এ.এইচ.এম শামসুদ্দোহা
বাবার নাম - আলহাজ্ব মোঃ আবু দাউদ
পেশা - অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ঠিকানা - হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

▸ কবে এবং কার সঙ্গে এ পথে এসেছেন?

১৯৭২ সালে প্রথম উনার ওখানে যাই। মালেক সাহেব (শিল্পী আব্দুল মালেক চিশ্‌তী) এর একটা গানের স্কুল ছিল। সেখানে গান শুনে উনার সাথে পরিচয় হয়। উনি তখন বলেছিলেন আরো গান শুনতে চাইলে তারের পুকুরে আসবেন। সেই রাতেই আমি ওখানে যাই। গজল শুনে আমার খুব ভাল লাগল। এভাবে ওখানে যেতে শুরু করলাম।

▸ কতদিন পর ওনার মুরিদ হলেন?

তারপর থেকেই আমি উনার সঙ্গে বিভিন্ন কথা বলি। এভাবেই আমি উনার মুরিদ হয়ে যাই।

▸ ওনার গজল সম্পর্কে কিছু বলেন?

দেহতত্ত্ব থেকে প্রেম অনেক ধরণেরই গজল লিখেছেন। গানের বাণী খুব গুরুত্বপূর্ণ।

▸ তাঁর দর্শন সম্পর্কে কিছু বলেন?

নিজেকে চেনা-জানা, বোঝা-দেখা। নিজেকে চেনা মানেই আল্লাহ্ কে চেনা। আল্লাহ্ কে চেনা-জানা-বোঝার মাঝেই তাঁর দর্শন নিহিত।

▸ কোনো নিয়ম দিয়েছেন কি?

প্রেমই ধর্ম। সর্বক্ষণ জিকির করতে হবে। কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। সবসময় জিকিরে রত থেকে তাঁকে স্মরণ করা। মনের একটা যোগসূত্র আছে।

▸ এই পথ-মতের সম্পর্কে আপনার দর্শনটা কি?

মানুষের ইচ্ছে শক্তি এবং আল্লাহ'র ইচ্ছাশক্তি এক হতে পারে। প্রেমই মূখ্য- প্রেমিক মনের সাথে আল্লাহ সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়। যার জন্য এ পথে মানুষ আসে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত হওয়াই প্রধান কাজ। প্রেম - প্রীতি, ভালবাসা যুক্ত হলে তবেই হবে। জ্ঞান দিয়ে হবে, প্রেম দিয়ে হবে। মানুষের আত্মাটাই আল্লাহর অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

১১.
নাম - ফরিদা বানু চিশ্‌তী
বাবা - মোঃ জান মোহাম্মদ মুনসী
বাবার পেশা - ক্লার্ক
ঠিকানা - ই - ৫০৭, জাহানারা মঞ্জিল, রাজার হাতা শহর, রাজশাহী।

▸ আপনি কবে উনার ওখানে প্রথম গিয়েছিলেন?
'৬৭ কি '৬৮ সালের দিকে আমি উনার সম্পর্কে শুনে মুগ্ধ হয়ে ওখানে যাই।
▸ সান্নিধ্য প্রসঙ্গে কিছু বলেন–
উনার ওখানে যতদিন থেকেছি ততদিন উনার ঘর আমি নিজে পরিষ্কার করেছি। সকালে উনার বড় ছেলের বৌ-এর সাথে নাস্তা বানিয়ে উনার সামনে নিয়ে গিয়ে উনাকে বেড়ে দিয়েছি। যখন চলে আসতাম, তখন উনি দু'হাতে মুখে আদর করতেন। আর আমাকে আরজু মা বলে ডাকতেন(এই সময় উনি (ফরিদা বানু) আবেগে চুপ হয়ে চোখ মুছতে থাকেন)। আমরা চলে আসার সময় উনি গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।
▸ উনি কি খেতে পছন্দ করতেন?
পরোটার সাথে মাংস। জর্দার সেমাই, ফিরনী, বিরিয়ানী খুব পছন্দ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর গজল শিল্পীদের সাক্ষাৎকার ঃ

গবেষণাসূত্রে সংগৃহিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর জীবদ্দশায় যারা তাঁর সম্মুখে তাঁর লিখিত মারফতী, মুর্শিদী, আধ্যাত্মিক, উর্দ্দু ও হিন্দী গজল পরিবেশন করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হামিদুল হাসান চিশ্‌তী, দরবারী কাওয়াল উপাধি খ্যাত আব্দুল মালেক চিশ্‌তী, মোঃ তালিব হাসান, মাসুম চিশ্‌তী, ওলিউর রহমান সন্টু, মাহমুদ হাসান সিমুল। উল্লেখ্য যে, এনারা প্রত্যেকেই শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর লেখায় সুরারোপ করেছিলেন।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর নিজে তাঁর অনেক লেখায় সুরারোপ করেছেন। তবে সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় তাঁর রচিত অধিকাংশ গানের সুরারোপ করেছেন আব্দুল মালেক চিশ্‌তী।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় লিখিত আধ্যাত্মিক গানসমূহ পরিবেশনার ক্ষেত্রে তালিব হাসানের বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় দক্ষতা, উচ্চারণ ও গায়কীর ঢং আশেক হৃদয়ে এক ভিন্ন মাত্রার আস্বাদ জাগে। মাসুম চিশ্‌তী সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি শাহ্ হাসান-এর অত্যন্ত কাছের ও স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর একাগ্র পরিবেশনায় ছিল ভিন্ন ধরণের মুগ্ধতা। হামিদুল হাসান চিশ্‌তী প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন শাহ্ হাসানের বড় জামাতা। মুর্শিদ শাহ্ হাসান চিশ্‌তীকে নিয়ে তিনি অনেকগুলি গজল রচনা করেছিলেন। শিল্পী মাহমুদ হাসান-এর বিচ্ছেদী ও বিরহী কণ্ঠের পরিবেশনা ভক্তকুলের অন্তর বিরহসিক্ত করে। তবে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর সংগীত সমগ্রের মাঝে যে বিচিত্র রস পরিলক্ষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে আব্দুল মালেক চিশ্‌তীর অবদান সর্বাগ্রে গণ্য। সুরারোপের ক্ষেত্রে তাঁর মুন্সিয়ানা, বিচক্ষণতা, রাগ নির্ধারণ, স্বরের প্রয়োগরীতি, মীড়ের সুনিপুণ ব্যবহার, তাল নির্ধারণ ও গায়কী ঢং ভিন্ন এক ঘরানা সৃষ্টি করেছে। গুণী এই শিল্পী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকসুর, কীর্তন, রামপ্রসাদীসহ যুগপৎ অধুনা সুরে সিদ্ধহস্ত। তাঁর সুললিত কণ্ঠের যাদু, কিন্নরী শ্রুতির ব্যবহার, ধারালো চর্চিত কণ্ঠস্বর, সুনিপুণ মীড়ের ব্যবহার আজ অবধি শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর মাহফিল সমূহে ভক্তবৃন্দের অশ্রুসিক্ত করে, কখনোবা হৃদয়াকাশে উত্তাল ঝড় তোলে। প্রচার বিমুখ এই শিল্পী জীবন ও সংগীতকে তাঁর মুরশিদ হজরত শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর পাকচরণে নিবেদন করেছেন।

১২.

নাম - আব্দুল মালেক চিশ্‌তী

বাবার নাম - কাজী একিন বক্স

মা'র নাম - সেইফা খাতুন

পেশা - সঙ্গীত শিল্পী এবং দরবারী কাওয়াল "খানকায়ে হাসানীয়া"

ঠিকানা - হুগলি জেলার, শ্রীরামপুর মহকুমার সিন্দুর থানায়

▸ কবে এবং কার অনুপ্রেরণায় শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের কাছে গেলেন?

১৯৫০ সনে আমার বড়ভাই কাজী মাবুদ বক্স খুলনায় আসেন। পরবর্তীতে হজরত শাহ্ হাসানর চিশ্‌তী সাহেবের কাছে মুরিদ হন। ১৯৫৮ সালে আমার বড়ভাই দেশে ফিরে যান। আমার ভাই মুর্শিদ কেবলাহর একজন খলিফা হয়েছিলেন আর উনার অনেক মুরিদান ছিল। বড়ভাইয়ের কাছে মুর্শিদ কেবলাহ্ সম্পর্কে জেনে খুলনায় আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। ১৯৬০ সালে খুলনায় মুর্শিদ কেবলাহর দরবারে আসি।

▸ আপনি শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবকে কোন গান শোনান প্রথমে?

Dhaka University Institutional Repository

আমি গান গাইতাম ও সেতার বাজাতাম। গান গাইতে পারি শুনে মুর্শিদ কেবলাহ্ খুব খুশি হয়েছিলেন ও গান গাইতে বললেন। আমি মুর্শিদ কেবলাহকে একটি নজরুলগীতি শুনিয়েছিলাম। গানটি হচ্ছে-

"কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান, সে যে তোরই মাঝারে রয়।"

গান শুনে মুর্শিদ কেবলাহ বললেন- "কি শুনালে বাবা"। খুশি হয়ে মুর্শিদ কেবলাহ তাঁর রচিত ১২ টি গজল আমাকে দিয়ে বললেন- "আগামী গওস পাকের ওরসের পূর্বে তুমি এই গজলগুলির সুর করে আনবে।" আমি রাজি হয়ে গেলাম।

▶ কবে উনার মুরিদ হয়েছিলেন?

পীর সাহেব কেবলাহকে দেখে আমার হৃদয় ভরে উঠেছিল। আমি মুরিদ হয়ে গেলাম। তখন মুর্শিদ কেবলাহ্ আমার নাম দিলেন "আব্দুল মালেক চিশ্‌তী"।

▶ আপনি নাকি আবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন?

কয়েকদিন পর আমি দেশে ফিরে যাই। দেশে ফিরে মুর্শিদের দেওয়া ১২টি গজলের সুর করে তিন মাস পর গওস পাকের ওরসে আসি।

▶ কবে আপনাকে দরবার শরীফের কাওয়াল হিসেবে নিযুক্ত করলেন?

মজলিসে গজল পাঠ করলাম। সকলে গজল শুনে মুগ্ধ হলেন। দরবারে আবুল কাশেম নামে একজন পীর ভাই ছিলেন। আরেক পীর ভাই ছিলেন উনি উনার যোগ্যতায় একজন খলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। উনার নাম খাজা আব্দুস সাত্তার চিশ্‌তী। এই দুই পীর ভাই মুর্শিদ কেবলাহকে অনুরোধ করলেন - "বাবা, মালেক ভাইকে দরবারে স্থায়ী কাওয়াল করে নিন।" ওনাদের অনুরোধ শুনে মুর্শিদ কেবলাহ্, আমাকে বললেন- "তুমি কি এখানে স্থায়ীভাবে আসতে পারবে?" আমি সম্মত হলাম। মুর্শিদ কেবলাহ্ বললেন - "তাহলে তুমি যত শীঘ্র সম্ভব পরিবার নিয়ে খুলনায় স্থায়ীভাবে আসার ব্যবস্থা কর।"

▶ দেশে ফিরে যেয়ে আবার কবে আসলেন?

দেশে ফিরে মনে ভয় হতে শুরু করল। ভাবলাম চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। মুর্শিদ কেবলাহ্ আমার মনের দুর্বলতা অলক্ষ্যে বুঝতে পারলেন। একদিন স্বপ্নে মুর্শিদ কেবলাহ্ হাজির হয়ে আমাকে বললেন, "মালেক তুমি কি অঙ্গীকার করে এসেছো তা ভুলে গেছো? মুর্শিদের নিকট অঙ্গীকার করে তা না পালন করলে কি পরিণতি হবে জানো?" ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপতে শুরু করল। স্বপ্নের কথা আমি বড়ভাইকে জানালাম। বড় ভাই বললেন- তুমি দেরী করে বড়ই ভুল কাজ করেছো। তাড়াতাড়ি খুলনা যাবার ব্যবস্থা করো।

১৯৬৩ সালে স্ত্রী ও আমার সেতারটি নিয়ে খুলনার পথে রওনা হয়েছি। পথে অনেক বাধা বিপত্তি পার হয়ে অবশেষে মুর্শিদ পাক এর দরবার শরীফে এসে পৌঁছেছি।

▶ এরপর থেকেই আজ অবধি আপনি কি গজল পাঠ করে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, আজ অবধি আমি উনার গজল পাঠ করে যাচ্ছি।

▶ আপনি নাকি খুলনা বেতারে নিয়মিত গান করেন?

খুলনা বেতারের উদ্বোধনের দিন থেকেই গান করে আসছি। আমি খুলনা বেতারের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। আমি নিয়মিত খুলনা বেতারে মুর্শিদ কেবলাহর রচিত ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করি। মুর্শিদের দোয়ায় আস্তে আস্তে আমি ওস্তাদ আব্দুল মালেক চিশ্‌তী।

▶ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের প্রিয় রাগ কি ছিলো?

মালকোষ মুর্শিদ কেবলাহর প্রিয় রাগ ছিল।

▶ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের প্রিয় গজলের কথা বলেন–

"সারা জীবন খুঁজেও তোমায়" - এ গজলটি প্রিয় গজলের মধ্যে একটি।

Dhaka University Institutional Repository

▸ আপনার সাথে তো গজল নিয়ে ওনার সাথে অনেক কথা হতো। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের কোন গজলটিতে গভীর তত্ত্ব আছে? আপনাকে কি উনি বলেছেন–

"নাচিনে তোমায় দেখেছিলাম
পথে ঘাটে মম ঘরে।
এখন চেনার পরে কাছে থেকেও
কেন গেলে সরে।।"

এই গজলটির কথা উনি বলতেন।

▸ উনি নিজে কি গজল করতেন?

হ্যাঁ, উনি প্রায় ৩০টার মত গজলের সুর করেছেন এবং মুর্শিদ কেবলাহ্ নিজে সেগুলো পড়তেন।

▸ আপনার ক্ষেত্রে উনি কি কোন বিশেষ নিয়ম দিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, প্রত্যেকদিন দরবার শরীফে সকাল এবং সন্ধ্যায় আমাকে সালাম পাঠ করতে হয়।

▸ অধিকাংশ গজলেরই সুর নাকি আপনি করেছেন?

হ্যাঁ, মুর্শিদ কেবলা লিখে আমাকে দিয়ে দিতেন সুর করতে।

▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের লেখা শেষ গজলটির কথা আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ, মুর্শিদ কেবলাহ্'র লেখা শেষ বাংলা গজলটি হচ্ছে-

"চোখের পাওয়াতে পেতাম যদি
মনকে আমার বুঝিয়ে নিতাম
যদিও মন কেঁদে বলবে তখন
যদি এই ভাবেতে আমিও পেতাম।।

জীবন এমন স্থানে এসেছে
মন ঝন্‌কারের তার বুঝি ছিঁড়ে গেল
কামনা তবুও বাঁধছে ঘর
আমার কি হবে এখন তুমি বল
পারি না যোগ্য অযোগ্যের বিচার করতে
সঁপে যদি তোমায় সবি দিতাম।।

আর কি সময় আছে এখন
অবুঝ মনের চাওয়া পেতে
যে ঘরেতে জানবে না কেউ
সেথায় তুমি আসতে যেতে
অদেখাতে তোমার দেখা পেয়ে
মিলন হাওয়া এতেই খেতাম।।

২৫/১০/৮৫ সালে মুর্শিদ কেবলাহ্ এ গজলটি লিখেন।

বর্তমান প্রজন্মকে শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর গজল শিক্ষা ও চর্চা ক্ষেত্রে অর্ধশতক ধরে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.
নাম - মাহমুদ হাসান
বাবার নাম - শেখ রওশন আলী
ঠিকানা - সৌদি-আরব
পেশা - ইঞ্জিনিয়ার

▸ এ পথ মতে কবে থেকে এসেছেন?
জন্ম থেকেই বাবা-মা'র সূত্রে পেয়েছি। সৌভাগ্য আমার। আব্বা - আম্মাকে দেখেছি। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের-মুরব্বীদেরকে দেখে শিখেছি। যে পথে চলতেন, সেই পথে চলেছি। চলতে চলতে একটা পর্যায়ে সবচেয়ে বড় জিনিসটা মানুষ হওয়া কি - সেটা শিখেছি। মানে মানুষ হওয়ার পথ শিখেছি। সেটা অর্জন করার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

▸ কবে থেকে ওরসে গজল গাওয়া শুরু করলেন?
১৯৮৫ সাল থেকে গজল গাওয়া শুরু করেছি। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী আমাকে নিজে শিখিয়েছেন গজলটা। প্রথম গজল হল-
"শামীমে হুসনো আ র‍্যহি হ্যয়
কিসিকি আনে কা প্যয়গাম।।"
শাহ্ হাসান চিশ্‌তী ওনার বাবা হযরতের উরসে এই গজলটি পড়তেন। আমাকেও প্রতি উরসে এই গজলটি পড়ার জন্য বলেছেন।

▸ কি ধরণের গজল গাইতে বেশি ভাল লাগে?
বিচ্ছেদী ধরণের গজল করতে বেশি ভাল লাগে ।

▸ আপনি কয়টা গজলের সুর করেছেন?
আনুমানিক ১৫/২০টা গজলের সুর করেছি।

▸ শাহ্ হাসানের গজল নিয়ে আপনার ভবিষ্যত কি চিন্তা?
ভবিষ্যতে জীবনে ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গেলে। বাকি জীবন গজল করে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। সাধন-ভজন করে কাটাতে চাই। প্রচার-প্রচারণার ব্যাপারে আসলে আমার সেই যোগ্যতা নাই। আমি আমার জন্যই চাই।

▸ শাহ্ হাসানের দর্শন সম্পর্কে কিছু বলেন?
বিশেষ দর্শন প্রেমের মাধ্যমে ত্যাগ করা। একসময় কিছু লোক যারা নিজেদের আলেম বলে দাবি করে থাকেন। তারা বলেছিলেন- আপনি যে নিজেকে পীর বলে দাবি করেন - আপনার কি কেরামতি আছে? তখন শাহ্ হাসান চিশ্‌তী বলেছিলেন অমানুষকে মানুষ করাই আমার কেরামতি। বেশির ভাগ গজলই বলেছে প্রেমের মাধ্যমে ত্যাগ করা হচ্ছে উনার দর্শন। অধিকাংশ গজলের প্রেমের মাঝে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

▸ প্রত্যহ কোনো নিয়ম মেনে চলতে হয় নাকি? বা আপনার প্রতিদিন শুরুটা হয় কিভাবে?
আসলে বাহ্যিক একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। আল্লাহ পাওয়ার পথে সাধন-ভজন যে জিনিসটা, সেটা আমার ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন তোমার গজলের পড়ার মাধ্যমেই তোমার উন্নতি-সাধন সবকিছু হবে।

▸ উনার সব গজলের সুর হয়েছে কি?
সব গজলের সুর হয়ে গেছে। আমরা শুনে থাকি বা না থাকি। কারণ বাবা হযরত গজল লিখে সাথে সাথে উনার কাওয়ালকে সুর করতে দিতেন।

▸ আপনারা যে সুর করলেন সেসব গজলের কি আগে সুর করা হয়েছিল?

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাঁ হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সাড়ে ৭০০ গজলের সুর উনার কাওয়াল আব্দুল মালেক চিশ্‌তী'র মনে নেই। তাই কিছু কিছু গজল আবার নতুন করে সুর করা হয়েছে।

▸ সুর করেছেন যে তার স্বরলিপি না করলে সুর তো হারিয়ে যাবে?

কিছু গজলের স্বরলিপি করেছেন ওস্তাদ আব্দুল মালেক চিশ্‌তী। আস্তে আস্তে সব গজলের স্বরলিপি করার পরিকল্পনা একটা আছে। প্রায় ২৫০ গজলের স্বরলিপি করা হয়েছে।

১৪.

নাম - কাজী আজিজুর রহমান জালাল

পেশা - ব্যাংকার

ঠিকানা - ইষ্টার্ন সিটি - ২০২, ২৫ পুরানা পল্টন

▸ কার সূত্র ধরে এসেছেন?

জন্ম থেকেই বাবা-মার সূত্র ধরে এসেছি।

▸ আপনি নাকি খুলনা বেতারের অন্তর্ভুক্ত?

১৯৯৮ সাল থেকে গজল করি।

▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব নাকি খুলনা বেতারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?

১৯৬৭ সাল থেকেই গীতিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

▸ ওনার গজলে কি আপনি কোনো সুর করেছেন?

৯টা মত গজলের সুর করেছি।

▸ আপনাকে কি প্রত্যহ কোন নিয়ম মেনে চলতে হয়?

না, সে রকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যা একবার করে বসি।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.
নাম - চিশ্‌তী কানিজ শাম্মা মুশতারি
বাবার নাম - হামিদুল হাসান চিশ্‌তী
পেশা - ব্যাংকার
ঠিকানা - ইষ্টার্ন সিটি - ২০২, ২৫ পুরানা পল্টন।

▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী কয়টা গজলে সুর করেছেন?
৩০টার মত গজল উনার সুর করা।
▸ প্রত্যেকদিন কি কোনো নিয়ম মেনে চলতে হয় বা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে?
আমি প্রত্যেকদিন সকালে বের হওয়ার আগে একবার গজল পাঠ করে বের হই। রাতে শোয়ার আগে একবার বসি। তবে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের ফাতেহা হয়, সেদিন বেশ কিছু গজল পাঠ করে থাকি।
▸ গজল নিয়ে আপনার ভবিষ্যত কি ইচ্ছে?
মুর্শিদ কেবলাহর গজল নিয়ে অনেক কিছু করার ইচ্ছে হয়। আমি চাই উনার গজলগুলো ঠিকমত শুদ্ধ সুরে প্রচার লাভ করুক।
▸ আর কোনো ইচ্ছে আছে কি?
আমার ইচ্ছে আছে উনার যে কাওয়াল আছে, তাকে দিয়ে যতটুকু পারি মুরশিদের গজল রেকর্ড করে রাখার।

১৬.
নাম - হুসনা আফরোজা
পেশা - শিক্ষকতা
ঠিকানা - বি-১৬৫, সড়ক - ১৬, দুয়ারীপাড়া ইষ্টার্ন হাউজিং, মিরপুর - সাড়ে এগারো।

▸ কত সাল থেকে গজল শুরু করেন?
১৯৮১ সালের দিকে হাতেখড়ি হয়েছিল। ওস্তাদ আব্দুল মালেক চিশ্‌তীর হাতে।
▸ প্রথম কোন্ গজলটি শিখেছিলেন?
প্রথমে আমাকে শেখালেন -
"যে কাজে পাঠালে মোরে তুমি
করায়ে নিও
ভুল যদি হয় কভু বোঝায়ে দিও
তুমি করায়ে নিও।।"
▸ শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব নাকি আপনাকে ৭টি গজল শেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন?
জ্বী, উনি আমাকে ৭টি গজল শেখাতে বলেছিলেন।
▸ আপনি কি উনাকে গজল শুনিয়েছিলেন?
আমার ভাগ্য হয়েছিল উনাকে গজল শোনানোর।
▸ এখনও কি প্রত্যেকদিন গজল করেন?
না, প্রত্যেকদিন করা হয় না। তবে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফাতেহা করে গজল করি।
▸ উনার গজল নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা আপনার?
উনার গজলগুলো যেন সব শিখতে পারি এটাই আমার ইচ্ছা এবং শুদ্ধভাবে গাইতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

১৭.
নাম - মোস্তফা এমরান হাসান
শিক্ষা - ছাত্র, বিবিএ
ঠিকানা - চিশ্‌তীয়া মঞ্জিল, হাজী মহসীন রোড, খুলনা।

▸ জন্ম সূত্রেই তো এ পথে এসেছেন?
জন্মসূত্র ধরেই এ পথে আসা। আমি ওনার মেজো ছেলের ছোট ছেলে।
▸ বিশেষ কোনো নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয় নাকি?
সে রকম কোন নিয়ম নেই। তবে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় বা রাতে শোয়ার আগে একবার বসি।
▸ গজল নিয়ে তোমার কি চিন্তা-ভাবনা?
ইচ্ছে আছে গজলগুলোকে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে আরো সুন্দর করে রেকর্ড করে রাখার।
▸ এখনো তো অনেক গজলের সুর করা হয়নি শুনেছি। তোমার দাদার লেখা গজলে সুর করতে ইচ্ছে করে?
অবশ্যই। আমার ইচ্ছে আছে। কয়েকটি গজলের সুর করবো।
▸ এ প্রজন্মের ছেলে হয়ে তোমার কি মনে হয়, শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেব গজলের কথা ও সুর মানুষকে কতটা আকৃষ্ট করতে পারবে? যেহেতু তুমি ব্যান্ড সঙ্গীতের সাথে জড়িত।
এই গানের বাণীসমূহ সর্বজনীন সত্য হলেও সর্বজনকে এই গান আন্দোলিত করবে এমন নয়। কারণ এই গানের বাণী অনুধাবনের জন্য শিক্ষা নয় জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

(ক) শাহ্ হাসান এর স্বহস্তে লেখা গান, শামা ও গজলগুলি সংগ্রহ করা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয় অনুযায়ী বিভাজন করা।

বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসানের গানের শব্দভিত্তিক বিচার না করে বরং তার মূলভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। গানের মূল ভাবকে ধরে বিভাজন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর রচিত গানসমূহের মধ্যে প্রেম ও তত্ত্বনিহিত গানের সংখ্যা আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার কাজে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর বাংলা ৫৭৬টি, হিন্দি ও উর্দু ১৫৯টি মোট ৭৩৫টি মরমী ও আধ্যাত্মিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, গবেষণাপত্রে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক সংখ্যক মূল্যবান গানকে উপস্থাপন করা হয়নি। গবেষণা কাজে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহিত তাঁর লেখনী অনুযায়ী বাংলা গানের শিরোদেশে প্রাপ্ত ক্রমিক নম্বরসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর গানসমূহকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

১. হামদো-সানা
২. নাত-শরীফ
৩. মুরশিদী
৪. তত্ত্বনিহিত
৫. প্রেম
৬. প্রার্থনা
৭. সুনির্দেশ মূলক
৮. তাৎপর্যপূর্ণ দিন

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

হামদো - সানা ঃ

১৫১

তেরি যাত্ পাক্ হ্যায় আয় খোদা,
তেরি শানে জাল্লে জালালুহু
নিখিল ভুবনের তুমি বাদশাহ্
তেরি শানে জাল্লে জালালুহু।।
যাকে খুশি তুমি যিন্দা করো
যাকে খুশি তুমি মুর্‌দা করো
আমীর করো আর ফকির করো
কারেও বা করো শাহান্-শাহ্।।
নিখিল ভুবনের তুমি বাদ্‌শাহ্
তেরি শানে জাল্লে জালালুহু।।
যাকে খুশি তুমি আবাদ করো
যাকে খুশি তুমি বর্‌বাদ্ করো
আবাদ্ রেখো মোর মুরশিদকে
আমায় মুরশিদের বেলাল্ করো
জল্‌ওয়া তোমার দেখাও দুনিয়াকে
তুরে দেখিল যেমন মু'সা
কুণ-ফায়াকুণের তুমি বাদ্‌শাহ্
তেরি শানে জাল্লে জালালুহু।।

Dhaka University Institutional Repository

নাত-শরীফ

১১৩

মুহম্মদ মোস্তফা নবী - নুরুন্ য়ালা নুরের ছবি
লা ইলাহা ইল্লাল্লা
সর্ব প্রিয় আল্লার তুমি তাই দর্শন পাগল তোমার আমি
তাইতো পড়ি সাল্লাল্লা।।

তোমার পরশ না পাইয়া কি আল্লা পাওয়া যায়
তোমার শিক্ষা আর তুমি ছাড়া কে আছে সহায়
ধাত্রি হালিমার গেলে দেশে-বক্‌রি চরালে রাখাল বেশে
সদা মুখে বলেন হক আল্লা।।

একদিন পর্বতেরি পাদদেশে - চিন্তা করছিলেন বালক বেশে
সেথা একটি ব্যাঘ্র আসিয়া - পর্বতেরি শৃঙ্গে লইয়া
চিরিল বক্ষ্যদেশ
জামে কৌসরের পানি দিয়া ধুইল বক্ষ আর হিয়া
তাইত তুমি নুরুল্লা।।

মা খাদিজার নিকট আসিয়া - গেলেন বিদেশে চাকরি লইয়া
লাভের অংশ অনেক পাইয়া - ফিরতে ছিলেন খুশি হইয়া
খণ্ড এক মেঘের আসিয়া - লইতেছিল ছায়া করিয়া
দেখলেন খাদিজা ওয়াজহুল্লা।।

প্রেমেতে খাদিজা পাগল হলেন - ধনদৌলত সব বিলিয়ে দিলেন
পরে চরণের দাসী হলেন - নুর-নবী তা গ্রহণ করলেন
হুজুর হেরা গুহায় বসলেন ধ্যানে - জিবরিল সেথায় অহি আনে
নবি নবি হলে হু-আল্লা।।

২৫/১১/৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৩১

কি মিমের মুকুট মাথায় লইয়া মদিনাতে আসল
মানুষকে মানুষ করার জন্য নয়ন জলে ভাসল।।

আনা মিন নুরিল্লা ওয়া কুল্লো শাইয়েন মিন নুরী হয়
তাই মোদের নবী তাঁর কথা আর নিজের কথাই নিত্য সদা কয়
যখন তাঁর মতে আসে মানুষ খুশিতে নবী তখন হাসল।।

কইতেন নবী রসুল বানাইছ আল্লা পরীক্ষা মোরে কর
ছাইরা মুর্ত্তি পূজা আর পাথর পূজা মোর পথ ধর
পথে আসল যারা নবী তাদের চরম ভালবাসল।।

অফি আনফোসেকুম আফাল তোব্‌সেরুন আল্লা
নবীর মুখে কয়
মানব দেখেন তাদের আত্মার সহিদ খোদা
নিজেই মিশে রয়
আল্লা আদম এক ঘটেতে জ্ঞানী যারা দ্যাখল।।

নায়েবে রসুল ধইরা মুখে আল্লা আল্লা বল
হইা সঠিক নবীর বাণী - তুমি এই ভাবেতে চল
আবু জেহেলের দল শ্যাষে মরণ কাসি কাসল।।
২৫/১২/৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৫৩.

বারই রবিউলের পুণ্য দিনে
হিজরী সনের আগে
ধরায় আসিয়া আমাদের নবী
ধুলায় শয়ন পাতি
বলেছিলেন প্রথম পাক্ যবান্ হ'তে
ইয়া রব্বি হাব্লি উম্মতি।।

এ বাণী সদা আপনার মনে
বারে বারে আসে শয়নে স্বপনে
উম্মত লাগি এ মানব মহান
কত রাতি জাগেন গোপনে।
তৌহিদের বাণী প্রচারিতে তিনি
শত প্রস্তরাঘাতে–
দেহ যারে যার্, খুনে লালে লাল!
আঁখি জলে ভাসে ছাতি
তখন শুনেছি ও-পাক্ যবান্ হ'তে
ইয়া রব্বি হাব্লি উম্মতি।।

ইসলাম প্রচারে আমাদের নবী
শত্রু কবলে হারান্ বুঝি সবি
দুশ্মন্ তীর সারা গায়ে বেঁধা
ডুবে যায় বুঝি রবি।
ক্রন্দন রোল ওঠে অবিরল
নিভে যায় বুঝি বাতি।
তখন শুনেছি ও-পাক যবানে
ইয়া রব্বি হাবলি উম্মতি।।

ফিরে আসেন নবী জয়ী হ'য়ে রণে
স্বাগত জানায় প্রতি জনে জনে
আস্হাব্ যত খুশিতে রত
ভুলে যায় রণ ক্লেশ।
নবীজী আমার নিরজনে বসি
সম্মুখে দু'হাত পাতি।
আঁখি ধারা বয়, মুখে শুধু কয়
ইয়া রব্বি হাবলি উম্মতি।।

আল্লার্ যিয়ারতের তরে
নবীজী গেলেন মে'রাজ সফরে।
হাযার্ হাযার্ কথা শেষ হ'লো
তবু নবীর নত শির
কারণ জানিতে চাহিলেন খোদা
নবী মোর জাণু পাতি
কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, ওগো
ইয়া রব্বি হাবলি উম্মতি।।

Dhaka University Institutional Repository

মুরশিদী ঃ
৫৫
মুরশিদ তোর প্রেমেতে ফানা হওয়া দরজা শাহাদাত
পাশে আস্তানারি দাফন হওয়া হাসিল কুরবিয়তি।।

তোমার ম্যয়খানাতে আসা যাওয়া
প্রেমের নামাজ সঠিক আদায় হওয়া
মুরশিদ তোমার ধ্যানে মগ্ন হওয়া আমার রেয়াজাত।।

হুকুম পালন সদা করা তোমার
পালন হুকুম আল্লার হয় যে আমার
এইত আমার এবাদত এইতো আখেরাত।।

মুরশিদ সঠিকভাবে তোমায় চেনা
এই চেনাটাই হয় যে মোর আল্লাকে জানা
মুরশিদ তোমার আমার ভেদ জানাটাই আসল মারেফাত।।

জীবনের শেষ নিঃশ্বাস যেন তোমার ধ্যানে রই
তুমি আমার হও বা না হও আমি যেন হই
এইতো আমার শরিয়ত, এইতো হাকিকত
মুরশিদ তোমার নিকট এইতো আমার শেষ মোনাজাত।
২৯/১০/৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৭
ও প্রভু নিরঞ্জন কেমনে পাব তোমার দরশন
তুমি মুরশিদ রূপে দাওনা দেখা গো
কাঁদছে সদা আমার মন।।

তুমি মহা আত্মারূপে আছো আত্মাতে মিশে
আমি খুঁজে খুঁজে সারা হলাম পাইনাকো দিসে
আমার দেহ তরী অচল হল গো আমার আর হবে কখন।।

তুমি সদয় হয়ে নিদয় হলে কি দোষে আমার
আমি দেল জবানে ডেকেও সাড়া পাইনা যে তোমার
হলে না তুমি আমার কেন গো
বোধ হয় নাইক সঠিক প্রেম স্মরণ।।

প্রেমহীন অধম বলে তুমি আমার হলে না
বুঝেও আমি করব কি হায় ভুলতে পারি না
পাওয়া না পাওয়া তোমার দয়ার পরে গো
তবু কেন মন করে রোদন।।

তুমি আমার খালেক মালেক সাঁই
কি নাম ধরে ডাকলে পরে তোমার দেখা পাই
তোমার নিকট শেষ অনুরোধ গো
মুরশিদ চাঁদের স্বরূপ ধরে দাও দেখা এখন।।
০৬/১১/৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৭

দোহাই লাগে মুরশিদ মোরে একটি কথা দিও
আমার জীবন মরণ সব ভার তুমি আপন হাতে নিও।।

চলার পথে দুঃখ কষ্ট আমার যদি আসে
ভয় পাবো না তাতে আমি যদি থাক পাশে
অধমেরে জনম জনম চরণে ঠাঁই দিও।।

রোজ হাসরে নফসি নফসি করবে যখন তারা
আমি তোমার নামের জরব দিব হয়ে আত্মহারা
আমার মাথারমণি হইয়া তুমি সঙ্গেতে রাখিও।।

তোমার প্রেম স্মরণ মোর সাধন ভজন এইত জানি আমি
তাই তুমি হলে একমাত্র আমার জগৎস্বামী
আল্লা পাওয়া সঠিক হবে তুমি আমার হইও।।
০২/০৭/৬৭

৬৮

মুরশিদ তুই ছাড়া মোর এই জগতে নাই দরদী আর।
আপন আপন ভাবলাম যাদের তারাই দিল ব্যথার ভার।।

এক ভাবেতে এই দুনিয়া শুধু মায়ায় ভরা
অপর ভাবে এই জগৎটা স্বার্থের জালে ঘেরা
মুরশিদ্ ছাড়া কেউ রবেনা সঙ্গেতে এপার ওপার।।

ধন্য জীবন যারা পেল তোমার ভালবাসা
মিটলো তাদের দুই জগতে চরম মনের আশা
তাদের নিকট তুচ্ছ স্বর্গ আরামবাগের কাঁটা সার।।

দুঃখের দিনে মনের কোণে তুফান উঠে যখন
ব্যথার ডাকে কাঁদলে শুধু তুমি আস তখন
(তাই) তুমি আমার আল্লা রসুল পার ঘাটেরই কর্ণধার।।
০৪/০৭/৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৭০
মুরশিদ প্রেমের বাঁশি বাজায় পাগল কইর নারে আর
ও সুর শুনে থাকবে ঘরে সাধ্য আছে কার।।

সংসারেতে বেঁধে মোরে আবার উঁকি মার বাঁশির সুরে
আমি একুলে আসি না ও কুল রাখি বাঁকা হল ভার।।
মুরশিদ আর তো আমি সইতে নারি, এবার বল আমি কি করি
শুধু কলঙ্কের মালা আমার হল এবার গলার হার।।
যদি মনটি চিরে দেখাতে পারতাম এবার
কাঁদতে জনম গেল আমার
থেকে বন্ধ খাঁচায় মরার মত নামটি করলাম সার।।
১৭/০৭/৬৭

৮১
এস মুরশিদ চাঁদ আমার - এস এ অধিনের হৃদ মাঝারে
তুমি নিজ গুণে না দিলে ধরা হায়রে-
কে তোমারে পাইতে গো পারে।।

আমি কিভাবে তোমার করিব স্মরণ
মোর বৃথাই গেল জীবন মরণ
এই মায়ার সংসারে।। এস মুরশিদ চাঁদ আমার...

তুমি হৃদয় মাঝে দেখা দাও
আপন মোরে কইরা নাও
রাইখোনা দূরে আমারে।। এস এ অধিনের হৃদ মাঝারে...

আমার তুমি হইয়া যাও
প্রেমের পাগল কইরা দাও
ভাসাইয়া রাখে প্রেম সাগরে।। এস এ অধিনের হৃদ মাঝারে...
১৫/০৮/৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৮৩
ভবের হাটের মাঝারে - রূপে রূপ দেখতে পেলাম রে
আমার দয়াল চাঁদের রূপটিরে।।
ও রূপ দেখে পাগল হলাম - কেমনে পাবো তোমারে
আমার মুরশিদ্ চাঁদের রূপটিরে।।

যে ভাবেতে রাখ মোরে একটি কথা কই
জনম জনম প্রেমের পাগল তোমার যেন হই
তোমার প্রেমের জ্যোতি পরাণেতে সদা যেন থাকে রে
আমার দয়াল প্রভূর রূপটি রে।।

যে কাজেতে আসা হেথায় সেই কাজেতে রেখ
আমার দ্বারা নিও সে কাজ আর সঙ্গে তুমি থেক
যেন তোমার পরশ হৃদয়েতে পলে পলে থাকে রে
আমার সোনার চাঁদের রূপটি রে।।
০৯/০৯/৬৮

৯৮
যেজন তোমার মনের দেশে - দিবানিশি আছে মিশে
(ও মন) দেখছনি তারে
মুরশিদ রূপে আঁকড়ে ধরে-বেঁধে তারে প্রেমের ডোরে
সঙ্গে নিতে গো পারে।।

জাগলে প্রেমের ভাব পরাণ মাঝে - তার মন কি থাকে অন্য কাজে
রূপ অরূপে সকাল সাঝে
ও মন পায়গো সে কারে।।

মুরশিদ মোরে দয়া কর - রূপ জগতে মনহর
সোনা হাতে মোরে ধর
সাধন-ভজন করায়ে নিয়া - প্রেম স্মরণ পরাণে দিয়া
এমনি হইলে মোর সারে।।

কি কাজে আইসা কি কাজ করি - ঘোর আঁধারে ঘুইরা মরি
কত করি জোরাজুরি (মুরশিদ)
আমার বলতে আর কেহ নাই - তুমি ছাড়া কারে সুধাই
চরণ তলে রাইখাছো যারে।।
২৯/৯/৬৯

Dhaka University Institutional Repository

৯৯
মুরশিদ আমার বিশ্ব গোলাপ ফুল
ঘ্রাণে পাল হইয়া খোজে - প্রেমিক ভ্রমর অলিকূল।।

ফুইটা ছিল এক যুগে মদিনাতে
দেইখা সে ফুল আত্মহারা সকলেতে গো
যে রূপেতে হও না কেন - হয়না যেন আমার ভুল।।

একরার নিয়া তুমি মোরে
দুরে ফেইলা থাকলা সরে গো
অধর চাঁদকে পাইব কবে - পাইকা গেল মাথার চুল।।

সে ফুলেরই ঘ্রাণ মনে যারা পাইয়াছে
তোর পিরীতে পাগল তারা হইয়াছে গো
ভাসাই তরী নামের পরে - মাথায় নিয়া চরণ ধুল।।

এমন কপাল কাহার বা হবে
সদা ঐ ফুলেরই নিকট রবে গো
ধন্য জীবন তাহার হইল - হইয়াছো যার জীবন মূল।।
০৩/১০/৬৯

১১৯
মুরশিদ থুয়ে সন্ধান খোদার - যায় কি পাওয়া তাই
তাই আতিউল্লা ও আতিউর রসুল কোরানেতে পাই।।

লোকমান হাকিমের মত যদি কেউ পণ্ডিত হইয়া যায়
তথাপিও পাবেনা পথ মুরশিদ ছাইড়া হেথায়
তাই আমার খাজা আমার মুরশিদ-
আমি তোরি দিকে ধাই।।

মুরশিদেরী হৃদয়েতে কিঞ্চিত স্থান পাইয়াছে আছ যিনি
ধন্য জীবন শান্তি পাইল দোজাহানে তিনি
পাই জ্ঞানে মনে মুরশিদ রূপে তারে-
এইতো আমি চাই।।
রাইখাছো সংসারে যখন রাইখ পরে দয়ার
সব থাইকা কেউ না থাক - এই কইর তুমি আমার
সঠিকভাবে দেখছি কেহ-
তুমি ছাইরা আমার নাই।।
০৯/১২/৭০

Dhaka University Institutional Repository

১২৩
মন আকাশের চাঁদ সুরুজ তুমি - একবার আলিঙ্গনে এস
সারা জাহানের মাশুক জ্যোতির্ময় দয়া করে হৃদয়ে বস।।

জীবন আমার হবে গর্বিত - নিস্বার্থ ভাল যদি বাসতে পারি
হবেনা দুঃখ কভুও আমার - যদি জগতের নিকট সদা হারি
বাঁচিয়ে রেখেছো যে কটি দিন - দয়ায় ভাল একটু বেস।।

মুরশিদ রূপে দয়াল আমার - রেখনা মোরে অন্য কাহার
দোহাই লাগে আমার মাথার - হই দিন ফুরালেও আমি তোমার
ওগো আমার আশার আশা - তুমি মুরশিদ রূপে একটু হেঁস।।

কর্ম আমার যাহাই হোক না - মনটি আমার দেখ তুমি
যাহাই করি যেথায় থাকি - শুরু তোমার নামে করি আমি
আছি দুরে পড়ে চরণে নাও - আর মুরশিদ রূপে সঙ্গে মিশো।।
১৮/১২/৭০

১৩৯
চিত্ত চোরা মুরশিদ বল - আঁখি ক্যানে ঝরে
তোরই জন্য ভাঙ্গা পরাণ - কাঁইন্দা কাঁইন্দা মরে।।

তোরই জন্য অভাগার কেমন দশা হল
করে ঠাট্টা স্বজন বলে ব্যাটা এবার মল
পাষাণ হইয়া মোরে ছাইরা কেন চল
ছাইরা তোরে এই ভবেতে কনে যার বল
আইছি সব ছাইরা চরণেতে - তোরে পাইবার তরে।।
আঘাত খাইয়া পরাণ যেন - বাহির হইয়া যায়
শান্তির তৈল সেই আঘাতে লাগাইয়া কে দেয়
কইও বন্ধু হইলে পরাণ তোরে পায়
চিত্তের স্বজন এবার বল কি করি উপায়
গেল একুল ওকুল দুকুল - মোরে ন্যাও না আপন করে।।
কইতে নারি সইতে নারি পরাণ ব্যথায় রে
পিরীতের ঔষধ সেই ব্যহাতে দিতা যদি রে
যেমন সুরুজ মনি উঠার আগে নাইচা হাঁসেরে
তেমনি পরাণ মাঝে পরাণ চোরা দেনা শান্তিরে
আল্লা যেন পায়রে পরাণ তোরই রূপ ধরে।।
৩০/১২/৭০

Dhaka University Institutional Repository

২৭৬
হে খাজা মুরশিদ আর-চিশ্‌তিয়ার শাহান শাহে দ্বীন
কেবলা মম কাবা আমার-সামসুল আরেফিন॥
রাহে নাজাত মাহবুবে রহমান-হকিকাত শাহান শাহ তাজে যামান
তব নামে যরব্ মারে ঠিক আশেকান-সারা জাহানের তুমি মেহেরবান
যুগে যুগে রহমাতুল্লিল য়ালামিন-মকবুলে কামেলিন সামসুল আরেফিন॥
তোমার শিক্ষায় পায় মানুষ ঠিক ইমান-প্রেমিকদের নিকট আছে তব নিশান
অজ্ঞরা পেল পথ চুম্বনে তব কদম-একচ্ছত্র পির তুমি গৌসল আজম শান
হাদিসে মোস্তাকিম রাহাতুল য়াশেকিন-মেসবাহুল মোকার্‌রাবুনন সামসুল আরেফিন॥
তরীকতে পূর্ণিমার চাঁদের মত-হকিকতে ঠিক জ্ঞানী ও তত
মারফতে তুমি পূর্ণ রহস্যময়-তৌহিদে তুমি গোপন সমুদয়
কবুলিয়তে তুমি ইমানের আমিন-ধ্যানেতে মোফাখ্‌খেরিন তুমি সামসুল আরেফিন॥
আয়াতে মোকাত্তেয়াত ও মোতাশাবেফুত-আয়াতে সজুদ তুমি কালামে বাইয়েনাত
তুমি অধমের হাক্কুল একিন-সেরাতুল মোমেনিন সামসুল আরেফিন॥
৬/৩/৭১

২৮১
মুরশিদ প্রেমের শারাব দাও মোরে-হই আমি তোমার দিওয়ানা
তাঁকে ছেড়ে তোমায় ধরে-ভবে যে জন চলছে
হে স্থূল মাস্তক দয়া কর-লোকে ভুল এ বলছে
তোমায় পেলে তাঁকে পাব-না জেনে এমন করছে
মুরশিদ প্রেমের শারাব দাও মোরে-হই আমি তোমার দিওয়ানা॥
তোমায় দেখলে তাঁকে দেখা হবে-এ রহস্য বুঝবে না মোটে সবে
তোমার ধ্যানে থাকলে আমার-তাঁর সাধনা করাই হবে
তোমায় পাওয়ার এই ব্যবস্থা-সমস্ত মহামানবরাই কবে
মুরশিদ প্রেমের শারাব দাও মোরে-হই আমি তোমার দিওয়ান॥
তাঁর সন্ধান তোমার কাছে-তাই খেযের পন্থি তুমি
তাই নিজকে পাওয়াও তাঁকে-চরণে সব সঁপেছি আমি
তোমায় ঠিক আঁকড়ে ধরলে-পাব সেই অন্তর্যামি
মুরশিদ প্রেমের শারাব দাও মোরে-হই আমি তোমার দিওয়ানা॥
আমার জীবন তোমা হতে-আর আমা হতে তোমার বিকাশ
এই জগতে এই মত পথ-তব বানীতে আছে প্রকাশ
আমার সনে আছ মিশে-সাক্ষ্য আছে যমিন আকাশ
মুরশিদ প্রেমের শারাব দাও মোরে-হই আমি তোমার দিওয়ানা॥
১০/৩/৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৮৪
কামিল মুরশিদের শিক্ষাকে–আসল ইসলাম বলে
অসীমের পাবি শাক্ষাত তুই–সসীমের ধ্যান ঠিক হলে॥

আল্লার জ্যোতি মন মাঝারে–তুই পেতে যদি চাস
মুরশিদ চরণ আঁকড়ে ধরে–তাকেই ভালবাস
তাকে পাওয়ার পথ খোলা–যদি বিশ্বাসেতে নাম চলে॥

পথ ভ্রষ্টরা পাবে ভয়–চিৎকারে নাম যরব দিলে
এ পার ও পার এক হবে–ফানা মুরশিদ প্রেমে হলে
আল্লা পাবি প্রেমে ফেলিস–তুই অশ্রু পলে পলে॥

স্থূল জগতে মুরশিদই সব–হাদিস কোরআন দেখ
মুরশিদ প্রেমের ঘ্রাণ তুমি–দেহে ও হৃদয়ে মেখ
এই পথেতে চলছে যারা–পাবে জীবনে ও মলে॥
১২/৩/৭১

২৯৫
মোরই মাঝে থাইকা খুঁজে–পায়না পরাণ হায়
মুরশিদ তোমার পায়ে ধরি–পরাণ যেন পায়॥
খোঁজার মত খোঁজা হয় না বইলে দাও না তুমি ধরা
দয়া কর সোনা মুরশিদ আমি হইলাম জ্যান্তে মরা
যুদ্ধ আমি করতেই আছি–যদি দেখা দ্যায়॥
সংসারে থাইকা কাইন্দা ডাকি দিও না তুমি মোরে ফাঁকি
মুরশিদ শিক্ষার ঘ্রাণ মাখি–চিৎকারে আমি তাঁরে হাঁকি
মনের মালিক তুমি তো জানো–পরাণ কারে চায়॥
জীবন সুরুজ নিতে গেল এল–পরাণ এখন নাহি পেল
দয়া কি দয়াল হবে না বল- হায় মুরশিদ একি হল
মুরশিদ কি শিক্ষা দিলা মোরে–পরাণ জইলা যায়॥
জগত দেইখা অজ্ঞ কয়–পরাণ শুইনা হাঁইসা রয়
নাই তাদের সুক্ষ্ম পরিচয়–বুক ফুলাইয়া রয় অভয়
আর কিছু চায় না অন্তর–প্রেমের পথে ধায়॥
১৯/৩/৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৯৬
প্রতিজ্ঞা কইরা আইসা–ভ্রমের রোগ পাইছে আমারে
মুরশিদ তোরে ছাইরা–দুখের কথা কইব আজ কাহারে॥
মুখ্যরে গৌন কইরা মিথ্যার ধোকায় রই
দয়া যদি করতা–যুদ্ধে হইতাম জয়ি
প্রেম ভিখারী কাঙালেরে–কাইন্দা কইছে প্রভু তোমারে॥
হয় অভাগারে দেখা দাও ক্যান পরান আবার চাও
মুরশিদ মোরে বাঁচায়ে নাও–কাঁদায়ে কি লাভ পাও
প্রথম হইতে ছিলাম–সব অর্পণ করলাম তাহারে॥
সংসারেতে রাইখা মোরে নিকটে থাইকা গ্যালা সরে
ঘৃনা করিতেছে পরে কয়- ব্যাটা এখন নাহি মরে
রাইখ প্রেমের আস্বাদে- কই পরাণ দিয়াছি যাহারে॥
দিন ব্যাথায় যায়- যারে পরাণ চায়
ভুলতাম দুঃখ হায়–হৃদয় যদি পায়
আর পারি না সইতে–দয়ায় এস হৃদয় মাঝারে॥
১৯/৩/৭১

২৯৮
খেযেরের বিদ্যা অর্জনেতে–মুরশিদ শিক্ষা নিয়ে
মুখ্য উদ্দেশ্য দেখ কি–নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে॥
সাধারণ ও অজ্ঞরা–মুখ্যকে গৌন করে চলে
ধর্ম পালন নামাজ–রোযা করলেই হবে বলে
তখন তারা অন্ধই রবে–এপার হতে ছেড়ে গিয়ে॥
এখন সময় আছে অর্জন কর–পর পারের ঠিক কড়ি
নতুবা হতাশ হয়ে পড়বি–গলে রবে ফাঁসের দড়ি
তার প্রেম স্মরণে থাক–মুরশিদ শারাব পিয়ে॥
স্রষ্টা রহস্য সৃষ্টি রহস্য–কিছু আদম রহস্য জেনে
রিপুর সহিত যুদ্ধ কর–আর মুরশিদ বাণী মেনে
মনের চোখে কাঁদ আর–তারই দিকে ঠিক চেয়ে॥
মুরশিদ মোরে দয়া কর–আর পারি না হাতটি ধর
তুমি বিহনে উপায় নাই–জ্বলে গেলাম কোথায় যাই
যদি- হয় ইচ্ছা দয়া–যাব ঠিক শান্তি পেয়ে॥
২২/৩/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩০৮
মুরশিদ দাও পরাণ প্রদীপ জ্বাইলা
অন্তরদৃষ্টি নাইক বইলে পাইনা দেখা কোথায় তুমি রইলা॥
মুরশিদ তুমি মোর সহায় সম্বল রইলা ক্যান দুরে
তব রূপে পাইব তারে তাই কাইন্দা ডাকি সুরে
আমার ব্যাথার ব্যাথি হইয়া তুমি গো বুঝি গ্যালা ভুইলা॥
মুরশিদ তোরই লাগি মাথায় নিলাম কলঙ্ক মালা
আর সেই মালাই হইল মোর এখন বুকের জালা
মুরশিদ তোরে যদি পাইতাম আমি গো কইতা অনেক সইলা॥
মুরশিদ কখনো তোরে ছাইরা আল্লা পাওয়া নাই
তোর পিরীতে পাগল হইয়াছি আমি তাই
মুরশিদ কইরা নাও পার মোরে গো মাঝ গাঙ্গে ভাসাইলা॥
৩০/৩/৭১

৩১৯
আমিওের মাঝে ডুব মেরে সিন্ধু বিন্দু বুঝে নিয়ে
মুরশিদ রূপে নিজকে খোঁজ সাধন ভজন পূর্ণ দিয়ে॥
রিপুর সহিত যুদ্ধ করা
প্রেমের পাগল জ্যান্তে মর
প্রেমের খেলায় নাহি ডর
বলবে সে জনকে মন হর
দয়ায় খোদা পাবি তখন মুরশিদেরই সারাব পিয়ে॥
সত্য অর্জন মিথ্যা বর্জন
সবার মাঝে থাকো নির্জন
মুরশিদ চরণে কর সব অর্পন
নিঃশব্দে ধ্যানে কর গর্জন
তখন খোদা আর মুরশিদ থাকতে পারে তোর দিকে চেয়ে॥
অচল অটল বিশ্বাস রেখে
মুরশিদ শিক্ষার ঘ্রাণ মেখে
অজানা সমস্ত নে না দেখে
যেন মন প্রেমের ভাব শেখে
তখন দয়াল মুরশিদ রূপে মন আসনে আসবে ধেয়ে॥
৬/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩২১

ক্ষুদ্রচেতনা মহাচেতনার বিকাশ স্থান একই ঘটে রয়
তাই মুরশিদ শিক্ষায় নিজের মধ্যে নিজকে খুঁজতে হয়॥
অভাগার ভাগ্য মিলায়ে দাও হে দয়াল খোদা মোর
কর্ম্মফলের ভরসা নিয়ে নাইক কোনরূপ দয়াল জোর
মুরশিদ সংগে করে পার করে নাও মোরে লাগছে বড় ভয়॥
উভয় জগতে পূর্ণ যোগ্যতা রহমানুর রহিম আমি চাই
তোমায় পেতে মন সব সময় চায় কোথা যে আমি যাই
রাখ পূর্ণ জ্ঞানের সহিত প্রেমের পাগল অন্য পথে নয়॥
রেখেছ রিপু সকলের সাথে আর শয়তানের মাঝে
মুরশিদ তোর দয়া আর তাঁর দয়া থাকে যেন সবকাজে
জ্ঞানে মনে পাই সদা যেন এইতো আমার পরাণ কয়॥
৭/৪/৭১

৩৪১

আমার আল্লা আমার মুরশিদ ধরা মোরে দিয়ে
জ্ঞান মন প্রাণ সবই কিছু আমার হরে নিয়ে॥
পাওয়ার যোগ্যতা খোঁজার যোগ্যতা পূর্ণ আমার নাই
মন মানে না কেঁদে বলি কোথায় যেয়ে তোরে পাই
তব ধ্যানে মগ্ন থাকব প্রেমের মুরশিদ শারাব পিয়ে॥
বিন্দুর ক্ষমতা হয় কি কখন সে সিন্ধুতে ধায়
সিন্দুর তরঙ্গ উত্‌লে এসে বিন্দুকে নিয়ে যায
যেমন রাজার ছেলে ভিখইরনীকে করল বিয়ে॥
চুম্বকের স্বভাব হল লোহা পেলেই টানে নিজ গায়
সেইরূপ মুরশিদ তুমি মোরে নিও আপন পায়
আর পারি না সইতে আমি যাচ্ছে ফেটে হিয়ে॥
১৫/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৫
তালেবুল মাওলার দায়মুস্ সালাত সদা হয় জেকরুল্লা
খেজের শিক্ষা মুরশিদ দিলেন নুরের উপর নুরুল্লা॥

বাঁচতে যদি চাস নিজের খবর আর আল্লার সন্ধান কর
পাবি আধ্যাত্মিক ও মারফত বিদ্যা কামিল মুরশিদ ধর
তখন পাবি তারে দিল আরশে আর হয়ে যাবি হেজবুল্লা॥

জ্বীন ও মানুষকে এবাদতের জন্যে পাঠান এ সার্বজনীন কথা
ওয়ানা ফাক্তো ফিহ্মের রুহি জেনে তাঁকে পাওয়ার কথা
তাই মুরশিদ সবক জেকের আরও পড় সাল্লাল্লাহ্॥

বেহেস্তের আশা উপসনা ও এবাদতে হতে পারে
আল্লাকে দেখা পাওয়া জেক্র ও প্রেম সাধনায় সারে
মুরশিদ বরযখ্ শ্বাস-প্রশ্বাসে সদা বল ইল্লাল্লা॥
১৬/৪/৭১

৩৬১
কোরান কেতাব আর প্রকৃতি এইতো তোমার পরিচয়
চরনে দিও ঠাঁই মুরশিদ জীবন হয়না যেন অপচয়॥

কি করলে কোথায় গেলে কি ভাবেতে টেনে নেবে
কোন সাধনে কোন ভজনে কোন প্রেমেতে দেখা দেবে
যে দিকে চাই সৃষ্টির অন্ত নাই বোঝে কার সাধ্য সমুদয়॥

মনকে যত আমি বোঝাই আবার জ্ঞানেতে ভয় খাই
দয়াল চাচ্ছি দয়া তাই আমি কোথা যেয়ে তোরে পাই
চিন্তা করে বুঝলাম তাই তুই ছাড়া আমার কেহ নাই
জীবন বুঝি যায় বৃথাই কি করি আমি কোথায় যাই
আল্লা দয়ায় মনে দাও জ্যোতি মুরশিদ দাও পূর্ণ অভয়॥

দেখে ভবের অন্ধকার ভয়ে তোরে ডাকছি বারবার
দয়ায় জ্ঞানে মনে আমার সোনা হও পূর্ণ তুমি আধার
মুরশিদ তুমি আমার ভরসা আর আমার প্রভূ দয়াময়॥
২৪/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৮

নায়েবে মুরশিদ খেজের আমার মুরশিদ জ্ঞানের দরিয়া
মুরশিদ আমায় করলে দয়া আমি ঠিক যাব ত্বরিয়া॥
চরণে নিয়ে বোঝায়ে দিয়ে পাচ্ছি না তবুও আমি
যেভাবে ধরলে আসে সেদিন নয় স্বেরূপ অনুগামী
তাই বুঝি মম প্রতি হলে নির্দয়, ক্ষোভে প্রাণ উঠছে ভরিয়া॥
তব দয়া হলেই তোমার মাঝে আমার আমিকেই পাব
মুরশিদ তুই ছাড়া মোর নাইক গতি কোথায় আমি যাব
মুখ্য পাওয়া তাঁকে করে সংসারে থেকেও চলি ঘৃণা করিয়া॥
সত্য শিক্ষ, ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায় ভবেতে দেখে মন কাঁপে
কোথাও বা সাপে বর আবার কোথাও পড়ছে অভিশাপে
মুরশিদ তোর চরণে করি প্রার্থনা নিদয় হয়ে যেওনা সরিয়া॥
আমার জীবন যেন বৃথা না যায় মুরশিদ তোমার পায়ে ধরি
তোমায় পেলেই হবে তাঁকে পাওয়া এইতো আমি ধরি প্রত্যক্ষ মনে করি
মুরশিদ আমার প্রতি সদয় থেক কৃচ্ছ সাধন করব হয়ে মরিয়া॥
১/৫/৭১

৩৯২

আমার মুরশিদ মহা আত্মায় নিয়ে চলরে আমারে
আমার বলতে তুমি ছাড়া বলব আমি আজ কাহারে॥
তোমার রূপে রূপটি তাহার বিশ্বজ্যোতি রূপের আধার
তোমার রূপে ত্রিজগতে তিনিই তুমিই হচ্ছ আমার
সন্ধানীদের পাওয়ার তরে এই নীতি থেক নিহারে॥
জোরের প্রেমিক হতে না পারি কিন্তু অন্তর দেখ তুমি
সর্ব কর্তব্যের মধ্যে মূখ্য তুমি তাই তোমার জন্য কাঁদি আমি
চেতনায় অনুভব মনে দেখা পাই যেন তাহার বিহারে॥
সারাজীবন কেউকি খুঁজে তোরে কৃচ্ছ সাধনাতেও পায়
হলে পূর্ণ সহায় পূর্ণ দয়ায় তাহলে তোমায় সম্ভব ধরা যায়
ভ্রমের আঘাতে আর অনুতাপে আমি ভাসছি ভব মাঝারে॥
মুরশিদ শিক্ষায় দুঃখের কথা আর ব্যথা বলব আমি যাবে
সেই হচ্ছে মোর প্রেমের আসামী মন চায়না ছাড়া তারে
মুরশিদ রূপে দেখা পাওয়া হয় যেন দয়ায় তোমার বিচারে॥
৭/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৩৮

মুরশিদ আমার ইয়াদুল্লাহ তাই ধরে মোরে তোল
তুমি তার বিরাজ বিকাশ দিয়ে চরণে ঠাঁই নিয়ে চল॥
তুমিই ঠিক ইন্নাল্লাহা য়ালিম্মম বেয়াতেস্ সদুর
ম্যায় ইয়োতেয়ের রসুলা ফাকাদ আতা আল্লা রেখ না দুর
তাকে পাওয়া তোমায় ধরা এসব তোমারই হাত রল॥
করায়ে নাও ধরায়ে দাও আর রেখ না মোরে পর
কেঁদে অসহায় অপেক্ষায় পড়লো জীবন নদীর চর
তোমায় নিয়ে সব কামনা পূর্ণ হবে কবে মোর বলো॥
তুমি খোদ্ আমি খলিফা তুমি আল্লা দাস আমি
সাধারণের নাই মীমাংসা জানে শুধু বিশ্ব স্বামী
ইলমে তৌহিদ, ইলমে খেজের জান্‌লে বোঝা যায়
নতুবা অন্ধ জ্ঞানে ইউমেনুনা বেলগায়েবেতে ধায়
আর পারি না মুরশিদ মাওলা জীবন টলমল॥
২১/৭/৭১

৪৩৯

ডাকতে জানলে দিত সাড়া মুরশিদ মোরে করায়ে নাও
মাওলা কি করলে তোমার হব সেই সাড়া মোর মনে দাও॥
আমি জানি না পিরীতের রীতি তুমিতো অগতির গতি
সারা জীবন তোমার প্রেম দিওয়ানায় যেন থাকে মতি
আমাকে সেইভাবেতে নিও মুরশিদ যে ভাবেতে তুমি চাও॥
জানি তোমার পরম করুণায় রেখেছ আমারে ভবে
দয়া করে বল খোদা মুরশিদ রূপে আমি পাব কবে
আমায় চির শান্তির মাঝে রেখেও কাঁদায়ে কি পাও॥
কিঞ্চিত তোমার পথের সঠিক শিক্ষা পেয়ে লজ্জা হচ্ছে
না আছে মোর ত্যাগ ও প্রেম শুধুই কিছু স্মরণ রচ্ছে
এখন দয়া করুনা ছাড়া মুরশিদ আমার মোটেই গতি নাই
কি করি আমি কোথায় যাই মাওলা কেমনে তোরে পাই
আমার হয়ে যদি বলতে তুমি এবার জ্ঞানে মনে মিলন হাওয়া খাও॥
২২/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪০

আমি ভজনহীন দুর্বল প্রেমিক মুরশিদ যেন চরণ ছাড়া না হই
আল্লা কেমন নাই প্রত্যক্ষ মোর কেউ নাইক তুমি মম বই॥
মোরে কর নিজ দাসী কণ্ঠে দাও প্রেমের মালার পূর্ণ ফাঁসি
যেন জ্ঞানে মনে মুখ্য ভালবাসি, যেথা থাকি স্মরণে চরণে আসি
তোমা হতে দুরে বঞ্চিত থাকব না, সে পথে আমি তা মোটে নই॥
দৈহিক বয়স বৃদ্ধ প্রায় মুখ দিয়ে তোমায় আমি বলব আর
সোনা মুরশিদ মাওলা আমার বুঝি পারলাম না হতে তার
এই দেহেতে জ্ঞানে মনে পূর্ণপাব আমার সেদিন আসল কই
তুমি মোক্‌লেকুল কুলুব তুমি মোসাব্বেবুল আসবাব
তুমি তা জান মাওলা পাক, অধমের কি মুখ্য মনভাব
মুরশিদের চেহারায় তোমার প্রভাব স্বরে তোমার রব
তাই মুরশিদ মোরে দয়া কর, দয়াল তুমি আমার সব
মাওলা আমি পাই বা না পাই সারা জীবন তব পাগল রই॥
২৪/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বনিহিত :

২৬৬

এলাহাবাদ হতে কয়েদ হয়ে–জমিনে পাখি এসে গেল।
এমন সুন্দর খাঁচা পেয়ে পাখী–নিজেই মোহে পড়ে গেল॥

এখানে পাখি বাস করতে রইল–আশার বাসা বেঁধে নিয়ে।
শয়তানের ধোকায় পড়ে পাখী–ভয়ে ভয়ে কেঁপে গেল॥

যখন পাখির পরে হল করুনা–মনে আসলো পাখীর মালিক কে।
তখন খেযেরপুরে যেয়ে পাখী–সন্ধান করতে রয়ে গেল॥

পাখীর যুগ, কেটে যাবার পর –হুকুম পেল সে স্বপনেতে
যাও মুরশিদাবাদ তুমি–শিক্ষা সেথা তব রয়ে গেল॥

পাখি আত্মহারা, সেথায় যেয়ে–কি অবস্থা হল শোন এবার
প্রেমের সবক পেয়ে পাখী–সত্যের সাগরে ডুবে গেল॥
২৫.২.৭১

২৬৭

আমাকে আমি বলব না–তোমাকে আমি বলা চলে
তোমার স্মরণে পড়ি ধরা–নিজেই আমি পলে পলে॥

পানির পরে ছিল আরশ–শিখলাম যখন মুরশিদ ধরে
আল্লার সবই বানী–হয় বাহির মানব মুখে প্যাচের পরে
দেখলাম হকিকত মম ছিল–আর পানিতে আরশ আল্লা বলে॥

বন কেটে রাস্তা করা–আর বৃক্ষগুলি কেটে বানান তরী
এসব কর্ম্ম হয় মানবের দ্বারা–তুমি বল না আমি স্বয়ং করি
যুগে যুগে মানব মুখে তব বাণী–আর খেলছ তুমি তলে তলে॥

আরও অনেক রহস্য আছে–যা লেখনিতে খুলে যায়না বলা
তাই খেযেরের শিক্ষা না পেলে–ধর্মে সঠিক ভাবে যায় না চলা
তাই সিন্ধু বিন্দুর ভেদ রহস্য–চলা হবে সঠিক জানা হলে॥

ধরে মুরশিদ সঠিক ডুব দিয়ে দেখ একথা ঠিক আছে কিনা সব
পেলে শিক্ষা পাবি দেখতে–মুখ হতে বাহির হয় কার রব
পাবি ধন্য জীবন হবে তোর প্রেমের নেশায় পুরাপুরি রলে॥
২৭.২.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৬৯
শুধু নাম স্মরণের মানুষ তোরা- চেষ্টা দেখার জন্য তোদের নয়
বুঝে তোমরা এরূপ নিয়েছ যে, কখনও কি দেখা সম্ভব তাঁকে হয়॥

সুরা কাহাফের আয়াতে কি–দেখনি তোমরা যা আছে বলা
দিক্ষার শিক্ষা হয়নি বলে–হচ্ছে না মোদের সেভাবেতে চলা
ঠিক রব্বে বারী দিবেন দেখা–পরিস্কার ভাবে তা কোরানে রয়॥
ওয়ামান কানা ফি হাজেহি আমা–ফাহুয়া ফিল আখেরাতে আমা
এই অবস্থা মোদের থাকেই যদি–জ্ঞানে মনে থাকবে অন্ধের জামা
সময় থাকতে ধর দিক্ষা গুরু–এ ভাব হলে মনে মিলন হাওয়া বয়॥
লে কুল্লে জায়াল না মিনকুম–শেরাতাঁও ওয়ামিন হাজা
ওয়াজজাহেরো তা বুঝবে কি–চলে স্বর্গ লোভে ও দোজখ সাজা
খেজেরের শিক্ষায় চলে যারা- তালেবুল মাওলা তাদের কয়॥
হে জাতে বারি আরজ করি–মুরশিদ রূপে মোর মনহর
তাই দয়াল মুরশিদ দয়া কর–স্বরূপ রূপে মোরে তুলে ধর
জীবনের মুখ্য যেন হয় না ভুল–শুধু তোমার আশা আর ভয়॥
২০.২.৭১

২৭৩
তোমার প্রেমে জীবন দেওয়া– এইত শাহাদত
মুরশিদ প্রেমে ফানা হওয়া– এইত এবাদত॥
হুকুম তোমার মানব আমি– বিচার ছেড়ে দিয়ে
আর তোমার সবক করবো আদায়– জ্ঞানে মনে নিয়ে
তোমার রূপের ধ্যান করা মোর– এই তো রেয়াজত
তোমার শিক্ষা আমার জন্য–হাদিস কোরান হয়
তাই তোমার রূপে নিজকে পাব–মনে এই হাওয়া বয়
অন্তর দৃষ্টিতে দেখে নেওয়া–এইত মোর সাক্ষাত॥
এই পথ মত নিয়ে ঠিক চলা–সবার জন্য তা নয়
আদ্ধাত্মিক ও রসিকজন–শুধু তাদের জন্য রয়
তোমার ধ্যান করা মনে–এই ত নেয়ামত॥
দোযখ বেহেস্ত থাক নিয়ে–ওরে তোরা ভাই
মোদের কথা দাও না ছেড়ে–এ সব নাহি চাই
মুরশিদ রূপে তোমায় পাব–এই ত মম মত॥
৩.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৮৭
বিশ্ব জ্যোতি তুমি–মহা জ্যোতি হতে এলে
অরূপে রূপের ধ্যানে–বুঝবে তারে তুমি পেলে॥

প্রেম স্মরণ আর ত্যাগে–জ্ঞান মন জ্যোতির্ময় হয়
সেই মহান কে পাবে–যিনি পূর্ণ এই কাজেতে রয়
তখন তিনি বলবেন–এবার তুমি আমার হলে॥

পাঠালাম কি কাজে–আর করছ তুমি কি কাজ
আসল ছেড়ে দ্বিতীয়কে–নিয়ে চলছ সকাল সাঁঝ
মুখ্য করণীয় ছেড়ে–গৌন কাজে ডুবে গেলে॥

এখনো সময় আছে–সংসার মাঝে থেকেও তুমি
সঠিক গুরু ধরে–খোঁজ আছি কোথা আছি
দিক্ষার শিক্ষা নিয়ে–বোঝ প্রথম কোথায় ছিলে॥

এখন মনের অন্ধকার–সরাবার কাজ তুমি কর
মিথ্যা বর্জন সত্য অর্জন–এ পথ জলদি তুমি ধর
সোনা মুরশিদ পাব–তুমি আপন করে নিলে॥
১৩.৩.৭১

২৮৮
লক্ষ নদীর যোগাযোগ–পূর্ণ সাগর সনে
তেমিন দয়াল তোমার সহিত–এস মোর মনে॥

যারা হয় স্বর্গ লোভি–স্বর্গ তাদের দিয়ে দাও
অনাথ তব প্রেম ভিখারী–আমার হয়ে যায়
তব মোর গোপন তত্ত্ব–কি জানবে অপর জনে॥

নদী যেমন দৈনন্দিন–জোয়ার ভাটায় চলে
আমি ধন্য হতাম ভবে–জীবন নদী যোগ হলে
মনে পেলে শান্তি পাব–এদের শান্তি ধনে॥

আকাশ পাতালের সম্বন্ধ–যেমন চুম্বক টানাটানি
তেমনি সব আমার রহস্য–আছে ঠিক এরূপ জানি
যারা আছে ভুলে পেলাম না–শুধু আছি রণে॥

অংশ হয়ে ধংশ আমি–পারি না সহিত রিপুর
যুদ্ধ আমি করতে আছি–তুমি থেক না আর দুর
পূর্ণ চন্দ্র বিকাশ হোক–কাঁদছি আমি কোনে॥
১৫.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৯০
মন আমার বল এবার–তুমি চাবে কাকে
বল নিজকে না এঁকে–না তুমি চাবে তাঁকে॥

তুমি কে বা এঁ বা কে–আর তিনিই বা কে
তিনি এক হবে না–হবে পৃথক যার যে
দাও বলে ওগো আমায়–পড়লাম যে বিপাকে॥

কাঁদি ওগো মোর প্রভু–ভুল যেন না হয় কভু
তুমি সব মায়ার প্রধান–মন হও তুমি এখন
সোনা রাখ মোর অধিনে–রিপু সকল বেটাকে॥

প্রেমের ধর্ম্ম মোরে দাও–মন প্রাণ তুমি না
কাজের মাঝে মোর হও–মম কেউ না ভিক্ষা দাও
সোনা প্রভু কথা রেখ–ছাই না পড়ে মুখে নাকে॥

নব নব শিক্ষা আর–হয় দিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন
কোন পথে যেতে হবে–কোনটি আমার জন্য
যিনি আছে প্রাণের সাথে–না এ মন চায় যাকে॥
১৬.৩.৭১

২৯৩
চির চেনা আমি যার–কর্ম্ম দোষে হলাম অজানা
অংশ হয়ে বংশ রয়ে–ধরা দাও হৃদয় মানে না॥

তব ইচ্ছা পূরণ করতে–যেয়ে দোষি মোরে বানায়ে
আদেশ মানে নি বলে দিলে–শান্তির বাগ হতে তাড়ায়ে
এখানে মিথ্যার দলে পড়ে–দয়া কর আমি জানি না॥

একরার দিয়ে এসেছি হেথায়–সে কাজ ভুলে বোঝা মাথায়
যে শব দেহ পড়েকি তায়–করুনা কর রেখ না বাধায়
করায়ে নাও সেই কাজ–দয়া ছাড়া আমি পারি না॥

কত ঘর বদল করব–কত খাঁচা আর ধরব
জীবন তরীর হাল ধর–নতুবা আমি ডুবে মরব
রহিম খোদা ওগো গুরু–ধরায়ে দাও আর বাঁচি না॥
১৭.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩০১
কি দোষেতে দুষি করে–বেহেস্ত হতে মোরে তাড়ালে
যেথায় ছিলাম সেথায় থেকে–পৃথক করে মোরে ছাড়ালে॥

সিদ্ধ কে নিষিদ্ধ করে–সেই বৃক্ষ্য সেথা আনালে
তব শক্তি ও সৃষ্টির প্রকাশ- তবে মোরে কেন ভাঁসালে
দয়াল প্রভু খুশী হব–মন আঙ্গিনায় তুমি দাঁড়ালে॥

পবিত্র ধামে শয়তান ছিল- আমি আগে জানতাম না
তাহলে বোধ হয় এই নাফরমানির কাজটি হত না
মোর মাঝে আছ জানি শান্তি পেতাম মনে এসে দাঁড়ালে॥

আদম যাতের সে দোষ- এখন বোধ হয় যায় নি
ভুলের মাঝে যাচ্ছি ডুবে- তাই এখন তোমায় পায়নি
এ রহস্য বুঝেছি কিছু মালিক থেক না আর আড়ালে॥
২৪.৩.৭১

৩০৯
আদম আল্লার ভেদাভেদ–খেজেরের শিক্ষায় যায় পাওয়া
আদ্ধাত্মিক শিক্ষা পূর্ণ এই আত্ম তত্ত্ব আর তাঁর হাওয়া॥

ইল্লিন সিজ্জিন কি ভাবেতে রয় কোথা
আর বেহেস্ত দোজহখের রহস্য হেথা না সেথা
মুরশিদ ধরে নাও না জেনে- জানা হবে তখন আসা যাওয়া॥

হায়রে হায় এই সংসারে কতই এল কতই গেল
কোথায় যেয়ে রইল–কেউ না তার দিশে পেল
নারী ও ধন হল সার আর বিষ্টা ত্যাগ ও শুধুই খাওয়া॥

সময় থাকতে করলি না খোঁজ রইলি শুধু ভুলে
মুরশিদ চরণ আঁকড়ে ধর তোরে নিতে পারে তুলে
মুরশিদের শিক্ষা পাবি তখন আর হবে সত্যের সাগরে নাওয়া॥

আর ভুলে থাকিস না ওরে এখন তাঁরে খোঁজ
মুখ্য করণীয় কি তোর এখনো তুই ঠিক বোঝ
প্রেম স্মরণে দিলে ডুব বুঝবি তখন কি আছে নেওয়া দেওয়া॥
৩১.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩১২
মানুষে মানুষ খোঁজ মানুষে শাঁই বিরাজ করে
নায়েবে খেজের মুরশিদ আমার রূপ আল্লার তিনি ধরে॥

মুরশিদ নামে ধ্যান সাধনা তাঁকে পাওয়ার পথ
খোদার দিদার আল্লা পাওয়া তাদের এই মত
তাই ঐ রূপেতে প্রেম সাধনায় প্রেমিক খোঁজ আপন ঘরে॥

প্রেমিক এই নামায পড়তে গেলে মাটি তখন কয়
মিলনাকাঙ্খি তুই তোর এই নামাজে তাকি হয়
থাক বরযখ্ নিয়ে আশায় আর দায়মস্ সালাত তোর তরে॥

আল্লাকে ভালবাসতে হলে মুরশিদকে বাস ভাল
কোরান প্রমাণ আছে হৃদয়ে আসবে তার আলো
কুন ইন কুনতুম ও ম্যায় ইয়োতেয়ের আয়াত প্রমাণ কর পরে॥

মোরই মাঝে থেকে মোরা তাঁকে হারায়ে রই
কাকে খুঁজতে কার পাগল কর্ম্মে আমরা হই
মুরশিদ তোমার প্রেমে পাগল কর আর মনকে যেন তিনি হরে॥
২.৪.৭১

৩১৫
কালুবালার প্রতিজ্ঞা প্রাণ দিয়ে এসেছিস
কার ধোকায় পড়ে ভুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্॥

ওয়ামা ফাখ্তো ফিহেমের রুহি
তাহার পর জীব আত্মা দেহে রইল সহি
এখন হেথায় থেকে ভ্রমের স্বাদ খুব মেটাচ্ছিস্॥

নির্দ্ধারিত যে কটি দিন ঘুরে নে হেথায়
জমের বেড়ী কর্ম্মের দড়ি পড়বে যে গলায়
ঘরে সেই প্রতিজ্ঞার মানুষ তুই কাকে এড়াচ্ছিস্॥

আপন ঘরে মুরশিদ ধরে জ্ঞানের চোখে খোঁজ
চিরদিন কি থাকবি হেথায় এখন তুই বোঝ
কর্ম্মদোষে অবশেষে তুই ঘর হতে কাকে তাড়াচ্ছিস্॥

শান্তির বাগে অনুরাগে যদি মুরশিদ ন্যায়
আঁকড়ে ধর মুরশিদকে যদি খেজেরী শিক্ষা দেয়
শেষ হচ্ছে আয়ু যাবে ধন জন কার ভরসায় দাড়াচ্ছিস্॥
৫.৪.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩২০
যাত বলতে নারী আর পুরুষ এই কথা জানি
জন্মেতে প্রমাণ মেয়ে ও ছেলের আর নাই কোন নিশানী॥
যুগে যুগে অবতার রসুল পাঠিয়েছেন তিনি
তাই বিভিন্ন সম্প্রদায় জানে আদ্ধাত্মিক যিনি
বাহ্যিক শেষ রসুল ছিলেন তখন চরম তিনি জ্ঞানী॥
যেমন প্রস্তুত ও আবিস্কারে পরপর উন্নত উন্নততম হয়
অতিমানব ও মহামানবরাও ঠিক তেমনি ভাবে রয়
তাই ইলমে খেযের শিক্ষা পেয়ে এইত আমি মানি॥
বানীর পূর্ব্বে কারণ অন্বেষন করা একেই বলে মারফত
রূপান্তর অর্থের উপর নির্ভর করে অন্ধবিশ্বাসী শরিয়ত
গুরু ধরে স্রষ্টা সৃষ্টি ও আদম রহস্য জানো করে জীবন পানি॥
৭.৪.৭১

৩২৩
নাম শুনে আস্তানায় গেলাম–হৃদয়টি যেন কেঁপে গেল
কত চির চেনা মনে হল
হাতে হাত যখন দিলাম–অন্তরটি যে শান্তি পেল
হেসে বললেন কি কথা বল॥
বললেন তুমি কে ও আমি কি–চমকে গেলাম আমি শুনে
মনে মনে ভাবলাম তখন–অসীমের গুন ভরা গুনে
শপতের কথা পড়ল মনে
অনাবিল শান্তি পেলাম–সম্মুখে আমি বসে রইলাম
জীবন কাটাবো তব সনে
চোখ বুজে রইলাম বসে–ধ্যানে উনি আসলেন হেসে
এল চোখে পানি ছল ছল॥
ভাবে জ্ঞানে পাগল হলাম–রোজ আসা যাওয়ায় রইলাম
দয়ায় মোরে দিলেন শিক্ষা
নুতন জীবন আমি পেলাম–হৃদয়টি মম সঁপে দিলাম
নব জ্যোতির দিলেন শিক্ষা
প্রেম স্মরণে মগ্ন হলাম–মনে রূপটি এঁকে নিলাম
বললাম সংগে মোর নিয়ে চল।
তাঁকে পাওয়ার দর্পন তুমি–কেঁদে চরণ ধরে বললাম আমি
মনপ্রাণ সব হরে নিলে
তুমি ছাড়া লাগে না ভাল–হৃদয়ে নুতন এল আলো
কি নিয়ে তুমি কি দিলে
তুমি বিহনে গতি নাই–মধুর ব্যাথায় কোথা যাই
প্রেমের নেশায় টলমল॥
৮.০৪.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩২৪
কর্ম্মফলে ভাগ্য গড়ে ভাগ্যই নির্দ্ধারিত আবার যায় হয়ে
তাই জন্মাবার পূর্বে কিসমতের কলম সেই সে ভাগ্য যায় রয়ে॥

ধর্ম্ম ছাড়াও সৎ অসৎ বিচার করে চলছে যারা
সুক্ষ্মে স্থূলে বোধ হয় ধরা না পড়তেও পারে তারা
সত্য মিথ্যার বিচার করে চলে যারা শান্তির হাওয়া দেহে যায় বয়ে॥

মুরশিদ মোরে রক্ষা কর যেন মিথ্যা হতে থাকি দুরে
আমার আল্লা মুরশিদ রূপে এসে বস হৃদয় পুরে
আল্লা তোমায় পাওয়ার পথে রেখ দুঃখ আসলেও থাকব সয়ে॥
প্রেম স্মরণ ত্যাগ ছাড়া পথ অতিক্রম হয় না করা
পাওয়ার পথে অন্যভাবে বৃথাই শ্রম করে মরা
মম মুরশিদ মম খোদা করে পাওয়ার পথে রেখেছ দিও কয়ে॥
৮.৪.৭১

৩২৫
আসা যাওয়ার মুখ্য কারণ শিখাইয়া দিও মুরশিদ আমায়
আজাবুল কবর দোজখ বেহেশত সে সব আছে আবার কোথায়॥
কোরান হাদিস শুধু পড়ার জন্য ও শোনার জন্য নয়
মুরশিদ ধরে বোঝা ও চিন্তা করতে যে তা হয়
মোতাশাবেহাত ও মোকাত্তেয়াত কে বোঝাবে কবে তোমায়॥
তিন অংশে কোরানপাক বাইয়েনাত সবে জানে
শুধু অক্ষর আর জটিলতত্ত্ব সবে কি তা মানে
তালেবুদ্দুনিয়া তালেবুল ওকবা আর তালেবুল মাওলা হেথায়॥
কামিল মুরশিদ ধরে বিচার এখন তুমি কর
খেজেরের শিক্ষায় পাবি সব ঐ চরণ আঁকড়ে ধর
হলে উপযুক্ত দিয়ে দিবে মুরশিদ তোমায় মনে ও মাথায়॥
যায় যে বেলা ছাড় ভ্রমের খেলা এখন ডুব দে
মুরশিদ কে আপন করে সব তুই বুঝে পড়ে নে
তখন দেখায়ে পাওয়ায়ে দিবে মুরশিদ যা আছে হেথায় ও সেথায়॥
৯.৪.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩০

যে দিক তাকাও মানব জ্ঞানের অতীত সব
দেহধারী করে পাঠান মুখ্য প্রমাণ আছে ভবে॥
হুকুম পালন আর তাঁকে খোঁজা হয় না কভু এক
তাই খেজের শিক্ষা শরিয়ত বিদ্যা রয় বহুফাঁকে
দিন থাকতে পিপাসুক হয়ে মুরশিদ ধরে খুঁজতে রবে॥
ভুলে থেকে করছিস ধুম ভাঙ্গল না তোর ভ্রমের ঘুম
একদিন ছাড়বি দেহ ভাঙ্গবে মোহ পড়বে পিঠে দুমদুম
এখন যায় যে বেলা ধর মুরশিদ ভেলা মুক্তি পাবি তবে॥
তুই মিথ্যা হতে এখন সর মুরশিদ চরণ আঁকড়ে ধর
সাধন ভজন ঠিক কর গুরু ও আল্লা ছাড়া সবই পর
এই ভাবেতে চলিস যদি মুখ্য উদ্দেশ্য পালন হবে॥
প্রেম স্মরণে মগ্ন হলে আর মন প্রাণ মুরশিদকে দিলে
এই রূপেতে তুই গেলে তাঁকে জ্ঞানে ও মনেতে মিলে
ওগো মুরশিদ বল মোরে আসবে সেদিন মম কবে॥
১০/৪/৭১

৩৩৩

কেন এলাম আমি কে আবার কোথা যায়
এই বিচারের বিজ্ঞকে সঠিক জ্ঞানী বলা যায়॥
দেহের মধ্যে কয়জনের বাস এটাও জানতে হবে
ধর্ম পুস্তক মিলায়ে নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে রবে
সঠিক গুরুর শিক্ষা ছাড়া কেউকি এসব পায়॥
মহাবিশ্ব সৃষ্টি তাঁর আর শক্তির বিকাশ
শিক্ষা নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবলে পাবি প্রকাশ
মানব বৃক্ষকে প্রকৃতি ডাকে আয় আয় আয়॥
কোরান আরম্ভ আলিফ, লাম, মিম তিন অক্ষর হতে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এক ব্রহ্ম আছে হিন্দুমতে
বৈজ্ঞানিকদেরও ত্রিশক্তির উপর আরম্ভ মূল তায়॥
কোরানেতে তিনি একবচন ও বহুবচনে রয়
সর্ব ধর্ম্মে বহিরাঙ্গে পৃথক পৃথক অন্তরাঙ্গে নয়
গুরু শিক্ষায় জেনে দেখে শান্তির হাওয়া খায়।
১২/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৪
দেহের মধ্যে প্রধানত ঃ ত্রিশক্তির বাস
আল্লা আদম আর শয়তান আছে সর্বনাশ॥
শয়তান দলীয় রীপুরা, আল্লা দলীয় ফেরেশতা হয়
সুক্ষেতে দুই দলের মধ্যস্থলে জীবাত্মা রয়
তাই ডানে বেহেশতী বামে দোজখী কোরানে পূর্ণ আভাস॥
মুরশিদ শিক্ষা না পেলে কি এ সমস্ত বোঝা যায়
সাধন ভজন প্রেম ও দয়া হলে সম্ভব তারা পায়
সম্মুখেতে মুকার্‌রাবুন খেজের পন্থী আর সব দাস॥
চেনা জানা বুঝা দেখা আর প্রেমেতে আশায় রবে
এই ভাবেতে চললে পরে আল্লা তখন বোধ হয় কবে
এখন ধরা দিয়ে বল্‌বে আল্লা এবার তোরা কি চাস॥
১৬/৪/৭১

৩৫১
ধর্মের বহিরাঙ্গে শুধুই আদেশ হুকুমের কারণ অন্তরাঙ্গে রয়
তাই কায়মুস্ সালাত আদায় করে দায়মুস্ সালাতে থাকতে হয়॥

বেহেস্ত, দোজখ, কেয়ামত, হাসর স্থূলে না সুক্ষে হবে
ইল্লিন, সিজ্জিন আযাবুল কবর সেই বা কোথায় রবে
তালেবুল মাওলা হতে হবে শুধু তালেবুল ওকবায় তাহা নয়॥

কারণ ছাড়া নাইক হুকুম শানে নযুল তার প্রমাণ
মোতাশাবেহাতের বেলাও তাই প্রমাণ এক সমান
কামিল মুরশিদ ধরে ইলমে খেজের পেলে মারফত হাওয়া তখন বয়॥

আমার আল্লা আমার মুরশিদ জ্ঞানে মনে এস
মন আঙ্গিনা সাজিয়ে আছি দয়ায় এবার এসে বস
মুরশিদ তোমার করুনা হলে দয়াল খোদা আমাতে হবে সর্বময়॥
১৯/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫২
স্থুল দেহের চালক সুক্ষ্ম আত্মা হয়
এই ঘরে থেকে আদেশ সদা করেন দয়াময়॥

নবাগত দেহ নিয়ে এই ভবেতে আসছে যারা
বিগত ঘটনার কথা হৃদয়ে কি রাখে তারা
আসে নিয়ে জন্মগত দুঃখ কষ্ট কেনা তা রয়॥

দেহধারী করে স্থুল জগতে পাঠানোর কারণ জেনে
ধরে পরিচালক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ নে মেনে
এপার ওপার দুপারেতে থাকবে না তোর কোন ভয়॥

আদ্ধাত্মিক শিক্ষার জ্ঞানী না হলে জীবনে সাধ নাই
প্রভু যে কাজে পাঠালে সে পথ পূর্ণ যেন আমি পাই
সেই দিক্ষা শিক্ষা দিও প্রভু মহামানবে যাহা কয়॥
২০/৪/৭১

৩৫৬
আহাদ, আদম, শয়তান এক দেহে বিরাজমান
তুই এই তিনের রহস্য জান
আরিফে বিল্লাহ মুরশিদ ধর সবক তাহার আদায় কর
তার করুণায় পাবি সব দান॥
হাদিস কুদসি মোতাশাবেহাত পেতে যদি চাস তুই নাজাত
হলে মুরশিদ প্রেমে ফানা
মারফত ও ইলমে খেযের দেখতে পাবি হাজের নাজের
মুরশিদ কৃপায় হবে নব জানা
আল্লা পাওয়ার এই পথ দোজখ বেহেস্তের নয় শপথ
পূর্ণ কর মুরশিদ সুরা পান॥
নিজের মধ্যে ডুব মার তিনি কে তোর তুই কার
দেখেশুনে করে নে বিচার
আসল মানুষ হবি যদি থাক প্রেম স্মরণে নিরবধি
যাবে চলে ভ্রমের বিকার
থাক মুরশিদ বরযখ নিয়ে তুই প্রেমের শারাব পিয়ে
তাঁরে তুই প্রেম ডোরেতে টান॥
নিজ ইচ্ছায় না দিলে ধরা খুঁজে ধরা কি যায় কি পারা
দয়াল একটু দয়া কর
এটুকু স্মরণে কি হয় কাঁদছি ও লাগছে ভয়
দয়াময় দয়ায় হাত ধর
মুরশিদ মোরে পারে নাও আমার আল্লা ধরা দাও
হয় জাললাল্লা তব শান॥
২২/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫৯
দাস প্রভুর সম্বন্ধ ছিল এক রকম ভাল
আমার রহস্য প্রকাশ করে কি দোষে করলে মুখ কালো॥
তাই নিজ ঘরে আপন হারা খুঁজি আমি আমারে
সিন্ধু বিন্দুর ভেদটি জেনে তাই কেঁদে বলি তোমারে
তাই আমার আমি দয়া করে মনে দাও মোর আলো॥
ধ্বংসবিহীন প্রথম হতে সঠিক আমি ছিলাম
দেহ দিয়ে প্রকাশ হয়ে মিথ্যা ধ্বংশ হলাম
মহা জ্যোতিময় দয়া করে হৃদয় প্রদীপ জ্বালো॥
আমার মন সরে না অন্য কাজে মুখ্য তোরে পাওয়ায়
সব কাজের মাঝে রাখ মোরে তুমি মিলন হাওয়ায়
কাতর হয়ে মিনতি করি দয়াল আর না কথা টালো॥
২৩/৪/৭১

৩৬৪
দেহ ছেড়ে দিলেও অস্তীত্ব পূর্ণ থেকে যায়
সারা জীবনের কর্ম্মফল তখন আত্মায় পায়॥

সুক্ষ্ম স্থুলের তত্বকথা জানাই জ্ঞানের নয়ন
আদ্ধাত্মিকতা না জান্‌লে জীবন মায়ার স্বপন
দয়াল এ মন প্রাণ যেন সদা তোমার দিকেই ধায়॥

দয়া করে গুরু তুমি আমার হয়ে যাও সব
তোমার শিক্ষায় তব দীক্ষায় শুনি তাঁর রব
তব রূপে প্রভু আসুন আমার মন আঙ্গিনায়॥

শুধু সংসার কড়ি ওপারের জন্য হবে গলায় দড়ি
উভয় জগতের পূর্ণ কড়ি দিও গুরু তোমার পায়ে পড়ি
সব কাজেতে আমি থাকি যেন তাঁরই প্রেমের দায়॥
২৫/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৫

আল্লাহু আল্লাহু- আল্লাহু আল্লাহু
ওরে আদম গেলি কেন মাওলাকে ভুলে
বিনা মুরশিদ কে তোরে ঠিক ধরবে তুলে
পার হবি তুই মুরশিদের চরণ ধুলে
নিজ জাত হতে আল্লা আজ দিল ফুঁকে রুহ॥
পরিপূর্ণ পাপেতে জগত আছে ভরে
কেমনে কান্ডারী বিহীন তুই যাবি তরে
যা আছে আপনজন সব যাবে সরে
স্মরণ কর তুই ভবের খেলার প্লাবন নুহ্॥
আছে আসমান জমীনে যা তসবী করে
তোর ভরা ছয় ডাকাতে নেবে হরে
এখন সাবধান হ বাঁধা তুই পড়বি ডোরে
দেখ কুমরী পাখি পড়ে হক সির্‌রেহু॥
২৬/৪/৭১

৩৬৭

অরূপ রূপে রূপের খেলা ডুবে দেখ পথে আসিয়া
মুরশিদ শিক্ষায় একাগ্রচিত্ত নিয়ে ধ্যানস্থ বসিয়া॥

ভ্রমর হয়ে ঘ্রান ধরে নে আর তাঁর দিকে ছুটে চল
মৌমাছির ন্যায় গুণ গুণায়ে তারই জেকের বল
মহাবিশ্ব গোলাপ সুক্ষেতে সর্বত্র আছে ফুটিয়া॥

রাজহংস যেমন দুধ পানি পৃথক করে নিয়ে সে খায়
তেমনি ভাবে স্বঠিক প্রেমিক যারা তারাই শুধু পায়
সংসারে থেকেও তাদেরও ধ্যানেতে জীবন যায় কাটিয়া॥

যেন ধ্বংসাবশেষ দেহ মন আর শ্বেত কবরী প্রায়
দয়াই যদি করলে তবে এখন দূরে কেন যে হায়
আসতে যদি মন প্রাঙ্গণে প্রেমানন্দে উঠতাম নাচিয়া॥
২৭/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৯
দৈহিক স্থূল জগতের বাদশাহী- সুক্ষের আত্মার শাহানশাহী
রহস্যজনক কভু তা এক হয় না
আত্মা ইচ্ছা যখন করে- জ্ঞানপূর্ণ উক্ত ইচ্ছা ধরে
জ্ঞান না বিচারে মনকে দেয় না॥
মন জ্ঞানের দেওয়া কথা পেয়ে- নির্দেশ মত কাজ করে নিয়ে
জিভ্‌কে দিয়ে দেয় তখন
আত্মা রাজার কথামত- যা যা আদেশ ছিল যত
জিভ বাহিরে প্রকাশে এখন
মহামানবদের ইচ্ছাশক্তি- আল্লা পুরা করে বন্ধুর উক্তি
আল্লা কখনো বিপরীত রয় না॥
স্থূল জগত আর সুক্ষ্ম জগত– নাই যোগ্যতা যাহার বসত
তারা ইহার কিছুই বুঝবে না
শুধু আদেশ পালন করেন যারা- হুকুমের কারণ কিছু বোঝে না তারা
তারা সুক্ষের তত্ত্ব কিছু মানবে না
দেহধারীতে দুপারের খবর- লাহুত মোকামের মানুষের উপর
সাধরণের বোধগম্য তা সয় না॥
২৭/৪/৭১

৩৭২
তোমার বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বাণী প্রকাশ হয়েছে
সোজা কথা, তত্ত্ব কথা আর শুধুই অক্ষর রয়েছে॥
সেইজন্য এক রসূলের অন্তর্ভুক্ত বহুদল রয়
আবার চার ইমামের চতুর্মুখী ফতওয়াও চালু হয়
শিয়া, ইসমাইলী, ওহাবী, দেওবন্দী কত যে দল
আরও বহু রয়েছে কত যে মত কত যে পথ ও বল
তরীকত ও বহু তবে খেজেরের শিক্ষা প্রধান কছে॥
প্রত্যেকেই নিজের মতকে বড় বলে ঠিক না অপর মত
এই ভাবেতে প্রত্যেক সম্প্রদায় বড় জানে নিজেদের পথ
সর্ব ধর্মের সর্বমতের বহিরাঙ্গ ও অন্তরাঙ্গ জানে যারা
তা খেজেরের বিদ্যায় সম্ভব আল্লার রহস্য পেয়েছেন তারা
খেজেরের বিদ্যায় মুরশিদ মম সদয় হও মন অনেক সয়েছে।
২৯/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৩
ছোট কেয়ামত, বড় কেয়ামত রসুল দিলেন কহিয়া
মারফত শিক্ষার পারদর্শী অর্জন করেন দুখ সহিয়া॥
মেশকাত শরীফের পুনরুত্থান অধ্যায় লক্ষ্য কর
জানতে হলে কামিল মুরশিদের শিক্ষাকে ধর
মোতাশাবেহাত কালাম পারবে না নিজে খুঁজিয়া॥
ইলমে খেজের ইলমে তাসাউফ ও ইলমে হকিকত
ও ইলমে মারফত কামিল মুরশিদের প্রমাণ এই পথ
তাই আমার মুরশিদ শিক্ষা দিলেন মোরে বুঝিয়া॥
তালেবুল মাওলার পথ তালেবুল ওকবায় নাই
মুরশিদ মোরে দয়া কর কেমনে আমি তাঁকে পাই
মোদের তরে আনলেন মুরশিদ লা মাঁকা হতে বহিয়া॥
নাইক সাধন ভজন মোর নাইক প্রেম তেমন
মুরশিদ দয়া না করলে পার হব আমি কেমন
তাই দয়াল মুরশিদ তোর চরণে দিলাম সব সঁপিয়া॥
২৯/৪/৭১

৩৭৪
মন আরশে হবে দেখা পাক নিরঞ্জন
স্বচ্ছ দর্পন সেই মনকে করবি কতক্ষণ॥
বিশাল সূর্য্যের জ্যোতিকে ক্ষুদ্র মেঘে ঢাকে
আত্মার সাথে থেকেও তিনি কর্মেতে রই ফাঁকে
সেই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ধরলে থাকবি যাঁকে
মুক্তি পাবি শান্তি হবে এখন ধরলে ঠিক তাকে
মুরশিদ চরণে এখন কর তুই শীঘ্র আত্মসমার্পণ॥
ত্রিভূবনে কোথাও তাঁর বিকাশ কেন্দ্র নাই
মুরশিদ শিক্ষা নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব তাই
প্রাণের মুরশিদ আমার এই করুণা আমি চাই
তোর রূপেতে তাঁকে যেন নিজের মধ্যে ধরা পাই
পাওয়া অসম্ভব মুরশিদ সহায় হবে না যতক্ষণ॥
৩০/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৫
মন বেতার কেন্দ্র হলে নিঃশব্দে কথা শোনা যায়
মহা চেতনায় ক্ষুদ্র চেতনা তখন মিশ্‌তে চায়॥

জ্যোতির গতির অনেক বেশি আত্মার গতি হয়
এক পলকে সপ্ত আকাশ গমনে উদ্যত রয়
ইচ্ছা চেতনা আত্মা যদি একই হয়ে ধায়॥

মানুষ কি কে সাধারণে মোটেই তা জানে না
ধর্মের বাহ্যিক হুকুম পালন ছাড়া কিছুই মানে না
গুরু শিক্ষায় নিজের মধ্যে ডুবলে গোপন সন্ধান পায়॥

স্রষ্টা অসীম তাই কোন সৃষ্টিই সসীম নয়
স্রষ্টা হতে সবই উদ্ভুত কারণে সৃষ্টির নাম বয়
গর্ভ হতে এই মানুষই আসে তবুও সন্তান কয় মায়॥

সঠিক মানুষ হলে দেহধারীতে তাঁকে পাবি ভবে
সাধন ভজন প্রেম তোর ঠিক পূর্ণ হবে যবে
তিনি পলে পলে শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁরই হাওয়া খায়॥
৩০/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৬

শুধু মানবদেহে সুক্ষ্মেতে আছে তাঁর সুবাস
নিজকে জানা হলে দেখবি কোথা তোর নিবাস॥

সুক্ষ্মে যেমন আহাদ আহাম্মদ স্থূলে পুরুষ নারী
প্রকৃতিতে তেমনি চন্দ্র সূর্য্য জালাল জামাল তারই
এই দেহেতে তিন চেতনা নির্দ্ধারিত রহস্য সারি
শয়তান ও আদম আর হচ্ছে পাক রব্বে বারি
আরও বহু রহস্য রয়েছে ইহাতো শুধুই আভাস॥

ঝিনুকের পেটে মুক্ত কস্তুরী হরিণের নাভিতে
বাঁশেতে বংশলোচন আদমে পরশমনি হবে খুঁজিতে
মুরশিদ সুরত ধ্যানেতে লয়ে ঠিক হবে ভজিতে
প্রেমে মন বিহঙ্গ মাস্ত হয়ে থাকবে যখন নাচিতে
দয়াময় খুশিতে তখন তোরে বলবে সাবাস সাবাস॥

গৌনের মাঝে থেকেও যারা ঠিক মুখ্য নিয়ে চলে
এই মানুষরাই মোকাররাবুন হবে শুধু কর্ম্মফলে
ইচ্ছাকৃত ভুলকারীদের জীবন সূর্য্য যাবে অস্তাচলে
প্রেম স্মরণ আর সাধন ভজন এবং মুরশিদের দয়া হলে
আল্লা তখন বলবেন তোর হৃদয় হল মোর আবাস॥
৩০/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৯
এই ভাবেতে জজ মোনসেপ নির্দ্ধারিত কর্ম্মে যেমন আছেন বসিয়া
তেমনি সুক্ষেতে আওলিয়ারাও কর্ম্ম আপন করেন আসিয়া॥

আর থানা পুলিশ, সি.আই.ডি, ডি.আই.বি সকলে আছে
তেমনি আওলিয়ারা সালেক মজেজুব আছেন তাদের পাছে
প্রত্যেক নীতি পদ্ধতি সুক্ষেতে গঠন হোয়ে স্থুলে আসে থাকিয়া॥

আদ্ধাত্মিক তত্ত্ববিদ মুরশিদ আমার আমি তারই শিক্ষার বলে
সুক্ষ স্থুলের রহস্য কিছু জ্ঞানে মনে পেলাম আমি পলে পলে
আমার তাঁকে পাওয়া সম্ভব হবে মুরশিদ ঘ্রাণ জ্ঞানে মনে মাখিয়া॥

আমারে কিছু স্বাধীনতা দিয়ে পাঠালেন ভবের হাটে
ঘ্রাণ দেখা-শোনা-বোঝা এই পুঁজি দ্বারা যেতে হবে পারের ঘাটে
রব্বে জলিল শান্তি পাব তোরে আমি মুরশিদ রূপেতে দেখিয়া॥

হে খোদা আমার জ্ঞান মন পরিচালিত হউক তব ইচ্ছাতে
আমি যেন সেই করি যা তুমি ইচ্ছা কর মোরে করিতে
তাই আমার সমস্ত কিছু মুরশিদ পায়ে তব নামে দিলাম সঁপিয়া॥
১/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮৩
জগৎকে সর্বভাবে সব কথা ঠিক বলা সম্ভব হয় না
যে ব্যাথার ব্যাথী সংগের সাথী বলার কিছু রয় না॥

সাকীর রূপের পাত্র তাঁর প্রেম সারাবে পরিপূর্ণ রয়
তাই সাকী মোরে দিও না ফাঁকি তোমাতেই সব হয়
প্রেম, তুমি আর তিনি এই তিনেতেই পাওয়া
পবিত্র সুন্দর মহান এই তিনের হাওয়া খাওয়া
এই পথের মিলনও শান্তি এ হাওয়া ফেরদৌসেতে রয় না॥

তোমার মহা অস্তীত্বে সব কিছু আধার তুমি
সবের স্রষ্টা তুমি আর তোমা হতেই আমি
তোমার শান্তির বাগে চোর ঢোকালে হল বিপদ
পবিত্র, সত্য, সুন্দরের পাশেই থাকে এই আপদ
তোমার দিকে যাওয়া, পাওয়া হচ্ছে কিনা সাকীও তো কয়না॥

শুধু সুক্ষ্ম শুধু স্থুল হত যদি সে এক ভাব ছিল
সুক্ষ্ম স্থুল উভয় নিয়ে তাইতো জ্বালা মোর হল
যতই ভজনহীন হইনা কেন তোমায় পাবনা হৃদয় সয় না॥
২/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯৪
জীবনের বেলা গেল - দেহ ছাড়তে হবে বল
কোথা ছিলে এলে যাবে
কে কেন পাঠাল - না প্রকৃতির মতে হল
কি পেলে কি পাবে॥

দেহধারী জীবন - ছাড়লে কিছু না স্বপন
না আরও কিছু আছে
এখন জ্ঞানে ধ্যানে খোঁজ - গভীর চিন্তা করে বোঝ
ঘোর বিপদে না পড় পাছে
ওরে ও সুন্দর গাধা - তোর আদি বাপ দাদা
ইতিহাসে সবই মিথ্যা হবে॥

আত্মা যদি মানিস - জানলে জানতে পারিস
নতুবা চেতন দেহই সার
মহারথী মহামানব দেখে - চিন্তাকর পড় শেখ্
পেলে পেতে পারিস পার
অজ্ঞ বিজ্ঞ আছে কথা - বিনা আঘাতে মনে ব্যথা
তোরে কে বাঁচাবে উভয় ভবে॥

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক - অসম্পূর্ণ স্থূল বাদিক্
যোগ্যতা উভয় ভুবনে না
সুক্ষ্ম স্থূল হলে জানা - আত্মা দেহ হবেই মানা
তখন ভ্রমেতে রবে না
জীবন হল বাতুলের প্রলাপ - না কর্‌লি আলাপ বিলাপ
স্থান কোথা তোর রবে॥
৮/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০২
তোমার গুলবাগিচায় দোজখ বেহেশ্‌ত দেখে বুঝে এলাম
হুসনো জামাল আর জালাল দেখে চোখ জুড়ায়ে নিলাম॥

আগুন, পানি, আলো, অন্ধকার সবই দেখতে পাই হেথায
সুক্ষ্ম-স্থুল পেলে চোখ হৃদয়ে অনাবিল শান্তি পাওয়া যায়
বাহ্যিক আদেশ পালনকারী করছে কি আমি কি তারে দিলাম॥

উলিল আব্বাব উলিল আবসার হলে বোঝা যায়
আলেমে রাসেখ তাঁদেরই বলে সর্বদা তাকে দেখতে পায়
মুরশিদ দোহাই মোরে মাওলা নিও আমি আদিতে যা ছিলাম॥

তোমার বিকাশ হবার ছিল প্রয়োজন তাই তুমি হলে
পরে পরে আমাকে প্রকাশ কেন যে তুমি করে দিলে
এখন সোনা মুখে মুরশিদ বল আমি কি তাঁকে পেলাম॥

রূপান্তর অর্থতে তার তত্ত্ববাণী কিছুই মিমাংসা হবে না
সঠিক মুরশিদ ইল্‌মে খেজের পেলে বাকী আর রবে না
বেহেস্ত্‌ হতে পাঠালে মোরে কোথা হতে কোথায় গেলাম॥
১২/৫/৭১

৪০৪
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে তুমি হেথায় পাঠালে
যেথায় ছিলাম সেথায় রইলাম জ্ঞানের আড়ালে॥

না পাঠাতে যদি স্থুলে তোমার বিকাশ প্রকাশ হয় না
তোমার মহাজ্ঞানের ইচ্ছা ও শক্তি ঠিক রয না
আমি নিজে খাই নাই শয়তানের দ্বারা দুর্নাম কিছু রটালে॥

বেহেস্ত দোজখ ইল্লিন সিজ্জিন রয় কোথায়
দুনিয়া ও আখেরাত সবই হেথায় হয় না সেথায়
শিশু হুকুম পালনের তাবেদার জীবন কেমনে মিটালে॥

না-ত নিজকে চিন্‌লে না-ত তাকে চিন্‌লে তুমি
আমি আমি কর না জান্‌লে তুমি হই কে আমি
জগতে আমার আমার দাঈ করে শুধুই ফাটালে॥

আমার আমি কে, তুমি জ্ঞানে আসমানে রাখ্‌লে
অন্ধ জ্ঞানে ক্ষুদ্র হয়ে ভ্রমের ধূলি শুধুই মাখ্‌লে
রুহের সহিত মহাচেতনা তুমি জগতে মিথ্যা একি ঘটালে॥
১৪/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০৬
পাঁচ জিনিষে আরশ যদি পেতে চাও পরশ
সত্যের সাগরে ডুব দিতে হবে
কলম চেয়ার স্থান আল্লা আর বোর্ড জান
বিনা কালি কলম চলতে রবে॥
আল্লা যখন চেয়ারে বসে চেয়ার সর্বদিকে ঘেরে রসে
ইচ্ছা করেন তখন মালিক
সুক্ষ্ম বোর্ডে কলম চলে সূক্ষ্ম চেয়ার ঘোরে বলে
সুক্ষ্ম কলমে চলে ইচ্ছায় খালিক
শুধু স্থান স্থুল হয় বাকি চার সুক্ষ্ম রয়
ইল্‌মে খেজের জানবি কবে॥

বাহ্যিক আরবি জানার মোল্লা - যেন বিশ্বজ্ঞানী চায় নিতে কল্লা
রেখেছে আরশ আসমানে সেথায়
আল্লার চেয়ার জমিন আসমান ভরে - নাইক তা সাত আকাশের পরে
এখন প্রশ্ন উক্ত আরশ কোথায়
নায়েবে খেজের মুরশিদ ধর - তাঁর হুকুম চরণ তুই সার কর
তখন বলবেন মুরশিদ শোন তবে॥

ইলমে খেজের ও তৌহিদ ও হাকিকত্ ইউমেনুনাবেল গায়েবের জন্য শরীয়ত।
তালেবুল ওকবা ছাড় যা সেখানে
তালেবুদুনিয়া ও ওকবা ছেড়ে দিয়ে - মুরশিদ শিক্ষার খোশবু মেখে নিয়ে
তালেবুল মাওলায় আয় এখানে
বেহেস্ত দোজখ আর হুর পরী - আরস্ কুরসি আর নুরী
সবই দেহধারীতে পাবি এই ভবে॥
১৫/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০৭
মুরশিদ প্রেমে ফানা হওয়াই, হয় খোদার, খোদা বলেছেন
মায়ইয়োতেয়ের রসুলা ফাকাদ্ য়াতা আল্লা, তারাই বুঝেছেন॥

ওয়াফী আন ফোসেকুম আফালা তুব সেরুন খোদার বাণী
সিন্ধু বিন্দু এক ঘটেতে বুঝে নাও যদি হও তুমি ঠিক জ্ঞানী
যাদের মনে তাঁকে দেখা পাওয়া, এপথ ঠিক তারাই ধরেছেন॥

কার হাতের পরে কার হাত সুরা ফাতাহে লক্ষ্য তুমি কর
কাজেই মুরশিদ ছাড়া গতি নাই তাই বুঝে তুমি ধর
এ পথে না আসলে জ্ঞান, অন্ধ বৃথা তারাই মরেছেন॥

একদল মানুষর মন ভাব মানুষ ধনী গরীব কেন হবে
কখনই খোদা করবেন না লক্ষ্য চেষ্টা তারা করতেই রবে
কারণ কর্ম্মফলে ধনী গরীব তারা, নিজেই হয়েছেন॥

মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ভাল মন্দ বিচার করা
তাই না বুঝে ইচ্ছাকৃত অন্যায় করে ধ্বংসে মরা
দেহ যখন ছাড়তেই হবে, জ্ঞানীরা পথ ধরে নিয়েছেন॥
১৫/৫/৭১

৪০৮
নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে ফাঁদ পাতছিল কে দাবী করে
বিচার ছেড়ে কর্ম্ম করে নিজের কর্ম দোষে নিজেই মরে॥
ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা তোর নাই কো প্রয়োজন
মেনে নিয়ে করিস কু-যোগকে সুযোগ সম্বোধন
জন্মগত অন্ধ খোঁড়া বিকলাঙ্গ এ কোন নিতী ধরে॥

ডাক্তারী বিজ্ঞান ও শেষে যুক্তিবিহীন চলে
যুক্তি ছেড়ে অন্ধজ্ঞানে চলছিস কোন সাহসের বলে
প্রকৃতিবাদীরাও অন্তিমে বলে দাও জ্যোতি মম তরে॥

নিজ ক্ষুদ্র চেতনায় ডুবে দেখ নির্ভুল মহাচেতনা কোথা
তোরই মাঝে ত্রি-চেতনা একাগ্রহচিত্তে মগ্ন হও এ হয় প্রথা
সব ভ্রম জ্ঞান তোর হতবুদ্ধি হবে মৃত্যুর জগতের চরে॥

এই শিক্ষা তোর নাই, দেহ ছাড়লেও অস্তীত্বের নাই ক্ষয়
তাই নির্বিচারে করছিস অন্যায় নাই কো তোর ভয়
মরণ হিচকি করছিস্ অন্যায় নাইক তোর ভয়
মরণ হিঁচকি উঠবে যখন পড়বি ফেরে সত্য যাবে সরে॥
১৬/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০৯
মানুষ ভ্রমের নেশায় জানে না ছিলাম, যাব কোথায়
দুর্গন্ধ অর্জনে ব্যস্ত দেখে সন্ধ্যা আসছে নেমে মাথায়॥

আসা যাওয়ার গন্তব্য স্থানে সৎ চালাকি জানে না সবে
বাহ্যিক ধার্মিকরা জানে মরলে মহা তেপান্তরে বিচার হবে
স্বর্গ নরকের ব্যস্ততা, নাইক প্রমাণ কোন প্রেমের ব্যথায়॥

চেতনা স্বীকার, আত্মা অস্বীকার মহা আত্মাতো দুরের কথা
জগৎ জানত যদি নিজ চেতনার মাঝে মহাচেতনা আছে গাঁথা
উভয় চেতনায় উভয় আত্মায় নিঃশব্দে কথা এই দেহে হয় হেথায়॥

হায় সুক্ষ্ম জগতের পিপাসুক সন্ধানী তোরা হতিস্ যদি
অনাবিল শান্তি সুক্ষ্ম জ্যোতির জ্ঞানে মনে পেতিস্ নিরবধি
দেহ যেমন সুক্ষ্ম স্থুল নিয়ে দুভাগে, একাকার হত হেথা সেথায়॥

এই যুগে মানুষ যেমন স্থুল জগতে চরম উন্নতি করতে আছে
অপর ভাবে মহাইচ্ছা শক্তি মানব জ্ঞান হতে সরছে পাছে
জ্ঞান সাগরে প্রেম সাগরে ডুব দে হবে না সন্ধান সার্বজনীন প্রথায়॥
১৭/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪১২
আমি নিজের পরিচয় ভুলে যেয়ে ভুললাম শেষে তোমাকে
সজন মুরশিদ দয়া করে দাও সেই শিক্ষা দিক্ষা আমাকে॥

তুমি ছাড়া নাই সে পথ নিজকে এবং তাঁকে পাওয়া
সাধারণ মানুষের বৃথায় কাটে মানব জীবনের হাওয়া
কবুল করে নিও ক্ষুদ্র স্মরণ আমার ভালবাসাকে॥

শরীর ও জীব আত্মা তোমার শেষ সৃষ্টি ও শেষ প্রকাশ
আমার সনে মহান আল্লার একত্রে এই দেহেতেই বাস
পূর্ণ কর তোমায় চেনা জানা দেখা পাওয়া (মম) মুখ্য আশাকে॥

যাকেই স্থলাভিষিক্ত বললে আবার তাকেই বললে দাস
কর্ম্মের প্রতিফলে আমরা হতে আছি সর্বদা সর্বনাশ
জীবন ধন্য মনে করব আমি হৃদয়ে তোমার আসাকে॥

তোমার প্রেম করুনা ও তোমায় পাওয়ার দাস করে রাখ মোরে
আমি যেন সারা জীবন এই পথেতে থাকি শুধু তোমার তরে
সাফল্য মন্ডিত কর তুমি আমার তোমায় পাওয়া প্রেমের নেশাকে॥
২০/৫/৭১

৪১৩
বল কবে জানা হবে মোর সব অজানা
চেয়ে আছি তব দিকে মন মানে না॥

দোলা যদি লাগত মম মনেতে তোমার
জ্ঞানে জ্ঞান পেত আজি জ্ঞান যে আমার
আমি পিপাসুক তুমি পানি প্রাণ বাঁচে না॥

আমি অন্ধকার তুমি মহাজ্যোতি
তোমা বিহনে মোর নাই কোন গতি
মন যেরূপ চায় ভাগ্যে কেন আসে না॥

তুমি অসীম স্বয়ং সদা প্রজ্বলিত
কবে হব আমি প্রেমেতে প্রতিফলিত
নিঝুম নিশীথে দেখা হবে কবে জানি না॥

বুকে যেন চাপা ব্যাথা বোধ হয় কার তরে
মুখে তা হয় না প্রকাশ মন শুধু কেঁদে মরে
জানা দেখা হোক মোর যা সবে বোঝে না॥
২১/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪১৭
আল্লা, আদম, শয়তান এক বাগানে একই বৃক্ষে রয়
তাই না জেনে বাহিরাঙ্গের ধার্মিকরা কতই কথা কয়॥

আল্লার রসুল আজ্ঞদের আয়ত্বে নিতে অনেক কিছু বলে
অজ্ঞরা বলার কারণ ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক কথায় টলে
আদ্ধাত্মিক অন্তদৃষ্টি পেলে তখন বোঝা যায় অতিশয়॥

এক ঘটেতে এক বটেতে কোটি তারার মাঝে রয় চাঁদ
আবার দিন দুপুরে এক ঘরেতে ডাকাত পেতে আছে ফাঁদ
মুরশিদ মম সহায় হও যেন মোর মাঝে সত্যের হাওয়া বয়॥

চলতি জাঁতা দেখে পরান আমার উঠল ভয়ে নেচে
রয় খুঁটি জড়ায়ে যে সব দানা সম্পূর্ণ যাচ্ছে তারা বেঁচে
মুনশিদ ভবের খেলা দেখে আমার লাগছে বড় ভয়॥

মুরশিদ বাক্স রইল ঘরে আমার চাবি তোমার কাছে
কৃপা দয়ায় দাও খুলে দাও আমি রয়ে না যাই পাছে
মুরশিদ তুমি আমর হলে হবে সর্বত্র আমার জয়॥
২৮/৫/৭১

৪২৮
মুরশিদ শিক্ষায় চিনলাম শ্যাবে আমার আমিকে
তোমার রূপে তাঁর দিদার চরণে ঠিক রাইখ আমাকে॥

ধর্ম্মের আভিজাত্য টাঁইকা ফেইলাছে আসল সত্য
অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসে শরীয়ত যেমন রুগীর পথ্য
যেমন বায়তুল্ল কই অন্ধমোরা খলিলের সাধন বাসাকে॥

দাস হয়ে কিঞ্চিত প্রভুর স্মরণ এইত তোদের মুখ্য হয়
থাক দোজখ সইয়া আর ভ্যাস্ত হাওয়া কেমনে রয়
মুখ্য কইরাছি তাঁর সহিত আমি প্রেমের সম্বন্ধকে॥

স্থূল জগতে আদমকে আল্লা খলিফা কইল ক্যানে
সিন্ধু বিন্দুর পূর্ণ হাকীকত তাই কি সকলে জানে
আমার সোনা মুরশিদ ধরাইয়া দিল খেজেরের পথকে॥

দোহাই লাগে তোমার সব প্রয়োজনের পূর্ণ পথে রাইখ
ইচ্ছাকৃত ভুলে ভুলে আমার কিছুই না হয় দেইখ
আমায় প্রেমের পাগল কইরা রাখ আর পাওয়ার নেশাকে॥
৪/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৩০
ইয়া হক ইয়াহু শান জাল্লে জালালহু
মহাবিশ্ব মানুষের ইচ্ছার অন্তরভুক্ত রয়েছে।
ইচ্ছা শক্তির বাহ্যিক চেতনায় নিতে সক্ষম হয়েছে
তা বসত তার হাওয়া তোমার মাঝে রয়েছে
খোদা তিনি আমি আমিত্ব সবই তা করেছে
ইয়া হক ইয়াহু শান জাল্লে জালালহু॥

দর্শন প্রশ্নে আদম রূপ, নির্দ্ধারিত নাই তাঁর
প্রিয় হওয়া ও পাওয়া প্রেম ত্যাগ সাধনাই সার
বেরেয়া ইবাদত বন্দেগীতে হওয়া যায় পার
তার শক্তি জ্ঞানে মনে নেওয়া এ গুপ্ত শিক্ষা আর
ইয়া হক ইয়াহু শান জাল্লে জালালহু॥

নায়েবে খেজের মুরশিদ আমার পূর্ণ সদয় হও
সুক্ষেতে তুমি তিনি আমার জন্য একই হয়ে রও
জ্ঞান রুহ্ বলে দেহকে আরও কিছুদিন সও
আমার মাওলা মম মুরশিদ জ্ঞানে মনে পূর্ণ কও
ইয়া হক ইয়াহু শান জাল্লে জালালহু॥
৬/৭/৭১

৪৩১
তোমার নির্দ্ধারিত রূপ নাই বলে নির্দ্ধারিত রূপে খেলা
ভাবে সার্ব্বজনীন অরূপ রূপে নামের পরে জীব বেলা॥

বিশ্বে নির্দ্ধারিত রূপে তাঁর পূর্ণ শক্তির বিকাশ
ভালমন্দ কর্ম্মফলের প্রতিদানের স্বরূপ প্রকাশ
যে ইচ্ছাকৃত ভুলে রত একদিন চতুর্দিকে নিরাশ
আসলে সে দিন যেতে সব ছেড়ে সব আবাস
নে এখন দিক্ষা গুরুর শিক্ষা করিসনে তুই হেলা॥

সর্ব্বভুতে মহাশক্তির পরিচয় বিকাশ নাই মানুষ বাদে
দিক্ষা গুরু তোমার পায়ে ধরি হৃদয় তোমার জন্য কাঁদে
আসা যাওয়ার নাই ঠিকানা সংসার শুধু মিথ্যার চেলা॥

পরম গুরু চরম দয়াল মিথ্যার ফাঁদ হতে রক্ষা কর
পবিত্র সুক্ষের হাত বাড়ায়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে মোরে ধর
মোরে সংসার রেখে দুরে রেখ হতে সংসার মেলা॥
১১/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৩২
নায়েবে খেজের মুরশিদ আমার নুরুন য়ালা নুর
খিজরী শারাব দিলে মুরশিদ মস্তিতে রবে চুর॥

ইউমেনুনা বেলগায়েবে আরম্ভ শেষ থাকে যারা
বোঝা দেখা পাওয়ার নাই বালাই নামের পরে তারা
দোজখ বেহেস্ত কোথায়? শুধুই গেলেমান কসুর হুর॥

মুসা রব্বে আরনি চিৎকার ধ্বনি পাহাড় তলিতে করে
ইল্‌মে খেজের না থাকায় আল্লা লান্ তারানী বুলি ধরে
এল বৃক্ষ হতে বাণী ও জ্যোতির বিকাশ হল মুসা বেহুস হাঁসে তুর॥

আরবি পারসির বিদ্যাসাগর হয়েও রুমি অন্ধ ছিল
কর্ম্মফলে ভাগ্যচক্রে তবরেজের দিশা শিক্ষা পেল
তখন রুমি ধন্য হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জ্ঞানী হল
তবরেযের দাসত্যে রুমি আল্লার দিদার কুরবিয়াতে রল
পায়ে ধরি ওয়ারেসে খেজের মুরশিদ মাওলা রেখ না দুর॥
১৩/৭/৭১

৪৩৫
আশ্‌রাফুল মখ্‌লুক আদম রয় যে কারণে
বেহেস্ত হতে বিতাড়িত না শুনে হল বারণে॥

যমিন আসমান যাহা কিছু রবে তাবেদার
যদি আদম ইন্সান হও ও ওয়ারেশ অধিকার
যদি সব কর্তব্যের মাঝে থাক তাঁর প্রেম স্মরণে॥

আল্লার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আদম হল হীন
কর্ম্মে সিদরাতুল মুনতাহা ছেড়ে তাহ্‌তুসবা ক্ষীণ
এখন পেতে পারিস পন যদি থাকিস মুরশিদ চরণে॥

আল্লার রূপে তোর রূপ কে তুই এখন বুঝলি না
তাই মিথ্যা ও দাস প্রভু, এ ছাড়া তোর কিছু হল না
কোরআন বাণী আদম মুখে শুধু সত্য প্রেম সাধনে॥

ধর্ম্মের প্রচার দুই ভাবেতে আছে নির্দ্ধারিত করা
অমুসলমানকে মুসলমান ও মুসলমানকে মুসলমান করা
খেজের শিক্ষায় মুরশিদ রেখ আমায় জীবন মরণে॥
১৭/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৩৭
আরশ্ থুয়ে তুরে কথা মুসা কেমনে কয়
বোঝা দেখা নাইক বইলে এমনি রয়॥

জানলে নিজকে প্রভুকে জানা ঠিক হবে
তা না হলে নামের পরে সারাজীবন অন্ধ রবে
রয় অন্ধ বিশ্বাসের পরে তাতে আবার কত কয়॥

বোখারী প্রমাণ আসহাব এক হুজুরকে কতে রইল
ধর্ম কি? শুইনা হুজুর উত্তরে সৎ স্বভাব কইল
আল্লা কয় পড়লে নামাজ ফাহাস ও মনুকার
হইতে বাঁচবা কইয়া দিলাম তোরে পরিষ্কার
বেহেস্ত ও দেখা পাইবা পূর্ণ বিশ্বাসী ও সৎকাজ ছাড়া নয়॥

মুসার বুজর্গি খেজেরের নিকট রসাতলে গেল
তিনটি ঘটনার পরে খেজের মুসারে তাড়ায়ে দিল
নায়েবে খেজের মুরশিদের জ্ঞানে মনে আল্লার হাওয়া বয়॥
২০/৭/৭১

৪৪২
তুমি কে? কে তিনি? আমিই বা কি হলাম
ছিলে কি? ছিল কি? আমিই বা কি ছিলাম॥

সুক্ষ্ম স্থূলে বাহ্যিক চেতনায় যাওয়া না হলে
কিছুই মীমাংসা হবে না এই ভাবেতে রলে
কি অর্জনেতে কর্ম্মফলে আমরা কি পেলাম॥

আসা যাওয়ার মুখ্য কারণ জানার প্রয়োজন
কারে মুখ্য করতে যেয়ে আমরা কোথা অচেতন
কোন শিক্ষার কোন ফলে কি ক্রয় করে নিলাম॥

এই হতে গ্রহান্তরে আমরা আজ যেতে চলেছি
কিন্তু দেহের মাঝে আত্মা তাকে কি মোরা ধরেছি
বলে সময় স্থান বিহনে আলোর গতির বেশী দিলাম॥
২৭/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪৩
প্রাণ পাখির শুন্যে ভ্রমন সুক্ষ্ম দেহ দ্বারা
সঠিক খবর আসে নিয়ে সঠিক প্রেমিক যারা॥

এই রহস্য বোঝেন যারা আদ্ধাত্মিক তত্ত্ববিধ
সাধারণ বাহ্যিক ধর্ম পালন করে আর শুধুই নিদ
দিক্ষা গুরুর শিক্ষায় লাগে হৃদ কাঁচেতে পারা॥

আসা প্রকৃতির ধম মতে না ইচ্ছায় তাঁর সন্ধান কর
নতুবা উভয় ভাবে অন্ধ রবি তোর সবই হবে পর
অজ্ঞ জ্ঞান অঙ্কের বৃথায় জীবন আর সর্ব্বক্ষেত্র হারা॥

তার সন্ধান মনুষ্যত্ব অর্জন আর সত্য নিয়ে চলা
আর তাঁকে পাওয়ার তরে সাধক হয়ে প্রেমের সুরে বলা
এই ভাগ্যের ভাগ্যবান যারা ঠিক তার হচ্ছে তারা॥
২৮/৭/৭১

৪৪৬
তব মম তত্ত্ব জেনে বুঝলাম খোদা তুমি আমার
যেমন কাতরা দরিয়া একজাত
তেমন সিন্ধু বিন্দু না তফাৎ
পানি হতে বুদ বুদ ওঠে পরে মেশে
উৎপত্তি নিষ্পত্তি পরে এক শেষে
তব মম তত্ত্ব.....তুমি আমার॥
মাহমুদ হতে চাও যদি আগে আইয়াজ হবে
মুরশিদ তখন দয়া করে তোমারই রবে
সঠিক জীবন পেলে জীবনের স্বাদ তবে
আনাল্ হক কুম্বে এযূনে এখনই হবে
তব মম তত্ত্ব.....তুমি আমার॥
শেষ চাওয়াটি শোন মুরশিদ এখন
তুমি হয়ত দেবে ধরা উপযুক্ত হব যখন
যে ভাবে চাও কর মোরে হুকুম তখন
তুমি হলে সবই পাব সেদিন পাব কখন
তব মম তত্ত্ব.....তুমি আমার॥
৭/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪৯
নিজেকে বুঝতে হলে আহাদ আহম্মদ বোঝ আগে
দিন যে গেল ধর যেয়ে আছে মুরশিদের জগৎ বাগে॥

আহাদ আহম্মেদ মীমের যায়েফ জাত সেফাতে তফাৎ
নবরি হাকিকত্ জানলে দেখবে নবীর হয়নি ওফাত
সবের মুলে পথ চলতে হবে নিঃস্বার্থ অনুরাগে॥

পরিচালক বিহীন পরিচালনায় পদে পদে রয় ভুল
যদিও বিদ্যার বোঝা মাথায় থাকে পাবে না কুল
তাদের বেকায়দায় পেলে - দংশাবে ভিষন রীপু নাগে॥

ভীক্ষারূপে মূখ্য চাওয়া রহমানুর রহিম শোন তুমি
তব করুনা ও তোমায় পাওয়ার ফাঁকে না পড়ি আমি
আমার সারা জীবন এমন যেন মুখ্য শুধু তোমায় মাগে॥
১০/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম :

২৭০

প্রেমের সওদা ছাড়া আমি–নেকি অর্জনের দিকে নাই
ভালবাসাতে না হয় যদি–অপর ভাবে দরকার নাই॥

এমন সাক্ষাতে লাভ কি আছে–যা তিব্রতাতে রয় পরিপূর্ণ
মিলন রাতে দুঃখের প্রমান–আলিঙ্গনে ইহাতে কিছুই নাই॥

যদিও একচ্ছত্র সুন্দর তুমি–আর সাজ সজ্জাতে ভরপুর
মন কাড়া ভাব না হলে–এমন মিলনে আস্বাদ নাই॥

লোহা চুম্বকের টানাটানি- এমনি ভাব না হলে কি হয়
দেখেও দেখা হয়না তাই - তাই এ পাওয়াতে পাওয়া নাই॥

পাক মহব্বতের মাঝে বাধা–রিপু সকল আর সংসার হয়
এর মাঝেতেও পথ যে আছে–অপর ভাবে কিছু আস্বাদ নাই॥

ভালবাসাতে নাওনা টেনে–তা ছাড়া কি আর সম্ভব হয়
আমি তব আর তুমি হলেই–ইহা ছাড়া পূর্ণ শান্তি নাই॥
১.৩.৭১

২৭১

কি গুণ আছে শাম্মাতে–জিজ্ঞাসা কর পরওয়ানাকে
প্রেমেতে কি রাখা আছে–জেনে দেখ দিওয়ানাকে॥

জান ঠোঁটেতে যায় এসে–বিরহের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
জগত দেখে হাঁসে তারা–বলে বলব কি এই পাগলকে॥

হৃদয় তাঁকে ঠিক দেওয়া–হৃদয়েতে হৃদয় নেওয়া
আগুন যখন লাগে, হৃদয়–হার মানে পানি আগুন কে॥

প্রেমিক আর প্রেমিকার–মহান পবিত্র প্রেমের খেলা
স্বর্গ কিছু না ইহার মাঝে– বলব কি হার জগৎকে॥

হে আমার বিশ্ব গুরু–বল আমি কি আশেক হয়েছি
এ অভাগা তা না পেলে–বিচার দিনে মুখ দেখবে কে॥

প্রেম খেলাতে মিলন ম্রাণ–পরশমনি মিথ্যা হেথায়
আমি যে কে তিনি জানেন–এ বিশ্বে তা বুঝবে কে॥
১.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৭২
মুরশিদ রূপকে ধ্যান করা–ইহাও জেকরুল্লা
জেকের রাবতা ইহা হয়–ইহাও ওয়াজহুল্লা॥

ফকির দরবেশ আওলিয়া–এই জেকেরও করেন তারা
নবি রসুলদের সময় ও তাই–মায়ইয়োয়েতের কোরান পারা
আল্লার আশেকদের জন্য–ইহা রবে ফানাফিল্লা॥

দিদার যদি চাও তাঁও–তবে মুরশিদের চরণ কর সার
মনের চোখে দেখবে তখন–মুরশিদই সব করবেন পার
এই রূপেতে মিলবে তখন–সঠিক জাল্লাল্লা॥

তালেবুল মাওলারা শোন এখন–থাক এই পথে সারাজীবন
দিদার আল্লার ঠিকই হবে–দৃঢ় থাক তুমি জীবন মরণ
সুরা ফাতাহে দেখ সবে–মুরশিদই ইয়াদুল্লা॥

কামিল মুরশিদের বাণী শোন আর তাঁকেই আঁকড়ে ধর
খেজেরের শিক্ষা পাবি তখন–এইভাবে সাধন ভজন কর
তখন হৃদয়ে সদা রবে–শুধুই ইল্লাল্লা॥
৩.৩.৭১

২৭৪
না বিরহে আস্বাদ না মিলন সম্ভব–কি অবস্থায় মোরে রেখেছ
না ভুলতে পারি না পাওয়ার আশা–কি ভাগ্যে যে লিখেছ॥

হৃদয় হতে চেয়েওছিলাম–স্নেহ কিঞ্চিত দিয়েও ছিলে
প্রেমের ব্যাথার নাই স্বাদ–কি দিয়ে কি কেড়ে নিলে
এ তব দান না মম কর্ম্মফল–ব্যাথার ঘ্রাণ মম খুব মেখেছ॥

হয় প্রেমের নেশায় পাগল–পূর্ণ রাখ সদা তুমি হেথায়
না হয় মন হতে দাও সব মুছে–থাকি দীর্ঘশ্বাসে আর ব্যাথায়
না ডুবে গেলাম না পাড়ি দিলাম–তুমি মাঝ দরিয়ায় ফেলেছ॥

কি কাজে তোমার লাগে ভাল–সেইটুকু শুধু করায়ে নাও
নিজ শক্তিতে কি যায় পাওয়া–তাই তব ইচ্ছা যা তাই দাও
দয়াল দয়া যদি পূর্ণ কর তুমি–জ্ঞান মনকে বলুক পেয়েছ॥

পবিত্র প্রেম তব এমনই যে–স্বর্গ তুচ্ছ হয় নিকট তাহার
আর পরিত্র বিরহ এমনি যে–পলে পলে ঘ্রাণ প্রিয়তমার
সেই আশাতেও বেঁচে আছি আজও–কবে বলব আমি সব দিয়েছ॥
৫.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৭৫

তোমার আস্তানার কোন হল–আমার সাধনাগার
তোমার হুকুমের নেশা হল–আমার ঠিক পরপার॥

সদা ভোরে আযান ধ্বনি–যদিও আমার নাই
তবে সারা নিশি কেঁদে কাটে–যদি আমি তোরে পাই
ধ্যান যোগেতে কাটে রাত–বরযোখ রেখ মনে তার॥

গরীব ধনীর বিষয়বস্তু–ও লক্ষ্য মোর নাই
দয়ায় যা হয় রেখ তুমি–আমি তোমায় শুধু চাই
তোমার দুয়ারে চেয়ে আছি–হোক এতেই জীবন সার॥

দেশে দেশে ঘুরি আমি–শুধু সন্ধানেতে তোমার
আর মনেতে খুঁজি আমি–পাই যেন দিদার
প্রকৃতি সাক্ষ্য আছে–নাই কোন আশা আর॥

তোমার দেওয়ান হওয়া–নিকট বাদশাই কিছু না
তোমায় ভালবেসে স্মরণ–ইহা পরপারের খাজনা
তোমার ইচ্ছায় পাওয়া–সম্ভব হবে আমার॥

তব সাথে পাক মহব্বত–যাহার হয়ে যায়
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য–তিনি তখন পায়
যেন সূর্য্যের পরে আসন তার–জানো হবে তিনি কার॥
৬.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৭৭
সারা জীবনের চিন্তার দুঃখে–আমি ধন্য হয়ে গেলাম
যেন নূতন করে আবেহায়াত–নব জীবন আমি পেলাম॥

তন্ময় ও মগ্ন করে ছিল মোরে–তোমার যাতের রওশনি
তোমার প্রেম পবিত্র সারাবে–জ্ঞানের মাতাল আমি হলাম॥

আমার দৃষ্টি যখন পড়ল–প্রীয়তমার রূপ দর্পনে
ওয়াহ্ যাহেরো পাক কথা–মিলায়ে তখন আমি নিলাম॥

তোমার আস্তানার সেবা মোর–যেন পরশমনি অর্জন করা
এক দৃষ্টি হেন বললেন্–যা পার তোরে করে দিলাম॥

গায়ের চাম খুলে দিলাম দিলেও–হক আদায় কিছুই হবে না
করল মোরে আত্মার ধ্বনি–তাই তব চরণে লাখো সালাম॥

আমার সব ভার তোমায় দিয়ে–হল এ সুদিন দান মোর প্রতি
ম্যায় ইয়োতেয়ের রাসুলা–বুঝে নাও পাক কালাম॥
৭.৩.৭১

২৭৮
কি ধরনের মুসলিম আমি–বুঝবে না সাধারণ দলে
এমন সত্য শিক্ষা এ যে–বুঝছি আমি পলে পলে॥

পরীক্ষা যদি করতে চাও–সাকিকে মম জিজ্ঞাসা কর
খেযেরের শারাব খেলে পরে–তখন মানুষ এমনই বলে॥

কামিল পির হতে আদ্ধাত্মিক–বিদ্যা আয়ত্ত করে লক্ষ্য কর
যদি ঠিক মানুষ হতে চাও–হবে দায়মুস্ সালাত আদায় হলে॥

তাঁকে দেখা তাঁকে পাওয়ার–যদি পিপাসা কারো থাকে সত্য
মারফত ও তসৌউফ পেলে–তখন জ্ঞান মন সত্য নিয়ে চলে॥

হে দয়াল খোদা শোন কথা–দয়ায় হও জীবনের মুখ্য তুমি
সেই সাধনা করায়ে নিও–পাই যেন তোরে কর্ম্মফলে॥
৮.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৭৯

একবার বল তুমি আমার–আমি খুশিতে লুটাবো
কিছু না কিছু তব তোমার সন্ধানে–আছি দিন রাতে
পাইনা খুঁজে সারা হলাম–বল আছি তব সাথে
পূর্ণ প্রেম হৃদয় যদিও–মোটেই আমার নাই
তথাপিও এ অন্তর কাঁদে–শুধু ক্যামনে আমি পাই
একবার বল তুমি আমার–আমি খুশিতে লুটাবো॥

মানলাম দেখার উপযুক্ত–এখন আমি নই
কিন্তু তুমি ছাড়া হৃদয়ে–কামনা মোর কই
তুমি বল তোমায় ছেড়ে–কোথায় যাব আমি
করুনায় হৃদয়ে এসে বস–হে মোর অন্তর্যামী
এবার বল তুমি আমার–আমি খুশিতে লুটাবো॥

তোমার প্রেম পাগলের প্রার্থণা–শোন একটু তুমি
প্রেম আগুনে হৃদয় পোড়া–অনাথ অধম আমি
অদ্ধমৃত্যু দিওয়ানারে–তুমি একটু দয়া কর
অথর্ব প্রেমিকের ফরিয়াদ–দেখা দিয়ে হাত ধর
একবার বল তুমি আমার–আমি খুশিতে লুটাবো॥

তোমায় পেয়েও ক্যামনে পাব–দয়ায় তুমি বল
বুঝেও অবুঝ আমি–সাথে থেকেও সঙ্গে চল
ঠোঁটে জীবন এল আমার দয়াল–তুমি পূর্ণ হয়ে যাও
একবার বল তুমি আমার–আমি খুশিতে লুটাবো॥
৯.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৮০
তোমায় পাওয়ার পথে তুমি-খুশি কোন কাজেতে রবে
করায়ে নিও সেই কাজ প্রভু-যে কটি দিন রেখেছ ভবে॥

আদ্ধাত্মিক শিক্ষ্যা অল্প কিছু-শিখায়ে মুরশিদ দিয়ে
প্রেমের পাগল আর আত্মভোলা-করলে হৃদয় কেড়ে নিয়ে
দেখি জীবন মরণ চেষ্টা করে-তা হলে হয়ত দয়া হবে॥

জানা অজানা সব ভুলগুলি-দয়াল সোনা এবার ক্ষমা কর
জ্ঞান মনেতে বাধা দেয় সব-মোর মাঝে তাদের গলা চেপে ধর
এই করুনা হলেই বোধ হয়-তখন আমার হবে তুমি তবে॥

জ্ঞান মন রূপের সুক্ষ্ম জ্যোতি-তোমার পবিত্র কিঞ্চিত পেয়ে
মনের দৃষ্টি ও স্থুল চোখ-সদা আছে তোমার দিকে চেয়ে
পবিত্র মহান দয়াল বল-সেদিন আসবে আমার কবে॥

সুক্ষ্ম্য ধনের ধনী যে জন-ত্যাগ ও প্রেম সাধনায় হয়
স্থুল ধন তাহার নিকট-কখন কি মুখ্য ভাল তা রয়
অরূপ তুমি মুরশিদ রূপে-দেখা দিলে মন প্রাণ পাবে সবে॥
১০.৩.৭১

449607

২৮২
হে মধুর ব্যাথা দেওয়া জালিম-মন প্রাণ কেড়ে নিল
তাঁর গুণ ও রূপের বলব কি-জ্ঞানের পাগল করে দিল॥

এ জ্ঞান মন কিছু দেখে শুনে-কোন দিকেই যেতে চায় না
এমন মহান এমন সুন্দর-বিশ্ব ভুবনে আর হয় না
হে পাক অভিমানের গর্বিত-এ অধমের মনে কিছু ছিল॥

মনের কথা শুনাব কাকে-হয়ত এ নাপাক ভরসা পায় না
ব্যতিরেকে জ্ঞান মন-এ ভাবে মুখ্য কিছু চায় না
সূক্ষ্ম স্থুল এক করে দাও-এই ভাবেতে দেবে বল॥
আসা যাওয়ার এই ভবেতে-মোর তুমি ছাড়া কেউ আছে
তিরস্কার পুরস্কার খেলাতে-লক্ষ্য নাই মোর যে তব কাছে
উপযুক্ত অনুপযুক্ত যা হই-লক্ষি ধরা দিয়েই চল॥
১১.৩.৭১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

২৮৩
প্রেমেতে পরীক্ষার ঝড়-মাঝে মাঝে দেখা যায়
দুর্বল প্রেমিক পথ হতে-তখন সরে যেতে চায়॥

সিংহ বিক্রম তিনি-প্রেম জীবন ব্যাপি রাখে
তাই প্রিয়তমার ম্রাণ-বিরহেতে সদা তিনি মাখে
সেই প্রেমিক একদিন-পবিত্র মধুর মিলন পায়॥

মরার আগে প্রেমে মরা-আসলে সঠিক জীবন পাওয়া
সত্য প্রেমের প্রমাণ এই-সবের জন্য হয় না যাওয়া
জ্ঞানে মনে পেলে জ্যোতি-শষত দুঃখেও এই পথে ধায়॥

পাক মহব্বত তাঁর সনে-সবের ভাগ্যে আসে না
রিপু জড়িত প্রেমের মত-মিথ্যার সাগরে ভাঁসে না
মুরশিদ রূপে তাঁর জ্যোতিতে-সত্যের মিলন হাওয়া খায়॥
১২.৩.৭১

২৮৫
তোমার জন্য বুঝি আমি-সংসার ত্যাগী হয়ে গেলাম
যুগ যুগ আছাড় খেয়ে-এখন তোমায় কইবা পেলাম॥

স্থুল আগুন ও প্রেম আগুন-আকাশ পাতাল পৃথক রয়
যাহার হৃদয়ে লাগে আগুন-তাহার মুখেই শুনতে হয়
মন কেঁদে হেসে বলে তখন-কি দিয়ে আমি কি নিলাম॥

পথ হারা পথিক যেমন-বেড়ায় কেঁদে পথের খোঁজে
বিরহ পালার সময় তেমন-যাহার ব্যাথা সেই তা বোঝে
তোমায় পাবার তরে আমি-সবই তোমায় সঁপে দিলাম॥

কি করব আজ কোথায় যাব-কোন সাধনায় তোমায় পাব
এ অধমের আছে কি আর-কোন ত্যাগে আর কি যে দিব
দয়ায় পথে মোরে নিয়ে-এখনো আমি কাঁদতে রইলাম॥
১৩.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৮৬
পিরীতির রীতি না জানিয়া–পবিত্র প্রেম খেলা কি পারা যায়
প্রেমেতে উৎসর্গ সব করিলে–হৃদয় তখন তাঁর পরশ ঠিক পায়॥

প্রেমের পথে অটল থেকে–দুর্নাম অপমানের আঘাত খেয়ে
মুরশিদ রূপে দেখবি তাঁরে–চাতক পাখীর ন্যায় থাক চেয়ে
তখন দয়ায় তারে জ্ঞান মন–পূর্ণ মিলনের হাওয়া খায়॥

বিরহ আগুনে দেহ মন জ্বালায়ে–প্রেম ভিখারী হয়ে মনে প্রেম আনায়ে
কামনা বাসনাকে না দিয়ে আশ্রয়–রিপুগনকে নিজ দাস করায়ে
সেই ভাগ্যবানকে তিনি তখন হেঁসে–অনাবিল ভালবাসতে চায়॥

মেহদী পিষলে যেমন রক্ত বর্ণ হয়–সাধন ভজনে মনে সুর্য্য উদয় হয়
প্রেম স্মরণ ত্যাগ হলে ঠিক–তখন দিবেন তিনি নিজ পরিচয়
তাই পথের পথিকরা কখন–থাকে না ভয়ে আর স্বর্গের আশায়॥
১৩.৩.৭১

২৮৯
তিরস্কার পুরস্কার নেশায়–প্রভু মোরে রেখ না
হে প্রভু মোরে রেখ না
রাখেন দয়ায় যে ভাবেতে–তাঁরে ছাড়া চেও না
ঐ পথ মন চেও না॥

তোমায় ভালবাসব আমি–জ্ঞান মন শুধু চায়
সোনা কথা রাখ দয়া কর–অধম যেন তোরে পায়
আলেয়ার মত দেখা দিয়ে–গেলাম পাগল হয়ে
দেখ অন্য পথে নিও না॥

যুগ যুগ এই পথেতে–অন্যতে বল না যেতে
পাই না পাই রেখ পথে–থাকব না পৃথক মতে
আমার সোনা মম দয়াল–জাগবে কবে কপাল
চরণ ছাড়ায়ে দিও না॥

ব্যাথার কথা বলব কারে–বলতাম পেলে আমি তাঁরে
তুমি হল আমার সারে–কেঁদে খোঁজে এ মন যারে
জগৎ মোরে দেখে হাসে–ধর্ম্ম ছেড়ে পড়ছে ফাঁসে
মন অন্য কারো হয়ো না॥
১৫.৩.৭১

২৯১
দেহের কর্ম্মফলে ভ্রমের ধূলা–দয়াল দয়ায় পথে নিও
প্রেম স্মরণ মনে দিয়ে মোরে–কর্ম্মেতে আমার ধুয়ে দিও॥

সংসার মায়ার মাঝে থেকে–যখন হৃদয়ে উকি দিলে
পৃথক রেখনা প্রেমের প্রভু–প্রথম যখন মম তুমি ছিলে
এখন তোমায় ছেড়ে কোথা যাব–তুমি মধুর সব দিও॥

আমার আমি তুমিই আমি–যখন ফেলেছি ধরে আমি
সব কর্ত্তব্যে চলুক মোর–হও তুমি সকল স্বামী
পূর্ণ তুমি না থেকে মনে–মিথ্যা উঁকি মারে কেও॥

আর ভাল লাগে না সব–সংসার আছেই পিছু পিছু
করুনায় নাও ডেকে মোরে-তব প্রেম ভিখারী আমি কিছু
কেঁদে খুঁজি জ্ঞানে মনে–এ কাঙ্গাল মনে তুমি যে ও॥

ধরা না দিলে ধরা পাবে কে–মনে না দিলে প্রেম ওঠে ঢেউ
তুমি পূর্ণ দয়া করলে যারে–না করলে দয়া পায় কি কেউ
কেঁদে চেতনায় চিৎকার মম–একটু প্রেম পাগলের দিকে চেও॥
১৬.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৯২

মনে কিঞ্চিত দেখে–প্রেমের ঘ্রাণ মেখে
[ওগো] আর এলে না
এমন দশা হবে–থেকে চুপ রবে
[আর (ওগো)] দেখা দিলে না॥

যাবার কথা বল না–দেখা কেন হবে না
পায় ধরি শোন না–নিদয় তুমি রবে না
মনে কিঞ্চিত দেখে–প্রেমের ঘ্রাণ মেখে
[ওগো] আর এলে না॥

ধরা না দিলে ধরা–ধরা কভু যায় না
মনে না এলে তুমি–মন কভু পায় না
মনে কিঞ্চিত দেখে–প্রেমের ঘ্রাণ মেখে
[আর (ওগো)] দেখা দিলে না॥

কাছে থেকে কোথা গেলে–মন খুঁজে নাহি পেলে
তবে কেন মনে এলে–গোপন ছিলে বেশ ছিলে
কোথা আমি যাব–দেখা কোথা পাব
[আর ওগো] দেখা দিলে না ॥
১৭.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২৯৪
কাঙালেরে পথে লইয়া ক্যান–ভাসাও নয়ন জ্বলে
বাঁচি কেমনে তোরে ছাইরা–কোন ভরসার বলে॥

জানতাম আমি নির্দ্ধারিত স্মরণ করলে সারে
আর এই স্মরনই হইবে কড়ি যাইবার পরপারে
এখন দেখি পাইবার পথে থাকা - মহা মানবদের দলে॥

মুরশিদ মোরে শিক্ষা দিয়া পাগল কইরাছে
তাই এ জ্ঞানী পাগল মুখ্য করণীয় ধইরা ফেইলাছে
দয়াল শান্তি পাইতাম তোর সনে–স্বঠিক পিরীত হলে॥

স্বর্গ নরক পাপ পূন্য ইহাতে আমি নাই
তোরে চেনা তোরে পাওয়া এইত আমি চাই
দয়াল মন প্রাণ সবই দিলাম–মহান চরণ তলে॥

জ্ঞানে মনে পবিত্র জ্যোতি কিঞ্চিত যখন দিলা
তাই সব থাইকা পরাণ কাইরা তুমি নিলা
যাইতাম ভুইলা দুঃখ জ্বালা–তুমি এই অধমের রলে॥
১৮.৩.৭১

২৯৭
থাকি যেন সারাজীবন–তোমার দেখা পাওয়ায়
এই করুনা হয় যেন–রেখ এই পথে আমায়॥

আখিরোল গড়ায়ে অধর–মুক্তা যখন ঝরে
তোমার পাবার কতভাব–আসে মনের পরে
হৃদয় মম বারে বারে–কনে যে চায় তোমায়॥

ভাবি তব প্রেমে জীবন–মোর শেষ হয়ে যাক
এই অভাগা মন তোমাকে–যদিও পাক বা না পাক
মোরই মাঝে আছ বলে–হই অস্থির দিক্ষার শিক্ষায়॥

কেমন তুমি কেমন আমি–বুঝলাম না ঠিক হায়
যা দেখেছি যা বুঝেছি–মন পাগল হয়ে যায়
তোমার সৃষ্টি কৌশল দেখে–নয়ন ঝরে তব মহানতায়॥

হে আমার আসল শক্তি–দাও পূর্ণ প্রেম ভক্তি
কবে পাব যে মহামুক্তি–দয়াল গুরু দাও যুক্তি
সব সময় কাজের মাঝে–তব কথা জ্ঞানে মনে কে জানায়॥
২০.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৯৯
দিক্ষার শিক্ষা মুরশিদ দিয়া–মোরে পাগল কইরাছে
শুনতাম যদি একবার আমি –অধম তাহার হইয়াছে॥

সংসারেতে রাইখা মোরে–কি করলা মুরশিদ তুমি
জ্ঞানে মনে তোরই রূপে–পাইতাম তারে যদি আমি
এবার যদি টাইনা নিতা–কইতা অনেক সইয়াছে॥

নিজ চেতনা আপন হারা–মন কাঁচেতে দাও পারা
নিজ ক্ষমতায় হয় না সারা–পাইয়াছে যারা দয়ায় তারা
দয়াল মুরশিদ দয়া কর–জ্ঞান মনকে বলুক পাইয়াছে॥

পথের কাজ নাও করাইয়া–পিরীতের ঘ্রান দাও মাখাইয়া
আদ্ধাত্মিক দাও শিখাইয়া–সংসারে থাইকা যাই হইয়া
কইরা রাখ তোমার মোরে–কইবে কবে সবই লইয়াছে॥

হোক সব কাজ ইচ্ছায় তোমার–এই দয়া হোক প্রতি আমার
জাইনাছি এখন আমি কাহার–ছিলাম আগে আমি যাহার
নয়ন জুলে ভাসছি এখন–পরান আশায় কাহার রাইয়াছে॥
২২.৩.৭১

৩০০
হেথা পাঠানোর মুখ্য কারণ–ধরায়ে তুমি দিও
আর সেই কাজেতে রত রেখে–দয়ায় মম হোয়ো॥

তোমার ইচ্ছায় যে কাজ হয়–সেই কাজেতে রেখে
অঙ্গেতে অলঙ্কার হোক তব–ইচ্ছায় ঘ্রাণ মেখে
আমি যে টুকু করি প্রেম স্মরণ–গ্রহণ করে নিও॥

ভুল ভ্রান্তি চলার পথে–হতেই আছি জানি
চেতনায় সব ধরায়ে দাও–চলি নিয়ে তব বাণী
হোক পবিত্র প্রেম তব সাথে–হৃদয় তুমি চেয়ো॥

মোরে সবই দিয়ে রেখেছ–শুধু তুমি না হয়ে
আর কতকাল থাকব বল–এই ব্যাথাটা সয়ে
আমি যেন হতে আছি–এই কথাটি কয়ো॥

ক্ষুদ্র কণার শেষ প্রার্থণা- গ্রহণ তুমি কর
গুরু রূপে দয়ার হাত- বাড়িয়ে মোরে ধর
আমার বলতে সবই তুমি- মোরই হয়ে রয়ো॥

Dhaka University Institutional Repository

৩০২
দূর্বলের এই স্মরনটুকু দয়াল নিও গ্রহণ করে
পবিত্র প্রেম দিয়ে হৃদয়ে–দয়ায় হইও তুমি পরে॥

যে কটি দিন রেখেছ হেথায় মাথার মনি থেক মন ও মাথায়
তব প্রেম স্মরণ আশুক নেশায় যেন শান্তি পাই কাঁদায় হাসায়
অধম, কাঙাল জেনে তুমি বসত কর মনের ঘরে॥

মহা বৃক্ষ বৃহৎ অনেক ক্ষুদ্র ফল থাকে ক্ষনেক
দাও আনায়ে কথা সাবেক মৌসুমে ফল আসে বারেক
কর্মে থাকি জ্ঞানি পাগল আর আঁখি ঝরে তব তরে॥

যেন কর্ম্মেতে থাকি রত দয়ায় গড় চাও যত
ইচ্ছা করেছ সেই মত- বাধা আসুক না শত শত
মনে তব ইচ্ছার যোগ থাকে- প্রেম সাগরের চরে॥

অভয় দাও মালিক আমার–রেখ না মোরে অন্য কাহার
বাসা বেঁধে আছি আশায় রেখ ছিলাম আমি যাহার
প্রেমের পথে ঠিক মতে অধম অন্যতে না যায় সরে॥
২৫.৩.৭১

৩০৪
ক্ষুদ্র চেতনায় ভুল থাকে তাই মোরে রাখ তব ইচ্ছার পরে
আমি রণ সাজে রইলাম সেজে তুমি সহায় থাক মম ঘরে॥

আমায় নিয়ে চল সেই ভাবে- হবে জয় মোর যা তুমি চাবে
জয়, কৃপা করুনা হলেই হবে–আর তুমি মোর যখনই রবে
দাও জিতায়ে মোরে এইভাবে–আঁখি ঝরাই জয়ি যুদ্ধ করে॥

পায়ে ধরি এ সময় রেখ না দুরে- মম জয় থাক হৃদয় পুরে
আমি যুদ্ধ করি ঘুরে ঘুরে দয়াল সদয় থাক মম সুরে
এবার তুমি মম হও প্রভু এখন যেওনা প্রভু তুমি সরে॥

মার্জনা কর দোষ ত্রুটি সব–জ্ঞানে মনে আসুক তব রব
তোমার বলে আমি অসি ধরি–জিত যেন হয় আমি না মরি
দয়াল সদয় হও এখন তুমি- জয়ের পথে চল হাতটি ধরে॥
২৮.৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩১০
সত্যকে অবলম্বন করে আল্লাহকে আঁকড়ে যারা কর্ম্মে রত হয়
সর্ব কাজে নিশ্চই একদিন সেই মানুষদেরই হবে সত্যের জয়॥

চলার পথের সর্বক্রটি এবার ক্ষমা করে দাও
হোক সব কাজ তব ইচ্ছায় করায়ে মোদের নাও
তাহলে নিশ্চই আমরা জয়ী হব আর বাধা প্রদানকারী হবে ক্ষয়॥

করুনা কর মার্জনা কর আর গড়ে নাও মোরে
তব দয়ায় পূর্ণ হয়- হয় না অন্য ক্ষমতার জোরে
তাই মম মুরশিদ মম আল্লা কর্তব্য কাজে আসে না যেন ভয়॥

পাপি তাপিতে পরিপূর্ণ কর্ম্মফলে হলাম মোরা
এই ভাবেতে থাকি যদি বৃথা হবে মোদের ঘোরা
চরিত্র গঠন, স্বভাব ঠিক আর সত্য অর্জন নতুবা কখন নয়॥

সত্য ছেড়ে কর্ম্মফেলে চাও মোচন অভাব
পাপ কর্ম্ম গায়ের জোরে এইত সভাব
যদি উভয় জগতে শান্তি চাষ কর অর্পন সত্য সমুদয়॥
১.৪.৭১

৩১১
হে অসীম খোদা তোমার বিশ্বখেলা কে বুঝতে পারে
সেই তো ভাগ্যবান পথে তুমি রেখেছ ঠিক যারে॥

মুরশিদ মোরে দয়াকর রেখ পবিত্র চরণে
তাকে পাওয়ার জন্য থেক আমার স্মরণে
মহা অরুপকে রূপ সাধনা অরূপেতে করতে হবে তারে॥

দুঃখের দিনে এই কাঙালের তুমি একমাত্র হয়ো
মুরশিদ রূপে অভাগারে স্বান্তনা তুমি দিও
তা নাহলে এই অধম চরণ ধরে কেঁদে ডাকবে আর কারে॥

লক্ষ্মিমনি দয়ার আধার তোরে ছেড়ে কোথা যাব
কি করলে কোথায় গেলে কোথায় তারে পাব
আছে সাধন ভজনের দূর্বলতা কিন্তু তুমি না হলে কি মোর সারে॥

হতাশ হৃদয় প্রেম স্মরণে শুধু কেঁদে তোরে ডাকে
আমার মুরশিদ আমার খোদা আমার বলব কাকে
যতই করুক না কেউ সাধন ভজন তোমার দয়া না হলে হারে॥
২.৪.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩১৪
যখন এসে গেলাম দোরে–ঠেলে দিও না ফেলে মোরে
করি এই মিনতি তোরে
আমি থাকব না ভবের দাস–গলে তোমার প্রেমের ফাঁস
প্রেমে কাঁদি চিৎকার করে॥

আমি চেষ্টা শ্রমে রত–চালাও তব ইচ্ছার মত
আমি নিজে পারি কি তত
তোমার দয়ায় হয় যত–আমি কেঁদে বলছি কত
চেষ্টায় দয়া যদি হত
তুমি ছাড়া কেউ মোর নাই–তোরে ক্যামনে আমি পাই
কাঁদি তব চরণ ধরে॥

জানি ভুলতো আমার আছে–তোরে না পেলে কী প্রাণ বাঁচে
প্রভু এস মনের কাছে
মোরে না পেয়ে যেতে বল–মোর একি ভাব হল
সঙ্গে থেকে সঙ্গে চল
কি করি কোথায় যাই–মন মানুষকে কোথা পাই
না পেয়ে চোখ ওঠে ভরে॥
৪.৪.৭১

৩১৬
প্রেম স্মরণ ও সাধন ভজনের আমার যে টুকু পরিমান
তাতে তোমায় পাব তোমার হব হয় না আমার অনুমান॥

যতদিন রেখেছ হেথায় প্রেম ও করুনার পাত্র যেন হই
আমার বল ভরসা সব অন্য থাকে না যেন বই
আমার মরণ বাঁচন মুরশিদ তুমি হে দয়াল হে রহমান॥

জন্ম পিতা সন্তানকে যেরূপ আঙ্গুল ধরে নিয়ে বেড়ায়
দিক্ষা পিতা মুরশিদ আমার ধ্বংস হব তব চরন ছাড়ায়
দয়া করুনার পাত্র করে এই ভবেতে রেখ হে দয়াল মেহেরবান॥

জ্ঞানে মনের ধনী বানায়ে রেখ তোমার পাগল করে
এই ভাবেতে রেখ দয়াল আমায় সারাজীবন ধরে
পলে পলে দেখা প্রভু মম থাকে আর উভয় জগৎ এক সমান॥
৪.৪.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩১৭
যখন সব কাজ সত্য আর হবে ভালবাসাতে
আর প্রেমের পাগল পূর্ণ তব থাকি আশাতে॥
এই ভাবটি পেল যিনি ধন্য জীবন তার হল
পূর্ণ নিজ চেষ্টা ও তার দয়া না হলে কি হয় বল
সংসার মাঝে থেকেও আমি–থাকি যেন তব নেশাতে॥
যে দেশে সর্ব্ব কাজ সত্য আর ভদ্রতাতে হয়
সেই দেশই ভূ-স্বর্গ জ্ঞানীদের বাণীতে রয়
প্রভু আমায় রেখ এই-ভাবেতে আর থেক মন বাসাতে॥
যে কাজেতে আসলে নিয়ে দয়ায় ঠিক করে রেখ তুমি
মুখ্য গৌণ আমারই জন্য যেন ভুল না হয় স্বামী
হোক সব কাজ মমতব ইচ্ছায় থাকে স্বাদ কাঁদা হাসাতে॥
ইচ্ছাকৃত ভুলের মাশুল তোরে দিতেই হবে
ভুলে ভুল মাফ যখন অনুতাপ ও মার্জনাতে রবে
দয়াল প্রভু দয়াকর অধম অনাথের দুর্ব্বল দশাতে॥
৬.৪.৭১

৩৩২
মোর শুন্য হৃদয় হাহাকার- করে তোমা বিহনে
এ অধমেরে দয়া করে- থেকে সদা নয়নে॥
ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর- তুমি অবোধ জনে
যাই করি যেথা থাকি- মোর মুখ্য তুমি মনে
আলেয়ার মত যেন পাই দেখা ধ্যান স্বপনে॥
শ্বেত কবরী হল আমার আর করনা দেরি
লক্ষ্মি সোনা অধর চাঁদ তোমার পায়ে ধরি
জ্ঞান ধ্যানে এস তুমি সবার মাঝে গোপনে॥
জ্ঞানে পাওয়া কিরূপ যেন পত্র পাওয়া তোমার
আর ধ্যানে পাওযা যেমন স্বপ্ন দেখা আমার
এবং মনে পাওয়া কেমন যেন স্বয়ং দেখা চরণে॥
(মোর) না হয়ে রেখেছে তুমি করুণার ছায়াতলে
এই ব্যথাটি হৃদে মোর জাগছে পলে পলে
আমি সর্বভাবে পাই যেন প্রভু পুর্বে মরণে॥
১০/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩৩
কেন এলাম আমি কে আবার কোথা যায়
এই বিচারের বিজ্ঞ কে সঠিক জ্ঞানী বলা যায়॥
দেহের মধ্যে কয় জনের বাস এটাও জানতে হবে
ধর্ম পুস্তক মিলায়ে নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে রবে
সঠিক গুরুর শিক্ষা ছাড়া কেউ কি এসব পায়॥
মহাবিশ্ব সৃষ্টি তাঁর আর শক্তির বিকাশ
শিক্ষা নিয়ে নিজের মধ্যে ডুবলে পাবি প্রকাশ
মানব বৃক্ষকে প্রকৃতি ডাকে আয় আয় আয়॥
কোরান আরম্ভ আলিফ, লাম, মিম তিন অক্ষর হতে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এক ব্রহ্ম আছে হিন্দু মতে
বৈজ্ঞানিকদেরও ত্রিশক্তির উপর আরম্ভ মূল তায়॥
কোরানেতে তিনি একবচন ও বহুবচনে রয়
সর্ব ধর্ম্মে বহিরাঙ্গে পৃথক পৃথক অন্তরাঙ্গে নয়
গুরু শিক্ষায় জেনে দেখে শান্তির হাওয়া খায়।
১১/৪/৭১

৩৩৪
নিশি ভোর হল জাগিয়া
ঝরে আঁখিরোল পথ পানে চাহিয়া॥
জীবনের সন্ধ্যা বুঝি এসে যায়
এ মন থাকে অবিরল তবুও আশায়
প্রতিক্ষায় নিশিদিন যায় কাটিয়া॥
তুমি ছাড়া এ মনে নেই কোন কামনা
মুখ্য তুমি মম, অন্য নাই বাসনা
তবুও কি রবে দূরে হৃদ গেল ফাটিয়া॥
কেন মনে এসে আবার গেলে সরে
ধরা দাও ওগো খুঁজব কত যুগ ধরে
শান্তি পেতাম দেখা যদি দিতে আসিয়া॥
১২/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩৫
পরান বন্ধু আমার - প্রেমের পাগল তোমার
কাঁদে তোমার লাগিয়া
তোমার আসার কথা - জাগল হৃদের ব্যাথা
মনে থাকে সাজিয়া॥
সেদিন আমার আসল না- ভাগ্য জেগেও কেন জাগল না
রয়ে গেল মনের বেদনা
আমার সোনা ধরে তোল- সোনা মুখে একটু বল
মন বুঝি আর ত মানে না
কি দোষেতে এমন হলো- মুখের পরদা এখন ফেল
দিন কাটছে কাঁদিয়া॥
ধরা যদি নাহি দিবে–কেন স্মরণ মনে তবে
দয়া কর আর ত পারি না
আমার বলতে সব তুমি- তখন কেন পাইনা আমি
কেন দেরী কিছুই জানিনা।
দয়ায় ধরা মোরে দিয়া- আপন করে মোরে নিয়া
নইলে থাকা বৃথা বাঁচিয়া॥
১৩/৪/৭১

৩৩৬
মন নদীতে প্রেমের বান যদি একবার এসে যায়
ঘরে থেকে লুকাবে কোথায় তখন হৃদয় ধরা পায়।
সর্ব্ব ধর্ম্মের সারাংশ প্রেমের ধর্ম্ম রয়
তাঁকে পাওয়ার পবিত্র প্রেম যদি মোর হয়
তুলনায় স্বর্গ কামনা প্রার্থী তারা বৃথা তাহা চায়॥
গুরু মোরে দয়া করে সেই পূর্ণ প্রেম দিলে
তোমার রূপে তাঁকে পেতাম যদি এই মিলে
পবিত্র প্রেম এমনই যে সদা শ্বাস-প্রশ্বাসেতে ধায়॥
প্রেমর বহির্বিকাশ চাইনা অন্তর জুড়ে থাকে
অরূপেতে পায় রূপের খেলা খোঁজে হৃদয় যাকে
সারাজীবন ব্যাপী লাগে যেন জ্ঞানে মনে প্রেমের বায়॥
প্রেমের সোনা প্রেমের মানিক একটু দয়া কর
সুক্ষেতে গুরু রূপে আমার মনের হাত ধর
এই ভাবেতে মিলন হাওয়া অন্তর শান্তি পাবে তায়॥
১৩/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩৭

যখন আমি একা ছিলাম- তব করুনায় সন্ধান পেলাম
এখন কেন মনে দেখা হল না
নাহি যদি মন তোমায় পাবে- সারাজীবন মোর বৃথায় যাবে
কেন এলে না হৃদয়ে বল না॥
তোমায় ছাড়া শান্তির জীবন নাই- দয়াল বল কোথায় তোরে পাই
প্রেম দিওয়ানা করে রাখো মোরে
মোরে পথের সন্ধান দিয়ে- কেড়ে মোর জ্ঞান মন নিয়ে
তোর জন্য কাঁদি আমি ওরে
আমার সঙ্গে বাস করে- তুমি কোন দোষে রইলে সরে
মানিক আর কর না ছলনা॥
আমি কত করব ঘুরা ঘুরি আমি রইলাম জ্যান্তে মরি মরি
সহিত মোরে রাখ নিয়া
এখন বিরহ কাকে বলে- আমি কিছু বুঝছি পলে পলে
যেন ব্যর্থ অশান্ত হিয়া
কাতর হচ্ছি আমি আজ- তোমায় খুঁজছি সকাল সাঁঝ
দয়াল মনের হাত ধরে তোল না॥
১৩/৪/৭১

৩৩৮

যে মনের মানুষ প্রাণের সহিত- আছেন সদা মিশেরে
আমি পাইলাম না তার দিশে
সমাজ মাঝে সংসার বন্ধনে মন ছুটে যায় তোমার দিকেরে
আমি শান্তি না পাই মিশে॥
কিরূপে কাটছে দিন মোর- দেখের ভবের ঘন ঘোর
তরণীতে রাখ মোরে কর্ণধার
সংসর জ্বালার মাঝ দিয়ে- চরণে রাখ আমায় নিয়ে
সাগর তটে চোরা বালুচর
ভব সাগর পার করায়ে- নামের মালা গলায় পরায়েরে
রীপু সকল মরবে হিঁসে॥
সুধা ছেড়ে গরল না খাই- যেন এই জীবনেই তোরে পাই
অভাগার ভাগ্য তখন জাগবে
গুরু শিক্ষার বলে আমি- চলার পথে আমার তুমি
পরান তোমার ঘ্রাণ মাখবে
পথ অতিক্রমের বাধা যত- সরল কর আমার মতরে
নইলে অবোধ মরবে বিষে
বলবে কবে রাখবি কিসে
জ্ঞানে মনের ধন এবার মিসে॥
১৩/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩৯
প্রার্থনা আর সাধনা অনেক পৃথক পরিচয়
কায়মুস্ সালাত ও দায়মুস্ সালাতের হাকিকত সমুদয়॥
তাকে খোঁজা পাওয়া ও স্বর্গ চাওয়া নয় এক কথা
এযে আকাশ পাতাল পৃথক পৃথক প্রথা
স্বর্গ নরক থাক বিচারে আমি কেঁদে করি অনুনয়॥
কালাম পাকে মোতাশাবেহাত যথা তথা
মুশকিল বুঝে নেওয়া তোমার প্যাচের কথা
কামিল মুরশিদের দয়া না হলে যতই করি বিনয়॥
অন্ধের নিকট জগত অন্ধ তাই তারা বোঝে
জ্ঞানী যে জন সর্বভাবে সত্যজ্ঞান খোঁজে
মুরশিদ মোরে দয়া করে পারে নিও আর দিও অভয়॥
১৪/৪/৭১

৩৪৩
আমি নিজকে চিনে যত কিঞ্চিত গর্ব মনে করি
আবার তোমায় পাই না বলে ব্যাথায় মরি মরি॥
মুরশিদ তোমার দয়া হলে উত্তীর্ণ নিশ্চয়ই হব
তোমার ছবিতে দয়ালকে আমার পেয়েই আমি রব
আছ সাথে বললে কথা তাইত আমিই গৌরব
আবার না পেয়ে তোমায় থাকে না আমার গৌরব
বলে হতাশ জ্ঞান হায় কি করি আশায় মন বলে ধরি॥

মুরশিদ আমার স্বয়ং খেযের তার শিক্ষায় তিনি
স্থলভিষিক্তের নিয়ম নীতিতে সবই আমার ইনি
ইল্‌মে মারেফত ও খেজের বিদ্যায় সঠিক গুরু যিনি
মহাসিন্ধুর বিন্দু আমি মুরশিদ শিক্ষায় জীবন তরী॥
১৬/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৬

শান্তি পরিত্রানের পথে না তোমার পথে যাইয়া
পাব না শান্তি তোমায় ছাড়া আমি অপর পাইয়া॥
মানুষের জন্য স্বাধীনতা রয়েছে তাই বিচার হবে
মানব জীবন পেয়ে যেই ইচ্ছাকৃত ভ্রমের পথে রবে
স্থূল ও সুক্ষ্ম আগুনের মধ্যে রবে দুষ্টমিতে ধাইয়া॥
ভবের রং ঢং দেখে আমার হৃদয় কেপে যায়
গুরু তোমার চরণে রেখ মোরে অন্যেতে না পায়
দয়াল প্রভু রক্ষা কর মিথ্যা আছে ফাঁদ পাতিয়া॥
আমার মন মানে না তোমায় ছাড়া অন্য পথে যাই
আমার গুরু মম প্রভু যেন বিপথে আমি না ধাই
তোমার প্রেম স্মরণে ত্যাগ জীবনে যেন থাকি মাতিয়া॥
আমার সাধ্যমত চেষ্টায় রত তব করুণায় রেখ
সংগে মিশে রয়েছ জানি তবুও সংগে মোর থেক
দয়াল তোমার পথে সঠিক রেখ ভয়ে উঠি কাঁপিয়া॥
১৭/৪/৭১

৩৪৮

দয়াল মুরশিদ মোর আমার ভরসা তোর
মোর রাইখ না আর দূরে
আস্বাদ ও পথের জ্যোতি অগতির হইয়া গতি
রইব কতদিন ঘুরে॥
আমি হাসি কাঁদি প্রেমেতে মোরে বাইন্ধা রাখ ডোরেতে
য্যান পথ না হারাই আমি
দয়াল চাঁদ কবে তোরে পাইব আমি পরান ভোরে
দয়ায় ধরা দাও তুমি
নাইক স্বেরূপ সাধন নাইক পিরীত ও ভজন
ডাকি আমি ব্যথার সুরে॥
আল্লার জ্যোতি দেখাইলা তার রহস্য শুনাইলা
আমি কেমনে পাই তারে
আমি নয়ন জলে ভাসি কইরা পূর্ণ প্রেমের দাসি
পাগল কইরাছ তুমি যারে
পরশ মনি সোনা মোর আর তোর পিরীতের চোর
তুমি আইস হৃদয় পুরে॥
দ্যাও পিরীত ভিক্ষা মোরে পরান পায় য্যান তোরে
মোর আত্মায় শক্তি দাও
আমি মুরশিদ বরখ নিয়া মোর পরান সঁইপ্যা দিয়া
আমার যা সবই ন্যাও
আমি মুরশিদ রূপে তোরে ধরা দ্যাও এখন মোরে
পরান ভইরা যাক্ রুরে॥
১৮/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪৯
গৌসল আযম মহান দয়াল মুরশিদ আমার
দ্বিন ভিখারী সঠিক চরনে থাকে যেন তোমার॥
পথের কাজ সমাধা করে তোমার নিকটে নিও
আল্লার রূপে তোমার রূপ ধরা আমারে দিও
সারা জীবন এই পথে রেখ আমি রইনা যেন কাহার॥
সময় অতিক্রমে মাঝে মাঝে মনে যদি তব সাড়া পেতাম
হৃদয়েতে শান্তি পেতাম আর ধন্য সকাল সাঁঝ হতাম
তোমায় খোঁজা তোমায় পাওয়া ব্যতিক্রম না হয় ইহার
কর্ম্মদোষে অংশ হয়ে ধ্বংস হতে আজকে আমরা চলেছি
তাই তার রহমত হতে বঞ্চিত আমরা হতে বসেছি
মুরশিদ আমার দয়াল প্রভু রেখ পদে ছিলাম আগে যাহার॥
১৯/৪/৭১

৩৫৪
অভাগারে পথে নিয়া এবং জ্ঞানে মনে স্বচ্ছ দেখা দিয়া
এখন লুকালে কোথায় আঁখি ঝরে মোর আর কাঁদে হিয়া॥

এই কামনা জেগেছিল তোমায় পাব আর তোমার হব আমি
এই অধমের জাগত কপাল তোমার করুনায় আর তুমি
প্রাণ বিহঙ্গ শান্তি পেত তোমার হয়ে আর তোমায় নিয়া॥

দয়াই যদি করলে প্রভু আমায় আর রেখ না দূরে
কাঁদছি আমি খুঁজছি আমি তুমি এস হৃদয় পুরে
নতুবা দেখ পাওয়া পূর্ণ হোক তব মহাচেতনায় গিয়া॥

পুন্য স্বর্গ নরক থাক তব দয়ায় আমি তোমায় চাই
জ্ঞানে মনে আর স্থুল চোখে কোন কাজে কোথা পাই
প্রেম স্মরণ আর ত্যাগেতে আমি যেন সদা থাকি মাতিয়া॥
২১/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫৫
আমার বলতে সব তুমি এইতো আমার প্রার্থনা
তব কেন পাই জীবন পথে বিনা আস্বাদের যন্ত্রণা॥

মম মহান সোনা দয়াল প্রভু একটু কথা বল
ভুল হলে আমায় তুমি চালিয়ে নিয়ে চল
মিথ্যা হতে জ্ঞানে মনে আসে না যেন কুমন্ত্রণা॥

মন সদা তোমার দিকে ধায় যেন এ মন পায়
একবার যদি বলতে এসে উদাস মন তোর কি চায়
পেত জ্ঞানে মনে অভাগা অনাবিল এক স্বান্তনা॥

তোমায় চাওয়া তোমায় পাওয়া এতেই জীবন কাটুক
পাই না পাই এই পথেতেই প্রেমের সাধ মিটুক
আমার দয়াল দয়া রেখ না আসে যেন কোন প্রবঞ্চনা॥
২১/৪/৭১

৩৫৭
প্রাণ পাখি চেয়ে আছে দেখার আশাতে
মহান সোনা রাখ মোরে প্রেমের নেশাতে॥
প্রেমের কাঙাল তুই ছাড়া আমার কেহ নাই
আছো সাথে সঙ্গে থাক দয়াল এই দয়াটি চাই
জ্ঞানের অভাবে তোমার পাগল আছি মন ব্যাথাতে
গুরু মোরে করায়ে নাও সমস্ত পথের কাজ
ক্যামনে মুখ দেখাব শেষদিনে লাগছে বড় লাজ
আমি এই ভরসায় আছি গুরু তোমার কথাতে॥
আর কতদিন থাকব চেয়ে আমি হতাশ হৃদয়ে
গুরু সেই জ্যোতি দাও মোরে আমি থাকি অভয়ে
সাধন ভজনের দুর্বল আমি আশা রাখি তব দয়াতে
আর রেখ না দুরে মোরে সইতে আর যে পারি না
কি করলে ক্যামনে হবে আমি কিছুই জানিনা
আমার সেই ভাবেতে দিন যাক তোমায় পাওয়াতে॥
২২/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫৮
যে জ্ঞানে তোমায় ধরা যায় যে মনে তোমায় পাওয়া যায়
মোরে দাও সে চোখ দেখার
মাধ্যম ছাড়া যায় না বোঝা তোমার রহস্য নয়ত সোজা
পাওয়া হতে পারে তব দয়ায়।
ইচ্ছাজ্ঞানে মহাবিশ্ব সৃষ্টি তার ইচ্ছার ছায়াতলে সবই আর
মানব জ্ঞান কতই বা আর জানে
পিপাসুক আর সন্ধানী হলে তাও হবে তারই কৃপা বলে
পেয়ে সঠিক পথ সেইত তা মানে
যতই যা কিছু আমি করি পথ প্রদর্শককে পূর্ণ ধরি
হলে পাবে তারই পূর্ণ করুণায়॥
কৃপা করে তুমি নয়নে এস- দয়া পূর্ণ করে তুমি মনে বস
এরূপ সদয় হও আমার প্রতি
(সবই) থেকে বুঝি কেউ মম নাই তোমার কথা জাগে মনে সদাই
ঠিক তুমিতো হও অগতির গতি
যে কেউ তোমার ভরসায় আর মুখ্য থাকে পাওয়ার আশায়
(তোমার) (আরকি) (দয়াল) বল দূরে থাকা আর মানায়॥
পাখি ছটফট করে খাঁচায় মরন আস্বাদ বিহীন বাঁচায়
আমি আর সইতে নারী হায়
দয়াল সোনা প্রভু দয়া করে নিকটে নিয়ে এই অধমেরে
প্রেম ভিখারী যেন তোরে পায়
আমার আমি হয়ে তুমি এখন কেন ধরতে পারি না আমি
সহায় সম্বল ধরা দাও আমায়॥
২২/৪/৭১

৩৬০
দেখার নেশায় পাওয়ার নেশায় কাটুক মোর দিন
সংসার মাঝে আমার পবিত্র সংসার এইতো তাঁর চিন॥

হয়েছ তুমি মুখ্য যার জ্ঞান মনেতে ধন্য আর জীবন
পলে পলে সেইত বোঝে অন্যে জানে মিথ্যা স্বপন
মোর জ্ঞানেতে পূর্ণ মগ্ন কর আর প্রেমেতে কর লীন॥

মৃত্যু যখন আসবে ঘিরে ছেড়ে যাবে মায়ার জগত
আবার যাবি কোথা হেথা না সেথা কোথা তোর বসত
পারের কড়ি না করলে জোগাড় স্বর সুর হবে তোর ক্ষীণ॥

যৌবনের নেশা মিথ্যা আশা সত্য ছাড়া তা হায়
এই মানুষে মানুষ খোঁজ নতুবা পড়বি তুই দায়
চির শান্তির পথ ধর সত্য অবলম্বন কর নয়ত হবি হীন।
২৩/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬২
জীবনের মুখ্য তুমি হলে- আমি শান্তি পাব দিলে
মোর তখন অভয় মিলে
হয়কি শুধু চেষ্টা করলে- মানিক তুমি না হাত ধরলে
পাব করুণায় টেনে নিলে॥
গফুর গফ্‌ফার নামের দোহাই- মার্জনা কর মোরে শাঁই
আমি পড়ছি এখন ঢলে
হচ্ছ রহমান রহিম তুমি হচ্ছি অধম গরীর আমি
অনুভব করি যেন পলে পলে
খুঁজলে ধরা যায় তখন রহম তোমার হবে যখন
দয়ায় স্বয়ং তুমি ধরা দিলে॥
সোনা মানিক মনে অন্ধকার- দাও করে তুমি স্বচ্ছ পরিষ্কার
হৃদয় আমার উঠুক ভরে
সবই দিয়েছ তুমি না হয়ে- ক্যামনে থাকব এই ব্যাথা সয়ে
দয়াল সোনা রাখ আপন করে
মুরশিদ সব কাজ করায়ে নাও- মাওলা তুমি আমার হয়ে যাও
প্রেমাগুণে পুড়ছি তিলে তিলে॥
২৪/৪/৭১

৩৬৩
বোধ হয় অনুপযুক্ত এ মন কেন যে আমার মানে না
তোরে নিয়ে কত কামনা তুই ছাড়া কেউ জানে না॥
আকাশ কুসুম ভাবি বসে বুঝি ছিট্‌কে তারা পড়ে খসে
যেন সিঁদুর মেঘ দেখে হাসে বলে উষা রাণী পরিশেষে
এর ভাঙ্গা মনে জাগে কি প্রকাশ করতে কথায় পারে না॥
মনের দেখা আর চোখের পাওয়া একই যদি হত তবে
কিছু গোপন বলে থাকত না বিনা রবে প্রমাণ হবে
যারে জ্ঞান মন দেখেছিল সেই বিনে আমার সরে না॥
নিরাকারে অপরূপ উপমাবিহীন তার স্বরূপ
আকার বিহীন জ্যোতির্ময় সাধারণ এর জানে বিরূপ
অন্ধ কি দেখবে দর্পনে অন্য কাকেও হৃদয় ভালবাসে না।
২৪/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৬
যে কাজের জন্য আসা হেথায় মুখ্য সেই পথেতে নিয়া
যে ভাবে রেখেছ শত শান্তি কিন্তু তব জন্য কাঁদে হিয়া॥
তোমার মহামানবদের ন্যায় অসাধ্য সাধনা মোর নাই
তোমায় মম লাগে ভালো ভুলতে নারী কোথায় আমি যাই
কাতর কণ্ঠে কেঁদে জানাই দিও শান্তি মনে দেখা দিয়া॥
এমন একভাব দাও হৃদ মাঝারে আমি মগ্ন হয়ে রই
সব থেকে না থাক আমার শুধু তুমি একমাত্র বই
দয়ায় প্রেম স্মরণ দাও এমন আমি থাকি মাতিয়া॥
ষাড় শক্তি জড়ায়ে জ্ঞান মন প্রাণ, ত্রুটি আমার হবেই
তাই বলে কি প্রভু আমার দুরে সরে তুমি সদা রবেই
ভজন হীন অবোধ তোমার প্রেম স্মরণে কাঁদে নিত্য ডাকিয়া॥
২৬/৪/৭১

৩৭০
অন্য আদেশ নির্দেশ মোরে দেখিও নাকো
আমি তোমায় ভালবাসব পন করিয়া
দোজখ্ বেহেস্ত থাকুক তোমার দয়ায়
আমি সন্ধানে থাকব তোমার হয়ে মরিয়া॥
বহু যুগের পর খোজার নেশা দিলে মোরে
মোরে রেখ না সোনা বাহ্যিক হুকুমের পরে
আমি পাওয়ার খোজায় কাতর হব যখন
তুমি দয়ায় ধরা দিও মোরে হে সপ্ত দরিয়া॥
অংশ আমি অংগে থাক লক্ষ সেজদা করি
দোহাই মানিক তব পাগল বিপথে না মরি
অল্প জানা বোঝা চেনা দেখা হল যখন
তখন ধরা দিতে দিতে কেন গেলে সরিয়া॥
পথ পেয়ে পথ হারা আমি হইনা যেন
তব প্রেমের দাস মনে দেখা পায়না কেন
শত মিনতি করি তোমায় প্রভু দয়াময়
এমনি যদি করবে কেন মন আমার নিলে হরিয়া॥
মুরশিদ তোমার শিক্ষা তুমি দিলে যবে
এখন তুমিই বল আমি তারে ঠিক পাব কবে
মুরশিদ তুমি ইচ্ছা মোর প্রতি ঠিক কর যদি
মুরশিদ তব শিক্ষা ও দয়ায় আমি যাব তরিয়া॥
শেষ কথাটি দয়াল সোনা শুনতে হবে এবার
মুরশিদ রূপে ধরা পাই আগে দেহ ছেড়ে যাবার
তাঁরে পাওয়া যতদিন না হবে ঠিক আমার
দয়ল মুরশিদ রেখ তুমি আমারে ধরিয়া॥
২৭/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭১
জীবন যেন যায় না মুরশিদ বিফলে বহিয়া
চরণ পেলাম যখন মোরে দিও আশ্বাস কহিয়া॥
খেজের বিদ্যার মুরশিদ তাঁর প্রেম সবক দিও
আমার বলতে সবই তুমি মোরে সেই ভাবেতে নিও
তালেবুল ওকবায় না রেখে তাঁর পথে রেখ
চরণ ছাড়া হইনা যেন সব বিষয়ে তুমি দেখ
এমন প্রেম স্মরণে রেখ যেন হৃদয় উঠে ভরিয়া॥
চরণ ধরে করি মিনতি থাকি যেন হেজবুল্লা
সেই পথেতে যাতে ছিলেন আলি করমুল্লা
মন জীবন দয়ায় গড় প্রেমের শহীদুল্লা
কাল অতিবাহিত হোক মোর পূর্ণ রেযাউল্লা
তব প্রেমের আস্বাদে থাক্‌ব সব আমি সহিয়া॥
তাঁর প্রেমেতে জীবন স্বপনের মত কেটে যাক
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যে থাকি অন্য না থাক
সোনা মুরশিদ বল তাঁর প্রেমের ঘ্রাণ মাখ
তোমার রূপেতে প্রাণ পাখি তাঁর দর্শন পাক
মুরশিদ সারাজীবন এই পথে যেন থাকি রহিয়া॥
২৮/৪/৭১

৩৮০
মহাবিশ্বের স্রষ্ঠা তুমি আধার কাদের গনি
আবার সর্ব ঘটে তোমার বিরাজ বেদ কোরানে শুনি॥
মানুষ নিজকে এত তুচ্ছ জান্‌লি সে কোন জ্ঞানেতে
মহা বিশ্বে তার বিকাশ কেন্দ্র শুধু তোর মনেতে
তার ইচ্ছা ও ছায়াতলে সবকিছু তোর আত্মার পরশমনি॥
তার রূপ হতে মমরূপ আর বিশ্ব আত্মা হতে আমি
তাই প্রেম স্মরণে গুরুরূপ করলে ধ্যান তা মনে হবে তুমি
গুরু সুরের স্বর ধ্যানেতে হৃদয় মাঝে উঠবে তার ধ্বনি॥
মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে তাঁকে পাওয়ার পথে থাকা
সম্পূর্ণ গুরুর শিক্ষায় সম্ভব জ্ঞানে মনে গুরুর ঘ্রাণ মাখা
এই পথে সংসার মাঝে থেকেও সম্ভব এর সামনে কিছু না মুক্তা চুনি॥
১/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮১

বসন্তের হাওয়া যখন চলে- আমার মন কত কথা বলে
তখন আঁখি করে ছলছলে
উপযুক্ত যদিও আমি নই- মুখ্য আমার নাইক তুমি বই
ব্যাথায় মন পড়ছে মম ঢলে॥
মোরে অযোগ্য অধম জেনে- তাই নিলে না মোরে টেনে
মনকে বোঝাতে পারি না আর
যদি করুনায় আমার হতে- আর মনে দেখা তুমি দিতে
মন পুলকে নাচত বারবার
হিসাব নিকাশের মধ্যে নাই- প্রেমেতে তোমার দিকে ধাই
হিসাবে তব দিকে চেয়ে পড়ব টলে॥
দেহের রোগ ও মনের রোগে মরি- প্রমত বিক্রমে কেমনে তোরে ধরি
দুঃখ ব্যাথা দয়ার প্রতিক্ষায়
চেষ্টা দেহধারীতে যতটুকু লাগে- তাও করা হয়নি আমার আগে
হতাশ নিরুপায়ে হবে কি উপায়
যে কটি দিন তোর ভবেতে থাকি- যেন পথে থেকে তোরই ঘ্রাণ মাখি
নিরাশ আশা পায় কৃপা বলে॥
যদি এখনই হত এই অবস্থা- পাওয়ায় নিতাম এক ব্যবস্থা
অভাগার ভাগ্যে যেন ঘটে
সব মুখে বলতে পারি না হায়–বুঝি ব্যথায় হৃদয় ফেটে যায়
ঝরে আঁখি ঠোঁট কেঁপে উঠে
আদি পরিচয় পড়ত মম মনে- উল্লাসে জ্ঞান মন রইত এক সনে
সোনা মুখটি দেখতাম পলে পলে॥
মম কপালে ঘটাবে কি সেদিন- উর্দ্ধ গগনে গগনচুম্বীভাবে হব লীন
সব অজানা হবে তখন জানা
ধরায় দেহধারী জীবন যে জন্য দিলে- লক্ষ্মীসোনা হও আগে যেমন ছিলে
দাও অভিমান শুনব না মানা
জ্ঞান মন তোরে চায় যে মতে- সেইভাবে যদি তুমি মোর হতে
শান্তিতে স্বর্গ তুচ্ছ হত এরূপ হলে॥
২/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮২
কিভাবে চললে তোরে পাওয়া যায়
তুই ছাড়া নাইক আমার জন্য কোনই উপায়॥
আমি ক্ষুদ্র তুমি মহান সই ভাব দাও
যে ভাব আমার প্রতি তুমি ভাল চাও
কৃপা দয়া হলে আমি পেতে পারি বোধ হয় তোমায়॥
সারা বিশ্বের মানব জ্ঞান যদি এক হয়
তব জ্ঞানের তুলনায় তথাপিও কিছু নয়
কেঁদে বলছি তাই আমি তোরে দয়াময়
কাঙাল অবোধ জেনে হও তুমি সদয়
কৃপায় আছি ভাল তব পাওয়ায় থাকি বেদনায়॥
গুরু মোরে দয়া করে তাঁর পথে নিয়ে চল
ক্যামনে পাব তব শিক্ষায় তাই শুধুই বলো
সব থেকে কিছু নাই কি যে আমার হলো
আর পারি না দয়াল এবার ধরে মোরে তোল
সাধন ভজনের দুর্বল মন মানে না থাকি আমি আশায়॥
লক্ষ্য বৎসর আয়ু পেলেও কেউকি পায়
সেইত পায় দয়াল তিনি ডেকে যারে নেয়
আর সঠিক গুরু দয়া করে যারে দেয়
একবার যদি বলতে তুমি অভাগা কি চায়
দয়াল প্রেম স্মরণে মগ্ন রাখলে থাকতাম সেই নিশায়॥
২/৫/৭১

৩৮৪
প্রতিজ্ঞা নিবার সময় ঐ সোনা মুখটি দেইখ্যা ছিলাম
সেই অবধি তোমার আমি অর্ধ পাগল হইয়া গেলাম॥
আলস্তবে রব্বেকুম যখন তুমি মোরে কইয়াছিলে
সংগে সংগে কালুবালার ধ্বনি তুমি শুইনা তখন নিলে
লক্ষ কোটি বৎসরে খেলা করল পুরা আমি শয়তান সনে এলাম॥
একটি অনুরোধ কাতর হইয়া আমি তোমারে জানাই
যখন প্রাণের সহিত আছ দ্যাও চেতনায় ধরা এই শুনাই
তোমার দেওয়া নাফরমানির কলংক মাথায় কইরা নিলাম॥
রুহের সহিত তুমি ও আছ ছয় চোরাও তাই এই দয়া চাই
প্রেম ভিখারী তোমার পাগল করুনা পূর্ণ যেন পাই
দোজখ ভ্যাস্ত থাক তব দয়ার পরে আমি তব আশায় রইলাম॥
দয়াল মানিক সারা জীবন এই পথেতে আমি যেন ধাই
শ্যষ জীবনে মন গগনে আমি তোরেই যেন পাই
মুরশিদ রূপে দিও ধরা মিনতি করি কাতরেতে এই কথাই কইলাম॥
২/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮৫
প্রেমেতে দুঃখের পালারে বিরহ শান্তি কয়
সোনা প্রভু রাইখ মোরে এই পথে দয়াময়॥
কলংকের মালা প্রেমিকের গলেতেই মানায়
যদি পবিত্র প্রেম হয় তাহলেই সুন্দর দেখায়
প্রেমিকার ঘ্রাণ তখন প্রেমিকের দেখা যায়
বিরহ তখন মিলন হইয়া পূর্ণ দেখা দেয়
আমার মালিক মম সোনা নাই ক্ষমতা বিনিময়॥
সর্বশক্তির আধার সর্বজ্ঞানী, সর্বগুনি তুমি
তোমার ভিখারী প্রেমের এবং দয়ার আমি
সাধন ভজন প্রেমের দুর্বল পরান মানে না মোর
পরান দুয়ার খুইল্যা আছি যদি দয়া হয় তোর
অন্যায় পথে ভিন্নভাবে জীবন হয় না যেন অপচয়॥
দয়া পরবশ হইয়া দয়া কর দয়াল দুর্বলের
হইয়া তুমি আমার সবকিছু রাইখ পথে মোর
তোমার প্রেম স্মরণে মগ্ন য্যান থাকি জীবন ধরে
দয়ার ভিক্ষা হয় যদি রাইখ মোরে আপন করে
শ্যষ কাঁদন মোরে টাইনা নিও প্রার্থনা সাধনায়॥
৩/৫/৭১

৩৮৯
হকের হাকিম রাব্বে জলিল শান জাল্লাল্লা
নায়েবে খেজের মুরশিদ আমার শান ওয়াজ হুল্লা
দুধ যেমন মন্থন করলে মাখন প্রকাশ পায়
তেমনি মুরশিদে ফানাহ্ হলে তাঁকে পাওয়া যায
তাই প্রেম স্মরণে রট্‌তে হবে ইয়া মুরশিদ ইয়া আল্লা॥
মায়ইয়োতেয়ের রসুলা ফাকাদ য়াতা আল্লা
ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদিহেম্ হক আল্লা
ইন্নাল্লাজিনা ইয়ো বায়ুনাকা ইল্লামা ইয়ো বায়ুনাল্লা॥
ফাজকুরুনী ওয়াজ কুরকুম আল্লা হুকুম করেন
তাঁর স্মরণে মুরশিদ ওসিলা ফকিররা পথ ধরেন
এই ভাবেতে আশিক যাকিররা দিলে পান নুরুল্লা॥
আল্লাকে চেনা, জানা, বোঝা, দেখা ও পাওয়া
খেজের পন্থী মুরশিদ ধরলে লাগবে সেই হাওয়া
সামিয়ুন, বাসিরুন জেনে সর্বদা রটতে হবে ইল্লাল্লা॥
৫/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯১

দেয়া ডাকে গগনে- ঢল নামে ভুবনে
মন পাগল স্বপনে
চায় নেত্র নয়নে- সভার মাঝে গোপনে
উদাস চিহ্ন বসনে॥
কত কথা জাগে মনে- ক্ষুদ্র বিন্দু সিন্ধুর সনে
রূপের ধারা শ্রাবণে
তুমি আমার ছিলে- আবার সহিত রলে
তুমিই আমি জীবনে
আরোগ্য ছিন্নর আশা- তোমায় নিয়ে বাসা
কর্ম্মেতে হলে এমনে॥
দাবীর অধিকার নাই- আশা আছাড়ে তাই
মনকে কিরূপ বোঝাই
নিয়মিত প্রাপ্তি দূরে- বৃথা কাঁদাই সুরে
করুনার প্রার্থী শোনাই
চুম্বক টানে লোহাকে- অগ্নি ভস্মে জ্বালানীকে
চাতকী সবে কেমনে॥
ত্রুটিতে ক্রুদ্ধ রুদ্ধ- রীপুতে নারী যুদ্ধ
সাহায্যের বন্ধু হতে
ত্রুটি ক্ষমা কর-বিশ্ব বন্ধু ধর
তোমারই কথা মতে
ভবে যতদিন রাখ- দিয়ে সৃষ্টি মম থাক
থাকতে মম শ্রবণে॥
৭/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯৩
তোমার আমার গোপন খোঁজ কেউতো রাখে না
প্রকাশ হলেও জগত সে সব মোটেই মানে না
একই হয়েও আমার ব্যথা কেউতো জানে না
তোমায় ছাড়া এমন মুখ্য কিছু রাখতে পারে না॥
আশার আশে আর কতদিন প্রাণতো বাঁচে না
তোমার খবর আভাস ছাড়া মনতো নাচে না
মন তোমায় ছাড়া ভাল কাউকে বাসে না
সবই থাক সুখে দঃুখে মনে যেন কেউ আসে না॥
মনের ডাক মন যেন আর কাউকে ডাকে না
কাঁদে জ্ঞানমন তব জন্য ঘ্রাণ অন্য মাখে না
এ মনে তব জ্যোতি ছাড়া যেন অন্য থাকে না
তোমায় আমি পাই না পাই চাই অন্য কাকে না
ভোগ সম্ভোগ দয়ায় থাক মন অন্য দেখে না
এ হৃদয় তোমার পাগল অন্য যাকে তাকে না
মন আসনে বসলে তুমি স্বর্গ লজ্জায় হাঁসে না
লক্ষ্মিসোনা দেখা দিয়ে মনে বস মন আর পারে না॥
৭/৫/৭১

৩৯৫
দেখা পাওয়ার পাগল যারা তাদের শান্তি কোথায়
নামাজ রোজা ঠিক পূরণ হলে বেহেশত্ রয় সেথায়॥
প্রেম স্মরণ জেকের ত্যাগ এই হল সঠিক রশি
বাধা প্রদান কারীর জন্য এই হল আবার প্রধান অসি
মসজিদের মাটি ডেকে বলে তুই মিলনকাঙ্খি কেন হেথায়॥
কামিনী কাঞ্চন মুখ্য উদ্দেশ্য যার সেইতো তালেবুদ্দনিয়া
দোজখ রেহাই বেহেশত্ প্রাপ্তি মুখ্য যার ওকবা লও বুঝিয়া
মুখ্য তালেবুল মাওলা যিনি থাকে আল্লার দিকে ব্যথায়॥
করি এই মিনতি তব মহাবিশ্ব চরণে নিও না মোরে অন্য পথে
আমার মুখ্য গৌন তোমায় পাওয়া আর থাকি তব মতে
হে মহাবিশ্ব পতি অগতির গতি জীবন যায় না যে বৃথায়॥
চলার পথে ভুলত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু মন দেখ তুমি
তুমি আমর মুখ্য আছ মুখ্য রও তোমায় চাই আমি
দয়াল মম হুজুর কেবলার স্বরূপে থেক জীবন না যায় মিথ্যায়॥
৯/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯৬
তোমার প্রেমের মনে মোর লাগুক দোলা
প্রেমেতে মানিক মগ্ন রেখে সারাজীবন রেখ মোরে আত্মভোলা॥
আমি তোর প্রেমে উৎসর্গ করি মোর জান
তুমি হৃদয় মাঝে আরও মার প্রেমের বান
মন বাণীতে প্রেমের ঝংকার দিয়ে উঠুক তান
আমি জানব সোনা তোমার সবই মধুর দান
এই করুনা হলে জান্‌বো তোমার পাগলকে হল হাতধরে তোলা॥
যাকে নিলে পথে দয়াল সেইতো পথে এল
যাকে তুমি ধরা দিলে সেইতো ধরা পেল
যে পেয়েছে এই পথের সাধ সে তব দিকে গেল
তোমার জ্যোতি হৃদয় মাঝারে ভাগ্যে তার ছিল
দয়ায় মনেতে এসে তোমার অভাবী রেখেছে হৃদয় দুয়ার খোলা॥
১০/৫/৭১

৩৯৭
পবিত্র জ্যোতি মহাবিশ্ব সুন্দর তুমি
আমি বংশ হয়ে ধ্বংস বুঝি উপায় করব কি আমি॥
আধ্যাত্মিক শিক্ষার পারদর্শী গুরু মোর
তার মাঝেই তোর দেখা যদি দয়া হয় তোর
তখন অন্ধকার ও দুঃখ জ্বালার হবেই ভোর
দয়াল তব প্রেমের মন মাঝে লাগুক ডোর
প্রভু এই ভাবেতে নাও যদি তবেই জীবন হবে দামী॥
সব ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা কখনো থাকে না
যদিও ঝিনুক গর্ভে মুক্তা রয় অন্যভাবে না
সমুদ্র ঝিনুক থাকে সমুদ্র গর্ভে মুক্তা অন্যে রাখে না
তব খশ্‌বু দাও মন মাঝে মন অন্য যেন মাখে না
আমি সমুদ্র ঝিনুক তুমি মহাবিশ্ব মুক্ত হই পূর্ণ অনুগামী॥
সংসার শান্তির মাঝে দিন কাটে না তব জন্য
সব ভোগ শান্তি জড়ায়ে তোমায় চাই না ভিন্ন
আত্মায় মিশে আছ আবত্ম মহা ছিন্ন
তোমার প্রেমে তোমার পথে হই না যেন অন্য
এই দয়াটি হয় যেন তুমি আমার হলে প্রেমের হৃদয় স্বামী॥
১০/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৯৮
মন বিহঙ্গ পেলে তোমার দোলা খুশীতে নৃত্য করে
জান্‌তে হবে প্রান পাখীকে নেয় তখন তিনি হরে॥
মন আঙ্গিনা সাজিয়ে মন আছে তোমার দিকে চেয়ে
দয়া পরবশ হয়ে আসতে যদি তুমি মনেতে ধেয়ে
ভয়ে আশায় কাঁপছি আমি দেখে সাগর চরে॥
সংসার মায়া এত প্রবল যে একশত বছরে ছাড়তে নারে দেহ
অতি মানবরাও আওতায় কিছু কিছু সাধারণ পূর্ণ মোহ
প্রেমের নেশায় তোমার নেশায় মগ্ন রাখ তুমি হয়েও পরে॥
দয়াল প্রভু লক্ষ্মী সোনা বাহ্যিক চেতনায় বিরাজ কর
তুমি মহাবিশ্ব পিতা আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান হাত মোর ধর
জ্ঞান মনের প্রতি তুমি যা ইচ্ছা কর সর্ব্বদা যেন সেই পথ ধরে॥
সবই দিয়ে রেখেছ তথাপি হৃদয় আমার তোমার জন্য জ্বলে
সঙ্গে থেকে করুণায় রেখে তোমায় পাই না কেন পলে পলে
এই ব্যথাতে এই জ্বালাতে মন জ্ঞান ও হৃদয় শুধুই কেঁদে মরে॥
১১/৫/৭১

৩৯৯
মনের কথা মনের ব্যথা আমি জানাব কারে হায়
যার কারণে চঞ্চল এ মন সেই যদি ফিরেই না চায়॥
আবার গোপন ব্যথা স্বপন কথা অন্যকে বলতে নারি
মহান সোনা মনে আনাগোনা তোরে কি ভুলতে পারি
কি করলে কোথা গেলে মন পলে পলে তোরে পায়॥
কোন দোষেতে মন গগনে বসলে না দয়ায় এসে তুমি
তোমার দুর্বল প্রেমিক এ দুঃখ ক্যামনে সইব আমি
বুকের জ্বালা মোর ব্যথায় মালা মন কোথা ছুটে যায়॥
আমার ব্যথার নিশি হয় না ভোর অন্ধকারে আমি ঢলি
আর রেখ না দুরে মানিক আমি আর কতদিন ধরে জ্বলি
সারাজীবন এ মন যেন তোর প্রেমেতে থেকে তোরই দিকে ধায়॥
ক্ষুদ্র আমি মহান তুমি কাজেই তোমার চরম করুনা না হলে
আছে মম কতটুকুই বা প্রেম সাধনা পাব কোন ভরসার বলে
চাই এইটুকু দয়া প্রভু সব সময় যেন মন পরশ হাওয়া খায়॥
১১/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০০

মুরশিদ চরন ধরে বারণ করি রেখ না আর দূরে
আমি তোর নামে তাঁর প্রেমেতে ডাকি কেঁদে সুরে॥
হৃদ মাঝারে প্রেমের ভাব তব দয়ায় দাঁড়ালে
আমা হতে বোধ হয় তুমি থাকতে না আড়ালে
সাজিয়ে রেখেছি আসন কবে আসবে হৃদয় পুরে॥
প্রেমেতে মগ্ন রেখে কথায় কাজে ত্যাগের পরিচয়
জড়ায়ে বিশ্বচরণ কেঁদে বলি জীবন না হয় অপচয়
তব জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় দাও করে আমার হৃদয়
আমার সবই শেষ হয়ে যাবে যদি হও তুমি নিদয়
গোপন ভাবে ঘটাও তুমি যা ঘটেছিল পূর্ণ তুরে॥
দয়ায় সব দিয়েছ তুমি তবুও আমার বলতে কে আছে
আসার আভাষ পেলে মন সুন্দরী তখন নব নাচে
যে কটিদিন রাখ প্রেমের মানুষ যেন প্রেমেতেই বাঁচে
ভয়ে আশায় কাঁদছি আমি যে ফাঁকে না পড়ি পাছে
তোমায় না পেয়ে করুনায় আর কতদিন বেড়াব ঘুরে॥
১২/৫/৭১

৪০১

প্রেমের ব্যথা ডেকে বলে আমি দেহের ব্যথা নই
যে হৃদয় তাঁর ভাল লাগে আমি সেই মনেতে রই॥
আগুনে পানি পড়লে আগুনের অস্তীত্ব রয় না
পবিত্র প্রেম আস্‌লে মনে বাহ্যিক চেতনা একা রয় না
তিনি তখন বলেন সেই মনেতে শুধুই আমি বসত হই॥
তাঁর সেই প্রেম মনে আনতে হলে সাধন ভজনে তা হয়
অপর ভাবে সঠিক গুরুর পূর্ণ পরশ আর ভক্তি ভয়
মোরে সেই ভাবেতে নিও তুমি কেউ নাইক তুমি বই॥
আমার নিজ চেতনায় না হয় কোন কাজ এই দয়া চাই
আমার চেতনায় তোমার ইচ্ছা আর যেন শেষে তোরে পাই
মোর সহায় সম্বল তুমি সবই মোর আসলো সেদিন কই॥
বিশ্বের তথা সব মানব জ্ঞান পূর্ণ একত্রিত যদিও হয়ে যায়
কণা মাত্র হবে না মহাবিশ্ব জ্ঞানের নিকটে এরূপ তুলনায়
দয়াল হলে মনেতে তোমার বসত হবে যেমন কড়ায় ফোটে খই॥
১২/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪০৩

জীবন আমার যায় যে কেটে পথ চেয়ে রইলাম
সোনামুখে যদি বলতে এসে আমি তব হলাম॥
কর্মদোষে ব্যবসা না বুঝে পুঁজি হারাতে বসি
করুনায় যদি দিতে তুমি মনেতে প্রেমের রসি
সেই ভরসায় আমার আশায় সব সঁপে দিলাম॥
অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি যতটুকুই আমার আছে
কিন্তু মুখ্য তুমি যেন আমি ফাঁকে না পড়ি পাছে
জ্ঞানে মনে আমার হলে জানব পূর্ণ দয়ায় পেলাম॥
সাধন ভজনে অধিকারী হব এই দাবি কি যায় করা
শুধু করুণায় দয়ায় সম্ভব হয় মিলন মালা পড়া
তাই আমার দয়াল প্রভু এই পথ আমার বেছে নিলাম॥
আমার সবই হয়ে গুরুরূপে বেঁধে রেখ প্রেম ডোরে
নতুবা অবোধ অসহায় হয়ে দীর্ঘ নিরশ্বাসে মরে
যেন দাবি সারা জীবন করতে পারি তোমায় পাওয়ার পথে ছিলাম॥
১৩/৫/৭১

৪০৫

আমি দুর্বল প্রেম ভিখারী কাঁদি পথে বসিয়া
কোথা আছো গন্তব্যের মালিক ধরতে হাত আসিয়া॥
নিরাশার কাল মেঘ মলিন বেশে গেল মনে ছেয়ে
চঞ্চলতা, অস্থীরতা জ্ঞানে মনে আসছে সদা বেয়ে
সুন্দর পবিত্র, সত্য কৃপায় বসতে হৃদয়ে হাঁসিয়া॥
দূরে পড়েছিলাম করুণায় যখন পথ পেলাম
থেকে কাছে রইলে সরে আমি যে তব তরে এলাম
কাণ্ডারী হয়ে কষ্টি পাথরের ন্যায় খাঁটি কর ঘসিয়া॥
দয়ার ভিখারী প্রেম ভিখারী আর ভিখারী তোমার
দয়াল প্রভু হও বিকাশ মনে দিন কাটে না যে আমার
জীবনের ক্ষেত্র তুমি হয়ে ভরনিতে করায়ে তুমি চষিয়া॥
তব মহা অস্তীত্বে সব ভাসমান জ্ঞানে পড়ে ধরা
সে জ্ঞান মন না পেলে মানব জীবন অন্ধ আর মরা
ক্ষুদ্র অস্তীত্বে কৃপা স্নেহে ভেসে থাকতে তুমি মিশিয়া॥
১৪/৫/৭১

৪১১
নামের স্মরণে রেখ নাক সঠিক প্রেম দাও প্রভু আমার
যতই কিছু করি না কেন, তোমা হতে আমি তোমার॥
অনিচ্ছাকৃত ভুল মার্জনা কর ইচ্ছাকৃত হয় না যেন
তোমার ইচ্ছা ও কৃপা হলে তবে মিথ্যা সরবে না কেন
পাওয়া তব ইচ্ছা ও কৃপাতে প্রেমেতে চেয়ে থাকি আসার॥
যোগ্য পাত্র না হলেও মন মানে না কেঁদে বলি তোমায়
চরণে সব সোঁপতে পারি যেন দূরে আর রেখ না আমায়
মম হও যেন মম সনে আছ যদিও তুমি ব্যাপক আধার॥
সেই কবে প্রতিক্ষার সময় প্রত্যক্ষ দেখা এখন পরক্ষ্য
সেই ভাবে তুমি দাও জাগায়ে সদা রয় যেন প্রত্যক্ষ
সিন্ধু বিন্দু নিশ্চই পার্থক্য তবে উভয় মানুষ একই বাসার॥
সদা সুমতি দাও মোরে হে অগতির একমাত্র তুমি গতি
দিব্যজ্ঞান ও বিভু প্রেমে মগ্ন রেখ মোরে হে ভূপতি
প্রেমের দাস করে রাখ হে পরশমনি আমার মাথার॥
১৯/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪১৪

বেলা গেল কাজ বাকি রয়ে গেল কি যে হবে অবেলায়
তোমার কৃপা না হলে পারের কড়ির অভাবে রব কি ভরসায়॥
রিক্ত হস্ত পাথেয় বিহীন কাণ্ডারী হাত মোর ধর
আমি অথর্ব্য তুমি বৃহৎ দয়ায় মোরে পার কর
যে পথেতে তাঁরে পাওয়া যায় রাখ মোরে সেই সাধনায়॥
চলার পথের ভুল গুলি করুণায় তুমি সেরে নাও
জ্ঞান অভাবি প্রেমের পাগলকে জ্যোতি তুমি দাও
দুর্ব্বল প্রেমিক চলার পথে কাঁপি কাঁদি আমি ভাবনায়॥
আমার জ্ঞান মন পূর্ণ তোমার ইচ্ছার পরে থাকুক
বিরহেতে মিলন হাওয়া আর প্রেমে ঘ্রাণ মন মাখুক
কবে সেদিন দুর্ব্বল পাবে আছি বড় আমি যাতনায়॥
সুক্ষ্ম ও স্থুল চরণে ধরে প্রার্থনা আমার কাঁদে
বল তুমি, তিনি যেন আমারে প্রেমের ডোরে বাঁধে
কর্ম্ম ছেড়ে কর্তব্য ফেলে শুধু হয় কি বাসনায়॥
২২/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৪১৫
প্রেমিক জীবন, সাধন জীবন, সংসার জীবন আর
সত্য জীবন, মিথ্যা জীবন এই পাঁচ জীবনই সার॥
মিথ্যা জীবন শয়তান হতে, সত্য জীবন আল্লা
নেকি বধির হিসাব নিকাশ হবে মিজান পাল্লা
রেহাই পাবে ডানদিকেতে পাল্লা ঝুঁকে যাবে যার॥
মিথ্যা ছেড়ে রোজা নামাজ থাকলে শরীয়ত
দেহমন থাকবে ভাল দুরে যাবে সরে মসীবত
এই ভাব পূর্ণ হলে দোজখ রেহাই হতে পারে পার॥
ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন গৌনভাব মিথ্যা হতে ভাল
ইহাও ত্যাগ করলে উভয় জগতই পূর্ণ কালো
তখন সুক্ষ্ম স্থুলে ঠিক আদায় হবে পাপের ভার॥
আসল জীবন সেই অর্থাৎ পূর্ণ তাঁকে পাওয়া
সাধক প্রেমিক হয়ে আল্লার হাওয়া খাওয়া
হেজবুল্লা সে আল্লা পাবে থাকবে না অন্য কার॥
২৪/৫/৭১

৪১৬
বিশ্ব চালক একচ্ছত্র স্রষ্ঠা তুমি
টলমল করি চলার পথে ভয়ে যে আমি॥
এমন শিক্ষা ও আলো কিঞ্চিত পেয়ে বলি
অর্থাৎ দেখা পাওয়া এই দাবী গর্ব নিয়েই চলি
পূর্ণ প্রিয়ভাজন যারা যেন তাদের হই অনুগামী॥
ইচ্ছা সত্য পবিত্র দাও করে হে ইচ্ছাময়ী
কৃপায় জ্ঞান মম পূর্ণ হলে হব সর্বক্ষেত্রে জয়ী
সুক্ষ্ম শক্তি যেমন স্থুলের প্রতি প্রভাব বিস্তার করে
স্থুল কিন্তু সুক্ষ্মের এই অবস্থা কখন নাহি ধরে
কাজেই প্রভু এই দিনেতে ধরায় যেন পূর্ণ হই দামী॥
যতই প্রেম সাধনা থাকুক মুল্যে পাওয়া কি যায়
পূর্ণ দয়া কৃপা এর সহিত হলে তবেই তোমায় পায়
তুমি হলে জ্ঞানে মনে হব আমি মহা শান্তিধামী॥
২৭/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪১৮
যদি আমার চেতনা তোমার ইচ্ছায় পরিচালিত হত
তব আদেশ নির্দেশের নেশায় থাকত জ্ঞান মন রত॥
হত সব কাজ মহাচেতনায় থেকে নিজকে যেতাম ভুলিয়া
আর বাধা প্রদান করিয়া ভস্ম হত প্রেমাগুণে সব জ্বলিয়া
তুমি কৃপা দয়ায় নিতে যদি জীবন পেতাম জীবনের মত॥
পাপ পূণ্য ন্যায় অন্যায়ের প্রতিদান হবে কবে কোথায়
সে জ্ঞান ও দৃষ্টি থাকলে যেত বোঝা হেথায় না সেথায়
আধ্যাত্মিক বিদ্যাই মনুষত্বের পথ বল আর ঘুবর কত॥
আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য কৃতিত্ব উচিৎ সব বুঝায়ে দাও
তুমি বল ভরসা সহায় সম্বল চরণে আমায় নাও
থাকি যেন সারাজীবন প্রেম স্মরণে তোমার ইচ্ছার অনুগত॥
জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য, মুখ্য করণীয় আমার হয় না যেন ভুল
লক্ষী প্রভু দয়া কর নতুবা ডুব যাবে আমার উভয় কুল
দয়াল রেখ তোমার মহা ইচ্ছার অনুকুলে ও চরণে পদানত॥
৩০/৫/৭১

৪১৯
আমার যিনি আমার সবই মোরই মাঝে রয়
প্রেম, স্মরণ ত্যাগ পূর্ণ হলে কৃপায় আমার হয়॥
নিষ্কাম প্রেম, সুক্ষ্ম প্রেম, পবিত্র প্রেম, প্রেমই সত্য
উভয় জগৎ কার্যকরী প্রেমই মুল তার তত্ত্ব
যে কাজ কোন শক্তিতে হয় না কোন দিন সমাধা
তা প্রেম শক্তিতে পূর্ণ হয় প্রেমের সম্মুখে সব অবাধা
পবিত্র প্রেম হাওয়া সুক্ষে স্থুলে যার উভয় মিশে রয়
প্রেম, স্মরণ, ত্যাগ পূর্ণ হলে কৃপায় আমার হয়॥
বীজ পাগল গাছের জন্য বৃক্ষ পাগল ফলে জন্য
প্রেম পাগল মনের জন্য মন পাগল আমি ভিন্ন
কূপ, দীঘি, নদ-নদী সাগর অভিন্ন একই হয় পানি
আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ জানেন আমি কে আর তিনি
হৃদয় কেঁদে অনুনয় বিনয় করে আমার আমি কে কয়
প্রেম স্মরণ ত্যাগ পূর্ণ হলে কৃপায় আমার হয়॥
৩১/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২২
দুর্বল হৃদের প্রেম স্মরণ যদি গ্রহণ করে নিতে
আর করুনায় আমার তুমি যদি হয়ে যেতে॥
কৃপা দয়া ব্যতিরেকে সম্ভব কোনদিন হবে না প্রভু
প্রেম স্মরণ ত্যাগ চেষ্টায় থাকতে সদা হবে তবু
যদি জ্ঞানে মনে তব জ্যোতি মোরে দয়ায় দিতে॥
মনের কথা জেনে তুমি মালিক আমার হৃদয় গড়া
দুর্বল অবোধের দয়া কর আমি তব প্রেমের মড়া
করে করুনা আমার বাহ্যিক চেতনায় যদি মিশে রতে॥
কবে সেদিন আসবে আমার পলে পলে থাকবে তুমি
আনন্দে মন বিহঙ্গ নৃত্য করবে পেয়ে তোমায় আমি
মোর মাঝে থেকে যদি এইরূপ তুমি আমার হতে॥
হৃদয়ের মোর শেষ মিনতি তব মহানত্বে আজ
সব গৌ সব মুখ্য যেন থাকি সকাল সাঁঝ
যেভাবে জ্ঞান মন চায় তুমি যদি একবার দয়ায় কতে॥
৭/৬/৭১

৪২৪
দেখে শ্রাবণে মেঠ পথ আঁকাবাঁকা - জাগল মনে কথা যা ছিল আঁকা
এ মনে যদি তুমি মনে আসতে
তোমার গুণে দুর্বল আমি বলে - মধুর ব্যথায় তুমি নিদয় হলে
দেখা দিয়ে যদি তুমি হাসতে॥
আমাকে দিয়ে তুমি প্রমাণ হলে–আমা হতে মম মাঝে লুকালে
প্রমাণ হয়ে প্রকাশ করলে মোরে
নিজগুনে ক্ষমা কর তুমি এখন - কিছু ধরা দিয়ে পাগল করেছ যখন
অনুভুতি চেতনা হতে গেলে সরে
দুর্বলের প্রীতি প্রেম গ্রহণ কর - ক্ষুদ্র বিন্দু অনাথের হাতটি ধর
মোর হয়ে যদি ভালবাসতে॥
মওসমি খুশিতে প্রকৃতি নাচে - হৃদয় কামনা তখন মরে না বাঁচে
পবিত্র আকাঙ্ক্ষা কেমন বোঝায়
জ্ঞান যখন নিরাশায় পড়ে - মন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ ভাবে গড়ে
মন বলে সাহায্য দিব তব খোঁজায়
মোরে তব ইচ্ছায় গন্তব্যে নেওয়া - বন্ধ থাকে না যেন পথে যাওয়া
হে আমি মনে যদি সদা ভাঁসতে॥
১৫/৬/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২৬

মুরশিদ মোরে মুরশিদ রূপে তোমার সন্ধান দিয়ে
নামের স্মরণ ছড়ায়ে দিয়ে পাগল করল মোরে নিয়ে॥
ক্ষুদ্র জ্যোতির প্রার্থনাটুকু গ্রহণ করে ধরে এবার তোল
ভুত, ভবিষৎ, বর্তমান মনের কানে দয়ায় তুমি বল
আমি সিরাজ তুমি মুনির মুরশিদ শারাব পিয়ে॥
মম ঘরে আমারই বসত আবার থাকি হারা হইয়া॥
অমাতাশায়ূনা ইল্লামাশাআল্লা দিয়াছে কইয়া
সাধারণের জ্ঞানে বলবে সর্বনাশা বলছে কি-এ॥
প্রভু দাসেরে সম্মুখে ডেকে হুকুম তখন করে
প্রেমিক প্রেমিকার সর্ববত্ত ভাবে সাক্ষাৎ জন্য মরে
মোরে কোন ভাবেতে কোন আশাতে রাখলে পাঠিয়ে॥
অযোগ্য হলেও মন মানে না বলতে নারী আঁখি ঝরে
সাঁঝ সকালে করতে হুকুম বলতে কথা তুমি মোরে
জীবন জনম ধন্য হত যদি তুমি এই ভাবে রাখতে মাতিয়ে॥
১৮/৬/৭১

৪২৭

সাধন ভজন প্রেম স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তার দয়া করুনা হলে
তবেই দেখা পাওয়া সম্ভব তাঁকে জ্ঞানে মনে পলে পলে॥
সর্ব্বভাবে দুর্বল আমি শুধু তোমার দয়া করুণায় আছি
প্রেম স্মরণে অধমের তুমি হলে শান্তিময় জীবনে বাঁচি
তোমার দয়ায় ইচ্ছা যার প্রতি সেইত সঠিক ভাবে চলে॥
সব কাজ মোর তোমার ইচ্ছায় হোক এই করুণা চাই
আর সারা জীবন মুখ্য আমি যেন তোমারই পথে ধাই
তোমায় পাওয়ার তরে সারাজীবন থাকি যেন গুরুর চরণ তলে॥
তোমার পাওয়ায় পথের কাজ যেন মনের ভাবের সহিত থাকে
আমার দীক্ষাগুরু মধুর চাঁদ প্রভু ফেল না যেন মোরে ফাঁকে
তোমায় ছেড়ে উভয় জগতে থাকব কোন সাহসের বলে॥
মানুষ কর্ম্মফলের পুজি নিয়ে চেষ্টায় রত এত নিতী সঙ্গত কাজ
কিন্তু তোমার ইচ্ছা ও দয়া করুণায় রাখ যাকে সকাল সাঁঝ
সেইত মানুষ চরম ভাগ্যবান সে কি বিপথে কোনদিন কি টলে॥
২/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২৯

জাত্ তোমার পবিত্র সত্য শান মহান জাল্লাল্লা॥
প্রকৃতি সাক্ষ্য দিতেই আছে তব মহা শক্তির সত্য
সর্বদিকে সর্ব্বভাবে প্রমাণ তোমার মহানত্ত
তোমার প্রেমিকদের হৃদে আছে সৃষ্টি ও স্রষ্টাতত্ত্ব
তাই জাত্ তোমার পবিত্র সত্য শান মহান জাল্লাল্লা॥
বাগিচা হতে দায়িত্বের সফরে হুকুম তুমি করলে
নাফরমানির গন্দুম তত্ত্ব কেন তুমি ধরলে
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করে আমায় বল মরলে
তাই জাত্ তোমার পবিত্র সত্য শান মহান জাল্লাল্লা॥
জালাল জামাল আদম এক আলমে সব খেলা
হাওয়া সে খামসার ধোকায় করছে আদম হেলা
খেজের শিক্ষায় মুরশিদ ধর যায় যে তোর বেলা
যে কাজের জন্য আসা, কর সমাধা নয় তো মস্ত ঠেলা
তাই জাত্ তোমার পবিত্র সত্য শান মহান জাল্লাল্লা॥
৫/৭/৭১

৪৩৩

স্রষ্টা ও সৃষ্টি রহস্য আর, জানেন আদ্ধাত্মিক বিদ্যা যারা
সংসার প্রকৃতি গর্ব করে, হচ্ছেন মানুষ ঠিক তারা॥
মানবতার সহিত আদ্ধাত্মিক বিদ্যা সর্ব বিদ্যার সার
পারদর্শি ইহাতে হলেই শান্তি, উভয় জগতে পার
পূর্ণ দিক্ষা গুরুর চরণ ছাড়া ঠিক ভাবে যায় না পারা॥
কেন আসা কি জন্য, কে পাঠালো আবার কোথায় যাওয়া
সত্য বর্জন মিথ্যা অর্জন কি অর্জনে হায় কি পাওয়া
এত নয়ত জিত এ তো, নারি হয়ে মোদের চরম হারা॥
সত্যের সন্ধানী হয়ে দেখ মহাচেতনা তোরই মাঝে
ক্ষুদ্র চেতনা তোরা অভাগা বিফলে জীবন বাজে কাজে
জীবন তরী যাবে ডুবে উভয় জগতে তোদের কর্ম্ম সারা॥
যায় যে বেলা ছাড়রে খেলা ধর এখন দিক্ষা গুরু
হবে জীবন সুর্য্য উদয় নতুন হবে তো জীবন শুরু
সুক্ষ্ম প্রেমে তাঁর দানে তখন হৃদ কাঁচেতে লাগবে পারা॥
১৬/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৩৪
জেনে বুঝে ভুল করে জ্বলছি জ্বালায় আমি
ওগো আমার মুরশিদ রুপী পবিত্র বিশ্ব স্বামী॥
কর্ম্ম ফলে আর করুণায় অন্যায়ের সুযোগ পেয়ে
ভেবেছিলাম আমার জন্য দয়ায় যাবে সব ধুয়ে
পবিত্রের রূপ ধরে মিথ্যা, কর্ম্মে করল মোরে বদনামী॥
দুর্বল প্রেমিক দুর্বল সাধক হে পবিত্র মহান খোদা
গফুর গফ্‌ফার নামের দোহাই মাফ করে রেখ না জুদা
আমার সর্ব কথা সর্ব কাজ হয় যেন তোমার অনুগামী॥
রহমান রহিম গফফার করিম কুল্ল হাবিবদের দোহাই
অন্যায় ভুল যেন আর করি না থাকি তোমার পথে সদাই
সবই সংশোধন সবই পাব তুমি মম হলে হবে জীব দামী॥
রেখ না দূরে আর পারি না বাকি কাজ কোমলে করায়ে নাও
প্রেম ভিখারী তোমার ভিখারী যদি দয়ায় মোর হয়ে যাও
জীবন আমার ধন্য হবে মুরশিদ সদা থাকলে মম হাঁসি॥
১৭/৭/৭১

৪৩৬
মন চল সুক্ষ্ম সেই দেশেতে যেথা গুরু রূপে রয় তিনি
যেথা তাঁর বিকাশ কেন্দ্র সদা বিরাজ করেন শুনি॥
স্থুলে আমায় নিয়ে তাঁর হল বিশ্ব খেলা
ইচ্ছাকৃত দোষে পড়লাম আমি দুরে ঠেলা
এমন কপাল হল দুর হলাম কাছে আছেন যিনি॥
বিশ্ব পিতা সন্তানেরে দয়ায় ক্ষমা এবার কর
আর সত্য গুরু ক্ষমা করে করুনায় আমার হাত ধর
কিঞ্চিত জ্যোতি পেয়েছি বলে শুধুই তোমায টানি॥
আমার পরিচয় তুমি এবং তোমার পরিচয় আমি
তাই বিন্দু বারি মহাসিন্ধুর আকর্ষণের অনুগামী
আমি জ্ঞানে মনে পুর্ণভাবে মুখ্য তোমায় জানি॥
সোনা গুরু অধর চাঁদ অধমেরে চরণে দিও ঠাঁই
তোর রূপেতে মন আঙ্গিনায় সদা তাঁরে যেন পাই
দয়ায় ও ভিক্ষায় পবিত্র প্রেম মনে দাও ভরে কানাকানি॥
১৮/৭/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪১
পেলাম পরান বন্ধুর পরিচয় আমার বক্ষস্থলে
অপর ভাবে সত্য মিথ্যার তুমি থাক মধ্যস্থলে॥

পিপাসুক সন্ধানী হয়ে তোমায় খুঁজতে থাকলে
তখন পেতে পারে ধরা, তাদের দয়ায় ধরা তিনি দিলে
প্রাণ মন আঙ্গিনায় নৃত্যে বলবে কোথা লুকায়ে ছিলে
বিশ্ব প্রভু বন্ধু আমার বলবে নাও এখনও ধরা পেলে
সব সময় থাকবে রত শোন তুমি উভয় কর্ম্মস্থলে॥

দেহ জীবন পেয়ে যারা এই জগতে তাঁরে ভুলে থাকল
তারা ভ্রমের কালি অঙ্গের ধুলি জ্ঞানে মনে মাখল
নরক আস্বাদ সুক্ষ্ম-স্থুলে তারা একদিন ঠিক পাবে
দেখে তাদের অবস্থা প্রকৃতি রোদনে তখন রবে
মহান উচ্চের মানুষ তখন হায় রবে নিম্নস্থলে॥
২৫/৭/৭১

৪৪৫
জোনাকি পোকার ক্ষুদ্র আলো সূর্য্যের নিকটে কিছু নয়
উভয় জ্যোতি জ্যোতি শুধু ক্ষুদ্র মহান পৃথক এই রয়॥
তাই মম দয়াল আমার তুমি এই দাবী করতে চাই
আর নির্দ্ধারিত তব রূপে চরণে যেন ঠাঁই আমি পাই
আমার মাঝে তোমার হাওয়া সারাজীবন যেন রয়॥
যেমন চাও সেই ভাবেতে আমাকে তুমি করায়ে নাও
সোনা গুরুর রূপে পবিত্র হাত তুমি বাড়ায়ে দাও
এই জীবনে আমার যেন সঠিক পাওয়া তোমার হয়॥
যখন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছ এই মহাবিশ্বে তুমি মোরে
তোমায় নিয়ে সবই কিছু মোর প্রেমে বেধে রেখ বিশ্ব দোরে
সঠিক পথে তোমায় পাওয়ার তরে যদিও জগৎ ছি ছি কয়॥
তব দয়া করুণায় আছি তবু আমার হবে কি উপায়
যেমনই হই না কেন এমন তোমায় ছাড়া আর কিছু না চায়
প্রভু কর্ম্মফলে বিপথে না যাই শুধুই আমার মহাভয়॥
৪/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দেশমূলক

৩০৩

মানুষ কর্ম্মফলে ভাগ্যদোষে–যখন বিপদ গ্রস্থ হয়
কাহার মাথায় মেরেছি লাঠি–তখন সেই মানুষ কয়॥
সত্য ছেড়ে মিথ্যা অর্জন–আবার তাতে মহা গর্জন
সময় থাকতে মিথ্যা বর্জন-জীবন গন্ধ হবি নির্জন
সত্যকে ধরে স্মরণ কর- ভালবেসে করিস ভয়॥
মহাসত্য আর গুরু ধর-সাধন ভজন প্রেমেতে কর
মিথ্যা হতে এখন সর–সত্যের মালা গলায় পর
দেখবি তখন হবেই হবে–পরোক্ষ প্রত্যক্ষ তোরই জয়॥
ত্যাগ রিপুর সহিত যুদ্ধ খুলবে তোরই মাঝে রুদ্ধ
কর মনের মিথ্যা বন্ধ-অচল অটল ছাড় সন্ধ
দেখ পবিত্র মহান তিনি-তোরই মাঝে কোথায় রয়॥
চেষ্টার সহিত কৃপা হলে- করুনায় পাবি সাধন বলে
মনের প্রদীপ তখন জ্বলে-আঁধার সরে পলে পলে
এই ভাবেতে দেখা পাওয়া-অপরভাবে এরূপ নয়॥
২৬/৩/৭১

৩১৮

অজ্ঞানীরা জ্ঞানী ভেবে ন্যায়কে অন্যায় বলে
এই ভাবেতে চললে যাবে জীবন সূর্য্য অস্তাচলে॥
মানুষ ও অমানুষ প্রমাণ কথা ও কাজেতে হয়
অমানুষ সুধা ছেড়ে তখন গরল খেতে রয়
এই মানুষরা এপার ওপারে সদাই থাকবে টলমলে॥
লক্ষি প্রভু দয়াল সোনা মোরে দয়া কর
সঙ্গে থেকে আমার হয়ে হাতটি মম ধর
আসা যাওয়া পথে থাকব ঠিক গুরুর দয়া হলে॥
দেখে শুনে ভবের খেলা পরান কেঁপে যায়
ঠিক পথেতে রেখ তুমি মোরে আমি অসহায়
স্বঠিক গুরু ধরায়ে দিয়ে রাখ মোরে করুনার ছায়াতলে॥
সাধন ভজনের প্রধান মুল জ্ঞান মন গড়া
আর সর্বদা লক্ষ্য থাকে রিপুর সনে লড়া
মনের মানুষ মনকে হয় থাক্‌ব না পৃথক কোন দলে॥
৬/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪২
কর্ম্ম ফলে পাপী দলে থাক্‌লি আসল ভুলে
আসলি কেন যাবি যেন ভুল তোর আসল মুলে॥
হায় হায় কে পাঠাল কেন তুই বুঝলি না আজ
এই দশাতে বিনা মেঘে পড়বে মাথায় বাজ
এখন সময় আছে ধর গুরু চলিস না হেলে দুলে॥
নির্দ্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় আছে মৃত্যু তব সনে
আসলে সেদিন তখন হবি ক্ষীন ভাবলি না তুই মনে
তুই তখন আর স্বজন রাখ্‌তে পারবি না ভবের কুলে॥
যার জীবন তরীর নাই কর্ণধার মিথ্যা সার জীবন
জীবন পেয়ে বৃথা গেল শুধুই মায়ার স্বপন
যখন হবে মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি ধরবে কে তখন তুলে॥
বেলা গেল সন্ধ্যা এল এখন রইলি মায়াজালে
কর্ম্মের বেড়ী গলায় দড়ি ধরবে তোর মহাকালে
তুই পার হবি যদি গুরু বানী পাড় নিরবধি বলছি তোরে খুলে॥
১৫/৪/৭১

৩৫০
সত্য হতে উৎস যাহার কেন মিথ্যায় পড়ে রয়
চিরদিন কি থাকবি হেথায় লাগে না কেন ভয়॥
জীবন কি তোর বাতুলের প্রলাপ এখন বুঝলি না
কোন নেশাতে রইলি ভুলে এখনও পথে এলি না
এই ভাবেতে থাকিস যদি হবি উভয় জগতে ক্ষয়॥
সংসার লোভে বুছিস সব তোর সত্যে লাগে না মন
যারে তুই ধরছিস আঁকড়ে সেত শুধু এপারের ধন
মৃত্যু যখন হবেই হবে তখন শুধু ভবের খেলা নয়॥
এখন ঠিকমত কর আর গুরু চরণ আঁকড়ে ধর
সত্যের স্মরণ ঠিক কর মিথ্যা হহতে এখনো সর
অস্থায়ী জীবন ঠিক হযেমন চোরা বালুর চর
ভবের খেলার রং দেখে লাগে না তোর ডর
পরিত্রাণ সাধনা ও প্রেম স্বরণে সঠিক হয়
সর্ব যুগেই এই কথাই গুণী মহামানবরা কয়॥
১৯/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫৩
ও তুই কোন সাহসেতে এই ভাবেতে চলছিস্ নির্ভয়ে
এখন ছাড়বি দেহ কাটবে মোহ হিসাব দিবি কি করে॥

কর্ম্মফল বর্তাবে আত্মায় আসবে সে সব রেয়ে
করবি হায় পড়বি ঢলে থাকবি তখন তুই চেয়ে
তখন ব্যর্থ হয়ে আত্মা কবে হায় গেল কি মোর হয়ে॥

দিয়ে নিজকে ধোকা তুলি বোকা এখনো সময় আছে
ছাড় মিথ্যার দড়ি, অর্জন কর পারের কড়ি এল দিন কাছে
না বুঝলে নিজেই বলবি মরলাম মিথ্যের বোঝা বয়ে॥

মিথ্যা সব দূর কর চ্যাতন গুরুর চরণ ধর পার হবি যদি
মার্জনায় থাক অবিরত আঁখি ঝরা স্মরণ কর নিরবধি
সর্তক হয়ে তিনি তখন ধরা দিতে পারে তোর কর্ম্মের পরিচয়ে॥
২০/৪/৭১

৩৬৮
নিজের দিয়ে ফাঁকি ভ্রমের চালাকি আর কদিন চরবি
কাটিয়ে বৃথা সময় নিয়ে মিথ্যাকে প্রশ্রয় হদিয়ে আর কহ বলবি॥
মিথ্যা তোরে পেয়ে বসেছে আর নিজকে ভাবিস কত জ্ঞানী
কথায় যুক্তি উক্তি থাক বা না থাক বলিস আমি সবই জানি
ওরে আসছে সেদিন হয়ে যাবি ক্ষণে তখন অন্ধকারে চলবি॥
মনের মানুষ আড়ালে থাকল গুরু দর্পন পড়ে রইল
মিথ্যায় ধরা কেঁপে হউঠল তোর যৌবনের হাওযা এমন রইর
মানুষ হতে ইচ্ছাকৃত বাদর হল এবার পাপের বাঁধনে চলবি॥
এখন জ্ঞা মন গড়তে মানুষ ধর মৃত্যুর কথা তুই স্বরণ কর
পরের সন্ধান এখন কর হিসাব নিকাশের পথ আঁকড়ে ধর
মুক্তির পথে পাবি যদি গুরু বাণীতে থাক নিরবধি তখন অটল হবি॥
২৭/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৭

তোর জ্ঞানের বহর দেখে তিনি হাঁসে আর বলে
কি করতে পাঠালাম অভাগা কি যে করে চলে॥
নিঝুম রাতে বসুন্ধরায় ধ্যানেতে খোঁজে যারা
সংগোপনে নিরজনে মনেতে পাবেই তারা
ধরা পাবে তারা একদিন এই ভাবেতে মোর হলে॥
রিক্ত হৃদয় নাই আঁখিরোল শুধু মুখে স্মরণ করা
কিঞ্চিত শান্তি প্রতিদানে হবে না জীবন তরী ভরা
আর ভ্রমের ধুলি মেখে যারা তারাতো পড়বেই ঢলে॥
সম্মুখে মৃত্যু কোন সাহসে রইলি তুই আজ ভুলে
ক্ষনেকের হাসি গলায় ফাঁসি চলছিস হেলে দূলে
কস্‌বে দড়ি নাইক কড়ি পড়বি তখন মরন টলে॥
ওরে ও ভ্রমের ক্ষ্যাপা মিথ্যাজ্ঞানী এখন পথে আয়
সোনার মানব জনম জনম আর যৌবন বৃথায় করলি ব্যয়
আসলে যোমের বেড়ী নাইক দড়ি আগুনে পুড়বি মলে ।
৩০/৪/৭১

৩৯০

কেবল নামের স্মরণ মুখে শুধু রটলে চলবে না
এই ভাবে বিশ্ব প্রভূ মোটেই কথা বলবে না॥
সংসার ধন হারিয়ে গেলে জীবন পন করে খোঁজা
কে পাঠাল কেন পড়ে না প্রয়োজন পরশমনিরে বোঝা
ছিন্ন হবে মায়ার বস্ত্র ধরবে যোমের বেড়ী মৃত্যু টলবে না॥
দিন থাকতে তাই পথে আয় অপ্রয়োজনে সময় যায়
তাঁর প্রেম স্মরণে যারা ধায় অনাবিল শান্তি তারা পায়
সাক্ষাত পাবে বিচার দিনে ছায়াতলে কখনই টল্‌বে না॥
গলাবাজী এত করিস নিঃশ্বাসের কোন্ ভরসা রাখিস
মনিব ছাড়া ভৃত্য না পাই মাতৃবিহনে তোরা থাকিস
কিসের করিস এত বড়াই মৃত্যু তোর পিছন হতে সরবে না॥
নিলর্জ্জ তোর লজ্জা না পায় শিকড় ছাড়া বৃক্ষ কি শুন্যে ধোয়া
বাতুলের প্রলাপ কি হায় মানুষ আসে কোথা হতে কোথা যায়
এখন খোঁজায় ব্রতী হও নতুবা তোর জীবন আরতো রবে না॥
৬/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪১০
জীবনের সময় ঘড়ি বেজে গেল
জ্ঞান মন সিদ্ধান্তে নাহি তোর এল
কি যে কপালে তোর রয়েছে বল
দশা ইচ্ছাকৃত ভূলের মাশুল॥
ভেবেছ দেহধারী জীবন কিছু না
নারী টাকা মুখ্য অন্য কিছু রবে না
কোথা কি চুলোর ছাই ও সব বুঝি না
ওরে ক্ষ্যাপা একদিন দিতে হবে উসুল॥
মানুষের দেনা আদায় করে নেয়
নিজে না পারলে কোট কাছারী যায়
চোখ, কান, নাক মুখ তুই পেলি কোথায়
ভেবেছিস জীবন তার প্রলাপ বাতুল॥
সব বোঝ তাঁর বেলা তুমি বোঝ না
যৌবনের রক্ত কাজেই ওসব ভাল না
কোথা মহাসুক্ষ্ম কি আছে ওসব মানি না
পাবি না রেহাই এখন বোঝ ওরে বে-ভুল॥
১৮/৫/৭১

৪২০
দেহের ব্যথা অপেক্ষা, দুঃখে, অনেক বেশী মনের ব্যথা
আর্থিক ধনী অপেক্ষা, মনের শান্তি অনেক বড় কথা॥
ইচ্ছাকৃত দোষে, কর্ম্মফলে এই সমস্ত কতই ঘটে
তাই না বুঝে বিলাপ করে, ভাগ্যের উপর উঠে চোটে
নিজের হাতের অর্জিত বর্তায় আর দুঃখে ঠোঁকে মাথা॥
যৌবন হাওযায় অন্ধকারকে আলোক দেখায়
মিথ্যা কে সত্য বলে দুর্গন্ধ আস্বাদ সদা নিতে ধায়
পাপেতে পূর্ণ হলে হবি যেমন দানা পিশে জাঁতা॥
ভাবিস মানব চক্ষুকে ফাঁকি দিলেই বেঁচে যাবি
পারবি না এড়াতে মহা, চক্ষুর নিকট রয়েছে চাবি
নিরশ্বাস প্রশ্বাসের ভাল মন্দের ফল তাঁর নীতিতে গাঁথা॥
সব দেখে বুঝে তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই
মুখ্য যে করণে পাঠালে হেথা, যেন তাতেই থাকতে পাই
প্রেম দয়া তব ভিখারী রেখ, সেই ভাবে হে বিশ্ব দাতা॥
২/৬/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২১

চিরস্থায়ীকে ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী জেনে চলা
আর হুঙ্কারে গর্বে আমরা সব জানি বুঝি জোর দাবি বলা॥
সব কাজ প্রতিকুলে, বিপদে বলিস, অমুক অন্যায় করল
এ নীতি বুঝিস্ না কেন যে, আমার কেন এ বিপদ আজ ধরল
জ্ঞানে মনে অর্জন করা তাই সর্বদা মিথ্যার নেশায় টলা॥
যদি জানতিস দেহ ত্যাগের পর আত্মা কি হয় কোথায় যায়
কোথা এসে কোথা যেয়ে, সারাজীবনের কর্মফল সব বর্ত্তায়
সমস্ত ঘুঁচে যাবে যা আছে তোদের, দুষ্টুমী চালাকি কলা॥
এই মহাবিশ্বে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ হয়ে, মিথ্যার দাসত্ব করি
জেনে শুনে ন্যায় অন্যায় ছেড়ে, দিয়ে সুযোগে সবই ধরি
জগতকে দেখাস্ যে আমরা চলি, সরল প্রাণ আত্মা ভোলা॥
৫/৬/৭১

৪২৫

কর্ম্মের ফলে দুঃখ কষ্ট রক্তের স্রোত আজ বয়ে যায়
বলে অন্ধ জগত বিনা দোষে ওমুক মারল হায় হায়॥
বলে নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ড করছে বরবর গুলি
বলব সারাবিশ্ব থাকতে তোদের কেন রক্ত ধুলি
দশা বিশ্বের প্রকৃতির মাধ্যমে তার নীতি না জানায়॥
ধর্ম্মের সারংশ ন্যায় অন্যায় ধর্ম পুস্তকে রয়
সৎ স্বভাব ও মনুষ্যত্ব অর্জন একেই ধর্ম ঠিক কয়
ধর্ম্মের বহিরাঙ্গদের ঠেলাতে এরা ফলায়ে ধায়॥
তার নৈকট্টতা অর্জন সম্ভব মনুষ্যত্ব কঠিন আরও
ফনা দংশে লোককে মানুষের হাতে হয় মৃত্যু তারও
সবার বড় মানুষ, সেই মনুষত্ব আজ কয়জন পায়॥
যুগের অনুপাতে আমি দেখে ভবের বিশ্বলীলা
করও বা হৃদে সত্যের জ্বালা কেউ মগ্ন মিথ্যার পালা
মুখ্য উদ্দেশ্যে রেখ প্রভু তুমি ছাড়া মোর নাহি উপায়॥
১৬/৬/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৫০
বিশ্ব হল মেঘে ঘোর - দৃষ্টি হল কমজোর
কর্ম্মে চোরে গলা কাটে
ওঠ এখন সত্যের তরীতে - অপঘাতে হবে নতুবা মরিতে
মিথ্যায় ভিড়বে না তরী ঘাটে॥
যারা প্রেম সাধনায় আছে বিপদ আসবে না তাদের কাছে
তারা সত্যের জ্যোতিতে বাঁচে
যারা মিথ্যায় ছিল ঢাকি অন্ধকারে পড়বে তারা ফাঁকি
তাদের জীবন মাঠে মাঠে॥
যাহারা গুরু ধরে যায় তারাই শুধু পরিত্রান পায়
আর সব করবে হায় হায়
মিথ্যায় কখন না পথ পায় - জীবন বৃথায় তাদের যায়
তারা শুধু ভ্রমের মধু চাটে॥
গুরুর দয়ায় অন্ধকার যাবে - তাঁর করুনা তারাই পাবে
জীবন মধুর হয়ে রবে
প্রভু কাতর হয়ে বলি জীবন তোমার পথে চলি
তোমার পাগল থাকি হাটে॥
১১/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা ঃ

৩০৫

তোমার বিজয় নামের রূপ যেদিকে তারাই জয়ী হয়
তখন বিরূপ দলের অজয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েই রয়॥
তোমার প্রিয়জন ও মহামানবরা যখন তোমায় বাধ্য করে
তখন তাদের কথাতেই তোমার ইচ্ছায় বিপরীত দল মরে
এখন সেই করুনা সেই ইচ্ছা হোক হে মোদের দয়াময়॥
মোদের জ্ঞানে মনে তব দয়া ও ইচ্ছা এখন হয়ে থাক
ভুল ত্রুটি মোদের মার্জনা কর আসুক জয়ো হাঁক
তখন বিপরীতদের হবে ব্যর্থ জীবন সমস্ত হবে অপচয়॥
প্রার্থনা গ্রহণ কর এই দুঃখের দিনে এখন মোদের প্রতি
শত চেষ্টা করি না কেন দয়াকর হে অগতির তুমি গতি,
তোমার করুনায় ভরসা নিয়ে মোদের যুদ্ধে হবে জয়॥
২৮/৩/৭১

৩০৬

অভাগার ভাগ্য আর জাগবে কবে
কি দোষেতে এমন হলাম মার্জনা কর তুমি এই ভবে॥
যেমন রামধনুক উঠে আকাশের পরে
তেমনি রক্তে রঞ্জিত দেহ উঠল ভরে
তব ইচ্ছা ও শক্তি দান জয় হোক আর মোর হয়ে রবে॥
অযোগ্যরে যোগ্য করায়ে নাও তুমি
দয়া কর হে মহান যেন জয়ী হই আমি
মিথ্যা সরায়ে সত্য রাখ দয়াল জয়ী হব আমি তবে॥
মানি কর্ম্মদোষে এ অবস্থা হল আজ মোর
দয়াল নামের দোহাই কাটিয়ে দাও ঘোর
আমার জ্ঞানে মনে তুমি থেকে করায়ে নাও তবে হবে॥
(শত) সুযোগ জীবনে আসতে পারে তুমি হলে
এই দুঃখের দিনে অভাগারে ছেড়ে কোথা রলে
মার্জনা কর, জয়ী করাও ও শক্তি দাও আর তুমি হবে যবে॥
২৯/৩/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩০৭
নির্দয় পাষাণ হয়োনা তুমি মার্জনা দাও করে
এ বিপদে সদয় না হও যদি অধম যায় মরে॥
মানলাম কর্ম্মফলে দুর্দিন এসেছে আজ মোর
মার্জনাকারী দয়াল নাম যে সংসারে আছে তোর
আমি তোরই দিকে চেয়ে আছি সেই আশার পরে॥
জানা অজানা সর্ব্ব ত্রুটি ধুয়ে আমার তুমি হও
করুনায় আধার দয়াল তুমি মোরই হয়ে রও
প্রেম ভিখারী দয়ার ভিখারী আর ভিখারী তোমার
সেই ভরসায় চলছি আশায় পূর্ণ হয়ো আমার
তব ইচ্ছায় মোর সব কাজ হোক আর মায়ায় আঁখি ঝরে॥
রণ সাজে সেজে আছি দয়ায় জিত হবে বলে আমার
তোমায় ছেড়ে জয় কখন কি হয়েছে কভু কাহার
ওগো প্রভু ওগো দয়াল সদয় হয়ো মম তরে॥
৩০/৩/৭১

৩১৩
দয়াল সঠিক পথ সঠিক কাজ মোরে পূর্ণ ধরায়ে দাও
মুরশিদ রূপে এই কাঙালের হৃদয়ে দয়ায় এসে যাও॥
মুখ্য যেন গৌন না হয় এই দয়াটি চাই
আর পলে পলে জ্ঞানে মনে যেন তোরে পাই
পাওয়ার পথে নির্ভুল ভাবে দয়ায় সব করায়ে নাও॥
কর্ম্মফলে অস্তাচলে জীবন সূর্য্য রবে
সঙ্গে থেকে সুপথে মোরে চালাও প্রভু ভবে
তোমার হই আর আমার হও করায়ে নাও যেমন তুমি চাও॥
তোমায় ছাড়া উভয় জগতে শান্তি কি আর আছে
প্রেমের কাঙাল তোরে পাওয়ায় সরে না যাই পাছে
পথে রেখে বিরহ জ্বালা প্রেমের জ্বালা দাও শান্তি যদি পাও॥
আর থেক না সরে দয়াল মোর এস হৃদয় পুরে
মুরশিদ ব্যাথা লাগে না তোমার বেড়ার কত ঘুরে
এখন প্রাণটি যদি চাও দয়াল এখনই নিতে পার তাও॥
৩/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩২২

যখন সন্ধানের অধিকারী হয়ে গেলাম থেক না দুরে তুমি আর
সেই ভাবেতে নাও মোরে চাই জ্ঞানী প্রেমের পাগল হতে যার॥
করুনা বিহীন নিজ ক্ষমতায় পথে থাকা
কামিল মুরশিদের শিক্ষা ছাড়া সবই ফাঁকা
মুরশিদ শিক্ষা দিয়ে দয়া কর আগে ছিলাম আমি হব তার॥
পদে পদে ভুল করায়ে দেবে সেই সব বাধা এই ভবে
তাই চলার পথের বাধা বিঘ্ন সরায়ে দেবে কবে
আস্বাদ বিহীন পথ অতিক্রমে আর কতদিন খাব হৃদয়ে মার॥
পাওয়ার পথে সাধক প্রেমিক তব বন্ধুজ্বনে
চাই ভিক্ষা সেই পথে নিও কামনা এই মনে
মুরশিদ রূপে ধ্যানে পাব মনে তোমার আসন হবে আমি অংশ কার॥
৮/৪/৭১

৩২৮

আলি হায়দার শেরে খোদা- হাতে নিশান আইনুল হোদা
হবে সেই দলেরই জয়
আল্লার জযের রূপ তার- বুঝবে সাধ্য আছে কার
সেই বিহনে হবে পরাজয়॥
দেখার কামনা আনল সভায়- হতাশ ফিরে আসি যেথায়
হৃদয়ে মম জয় শান্তি।
গফুর গফ্‌ফার তব নামে- মাফ কর এখন এই অধমে
থাকবে না আর কোন ক্লান্তি
জয় রূপ মোদের তরে- মঞ্জুর কর দেখাও মোরে
আসুক মনে পূর্ণ অভয়॥
পরের মত আর কতকাল- কর মোরে সত্যের মাতাল
হব উত্তীর্ণ অনিবার্য্য
তব জ্যোতি জ্ঞান মনে- দয়ায় থাক আমার সনে।
জয় মোদের জন্য কর ধার্য্য
বুকের বল বাড়িয়ে দও- আমার হয়ে সবই নাও
সত্যের জয় থাক মিথ্যার ভয়॥
১০/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৪০

মনকে আমার তোমার জ্যোতিতে আলোকময় দয়ায় দিও করে
আমি যেন তোমার তরে সদা আঁখি ঝরাই নিশিদিন ধরে॥
চলার পথে ভুলতো হবেই কারণ ক্ষুদ্র আমি
মার্জনা করে রেখ পথে মম বল ভরসা তুমি
রেখ সারাজীবন পাওয়ার পথে আর তব প্রেমে যেন আঁখি ঝরে॥
মাঝে মাঝে মন জ্ঞানেতে দয়ায় আসি
সদা আমি যেন প্রেমেতে নয়ন জলে ভাসি
সংসার কর্তব্যের মাঝে থেকেও আশায় থাকি তোমার তরে॥
অধম আমি তব প্রেমের গরীর মোরে দয়া কর
গুরু রূপে কাঙাল জেনে হাতটি মম ধর
পওয়ার পথে সাধন ভজন করায়ে নিয়ে টেনে নিও তুমি পরে॥
জ্ঞানে মনের বাধা প্রদান কারীদের দাও সরায়ে
তব প্রেম স্মরণের মালা গলে তুমি দাও পরায়ে
দয়াল এই মিনতি করি তোমার পথ হতে না যাই যেন সরে॥
১৪/৪/৭১

৩৮৬

গৌসল আযম মুরশিদ আমার রাইখ চরণে
সারাজীবন তোর রূপেতে থাকি য্যান তাঁর স্মরণে॥
যতই দুর্বল হই না কেন প্রেম স্মরণেতে আমি
এই ভরসায় আছি আমি মহান মুরশিদ তুমি
এই পরিচয়ের বেশ ভূষা থাকে য্যান আমার পরণে॥
এই পথে রইয়া যেভাবেতে যেথায় আমি থাকি
দয়াল মুরশিদ দৃষ্টি রাইখ দিও না মোরে ফাঁকি
নগণ্য ক্ষুদ্র পথ না হারাই আমি য্যান পথের করণে॥
পাপের আঁধার ছাইয়া গেল ভবের ঘনো ঘোর ঘটা
পাপী তাই ভাল জাই না রাইখে কত ইস্‌কের ছটা
রাইখ দয়া ছয় চোরা না বাঁধা বিঘ্ন ঘটায় আমার তরণে॥
শ্যাষ অনুরোধ শ্যাষ কাঁদন মোর সোনা তোরে কই
নাই ভরসা এই ভবেতে দয়াল আমার তুই বই
মুরশিদ রূপে জ্ঞানে মনে পুর্ণ দেখা পাই যেন মরণে॥
৪/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৩৮৭

উভয় জগতে কি সে আমার মঙ্গল হবে স্বঠিক বুঝি না
তাই তোর চরণে সবই সোঁপলাম আমি আর তো জানি না॥
এখন কিভাবে চালাবে কিভাবে নিবে রইল তা দয়ায়
কিছুটা জেনে বুঝে ছুটে আসলাম তোমার মায়ায়
পূর্ণ আস্বাদের সহিত পার করাইয়া নিও আমি সইতে পারি না॥
সত্যের পবিত্র শান্তি ও আস্বাদময় হল আসল জীবন
নতুবা যতই কিছু হোক, এ জীবন নয় শুধুই হচ্ছে মরণ
তোমার ইচ্ছায় মোর সব কিছু হোক যেন নিজস্ব রাখি না॥
সত্যের সন্ধানী, সত্যের পিপাসুক এই যুগে কয়জন
তাই তুমি আমার অমুল্য ধন যেন সরে না যায় মন
তব প্রত্যক্ষ মুখ্য দয়া করুনা না হয় যদি আর তো বাঁচি না॥
যতই বাধাবিঘ্ন আসুক যেন পথ না হারাই আমি
শান্তি তে আসতো মনের আঁখিরোল যদি হতে মম তুমি
জগতকে লুকায়ে তব প্রেমের জ্ঞানের পাগল ছাড়া যেন থাকি না॥
৫/৫/৭১

৩৮৮

পাক মহব্বতে আদব ও ভয়ের আছে প্রয়োজন
এই মানুষদের মাঝে মাঝে দরকার আছে নিরজন॥
দিল তৈরি হলে পরে তখন দিলদার দিলে বসে
সোনা যেমন কষ্টি পাথরে প্রেমিককে তেমনি ঘসে
কামিল মুরশিদ তাঁর দর্পন কাজেই সেইত গুরুজন
নায়েবে খেজের মুরশিদ চাই আল্লা পাওয়ার জন্য
দোজখ বেহেস্তের ব্যাপারে অসিলা সেত হয় অন্য
এ মুখ্য কর্ম নয় মানুষের হয় এদের ভীরু মন॥
যারা প্রেম স্মরণ ত্যাগ নিয়ে পাওয়ার আশায় রয়
কামিল পীরের প্রমাণ ইল্‌মে খেজের তসৌউফ তৌহিদ হয়
তালেবুল মাওলারা এই পীরের চরণে যাকে সর্বক্ষণ॥
তাঁর সন্ধানী তার পিপাসুক আল্লা তাদের এমন রাখে
খেজেরের শিক্ষা তসৌউফ বিদ্যা আর তৌহিদ খশ্‌বু মাখে
আল্লা তাদের করেন এমন রহ্‌মত যেমন পূর্ণ বারি বরষন॥
৫/৫/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪২৩
যে জ্ঞানে মনে তোমার পরশ সঠিক পেয়েছে
উভয় জগতে শান্তি পেল জীবন তার ধন্য হয়েছে॥
হে আধার ব্যাপক পবিত্র অক্ষয় মহাশক্তি
দিয়ে তব শিক্ষা রেখ তব পথে পাই যেন মহামুক্তি
প্রেম ও আকর্ষণে বাঁধা থাকি তব নেশায় জ্যোতি
না হয় যেন মোর অবনতি হে অগতির তুমি হলে গতি
জন্ম সার্থক যার জীবনে তোমার হাওয়া রয়েছে॥
জানা অজানা সবত্রুটি সবই ক্ষমা করতে হবে
তুমি ছাড়া আমার জন্য নাই কেউ উভয় ভবে
সহায় হও অভয় দাও নতুবা হাঁসবে যে সবে
জ্ঞানে মনে দয়ায় বল আসবে সেদিন মোর কবে
প্রেমের দাস পাবে কবে হৃদয় আমার যা যা চেয়েছে॥
১১/৬/৭১

৪৪৪
জীবনের কটিদিন, যেন তব, প্রেম স্মরণে কাটে
(তোমার) আশার শান্তি, আর তব, জন্য মন ফাটে॥
চলার পথে কত, ভুল হয়ে, যাচ্ছে দয়াল মোর
সবই দিয়েছ কিন্তু দয়াল তুমি ছাড়া নাইক জোর
যে কাজে পাঠিয়েছে যেন পূর্ণ জয় হয় ভবের হাটে॥
অভাগা অধম তারা যারা এলনা তোমার পথে
নিকট আশা দর্শন লাভ রয় প্রেম স্মরণের মতে
(পথ) হারা রীপুর দাস ঘুরছে, ভবের শহর মাঠে॥
লক্ষ্মী গুরু সোনার চাঁদ তুমি আমার হয়ে থেক
দয়াল প্রভু বিশ্ব পিতা তব পবিত্র মহাচরণে রেখ
(সোনা) প্রভু জীবন, নৌকা ভেড়ে যেন, পবিত্র মিলন ঘাটে॥
৪/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

৪৪৭

দয়াল রীপু জড়িত কামনা সব হৃদয় হতে দাও সরায়ে
আমার মনকে প্রেম স্মরণের তব মালা দাও সরায়ে॥
আমি অধম তুমি মহান বিশ্ব সন্তান তব আমি
আত্মা আমার সৃষ্টি নয় দেহ সৃষ্টি শিখালে তুমি
রেখ গুরু রূপে তব চরণে আমা হতে সব নাও করায়ে॥
মনের চোখে দেখব তোমায় আর স্থূল চোখে গুরু রূপে
তুমি মম আদি অন্ত তাই তব চরণে সব দিলাম সঁপে
দয়াল প্রভু চলার পথের সব ভুল আমার দাও সরায়ে॥
এপার ওপারের উভয় কর্তব্য দয়েছ যখন তুমি আমার
লক্ষ কোটি করি মিনতি সোনা প্রভু আমি তোমার
গুরু মোরে চরণে রেখ দয়ায় পূর্ণ ভাবেতে নিও তরায়ে॥
৮/৮/৭১

৪৪৮

সারা জীবন তব পাগল আর প্রেম করুনার পাগল রাখ করে
আমি হই না যেন পথভ্রষ্ট মাওলা দয়াল রাখ মোরে ধরে॥
সব দিয়েছ তব তুমি ছাড়া নাইক আমার ভবে কেউ
কবে মুরশিদ রূপে তোমায় পাব ব্যথায় মনে লাগে ঢেউ
পায় না যেন ধরতে কভু শয়তান রূপী আমায় চোরে॥
সৃস্টিতত্ত্ব, দোজখ-বেহেস্ত জেনে বুঝে তোরে পাওয়ার তরে রই
তুমি হবে সে দয়া তোমার আমি যেন তোমার পূর্ণ হই
লাখো লাখো করি মিনতি পাওযায় আমি যেন নাই যাই সরে॥
ওগো আমার মালিক মাওলা দুর্বল ভজনহীন জেনে তুমি
করুনায় চোখ নিও না ফিরায়ে, হলে ব্যর্থ জীবনে রব আমি
এই ভিক্ষাই মোর আদি অন্তে মাওলা তোমার করে রাখ মোরে॥
৯/৮/৭১

Dhaka University Institutional Repository

তাৎপর্যপূর্ণ দিন

রমজান

৪৯০
মাহে রমজান তোমায় সালাম
ফরজে রমজান পড়ি কালাম
তাই শবে কদর আমরা পেলাম
(আজ) ঈদুল ফিতরের খুশিতে ডাকি তোমাকে।।

রমজানের আস্বাদ নিল যারা
জ্ঞানে মনে শান্তি পেল তারা
মোমেন খুশিতে আত্মহারা
(তাই আজ) আল্লা বললেন স্মরণ কর ঈদের আমাকে।।

পায়গাম ঈদ মোবারক হবে যবে
মুস্‌লিম জাহানা খুশিতে রবে
প্রতিদান রোজার পাবে সবে
(আল্লা) ঈদের খুশিতে দিবেন সাক্ষাত তাহাকে।
১৬/১০/৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১৮১

আলবেদা আলবেদা ইয়া সাহারাল রমজান
দিকে দিকে শুনি ও বিদায় গীতি আকুলিয়া ওঠে প্রাণ।

ওগো মধুমাস যাওয়ার কালে
বলে যাও মোরে শুনি
তোমার পরশে মুছে গেল কিনা
পৃথিবীর যত গ্লানি
কলুষ পৃথিবীর শীর্ণ দেহ - প্রাণ ফিরে পেল কি না
যদি পায় ফিরে আমিও গাহিব তোমার বিদায় গান
আলবেদা আলবেদা.....রমজান।।

নবীজি আমার জঠর জ্বালায় - প্রস্তর বাঁধি পেটে
মজুর খাটিতে গিয়েছিলেন যদি - একটি খোরমা জোটে
ভুখা আছে ঘরে হাসান-হোসেন নয়নের দুটি মণি
চপেটাঘাতে ফিরে এলেন নবী
(লয়ে) ভেঙ্গে যাওয়া প্রাণ খানি
এ কথা স্মরণে আনিয়া কেহ কি
বল ওগো মধু মাস
ফেলেছে আজিকে এক ফোটা আঁসু
একটি দীর্ঘশ্বাস
এ ব্যথার স্মৃতি স্মরণে আনিয়া
কাঁদে যদি কারো প্রাণ
আমিও গাহিব আজিকে তোমার
বিদায়ের জয়গান
আলবেদা আলবেদা.....রমজান।।

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা

২০০

কারবালারি স্মৃতি লয়ে - এল মহর্‌রম আবার ফিরে
পাক্ পান্‌জা তনরা খুনে রঞ্জিত - হয়েছিল ফোরাত তীরে।।

রসুলুল্লা যখন ছিলেন হায়াতে - রমজান মাসের শেষে
হাসান হোসেন কাঁদছিল - ফাতেমাকে ধরে মলিন বেশে।
হাস্‌নায়েন কেঁদে বলছিল - ঈদের পোষাক কই মোদের মা
ছলনায় ফাতমা বলেছিলেন - তোমাদের নানা সমস্ত পাঠাবেন তা।
আল্লাপাক ফেরেস্তার দ্বারা - পাঠালেন লাল আর সবুজ পোষাক
আর আল্লা বললেন পোষাক পরে - নবীকে তারা দেখাতে যাক।
পোষাক দেখে খুশিতে নবীর - চোখে আসল পানি
কেঁদে বলেত নবী তখন - এ মোর উম্মতের কোরবানী।
আসহাব্‌রা শুনে ভেদ কি - নবীকে তখন বলেন
নবী কয় বিষে মরবে হাসান আর কারবালায় খুন হবে হোসেন।

নবী কেঁদে বলেন, মুসলিম জাহান দেখবে - ফোরাতেরই তীরে।।
১৬/০১/৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৬৮
কারবালারই স্মৃতি আবার - নিয়ে এল বুকে জ্বালা
পাক পাঞ্জাতন্‌রা খুনে রঞ্জিত - বিঁধেছিল তীরের মালা।।

খুনে রাঙ্গা হায় ইমাম হোসেন - মোর নবিজির নয়ন মনি
তোমার বুকের তাজা খুনে - কেঁপে যায় আজ আরশ খানি
আহা মা ফাতিমার দুলাল দেহে - রক্ত মাখা আজ লাল ধুলা।।

হায় জালিম সিমার রে তুই - বসেছিস হোসেনের বুকে
মা ফাতিমা হজরত আলীর - শত চুমা ঐ মুখে
আহা ঐ তনুভার নিতেন আমার - কোলে পিঠে রাসুলুল্লাহ।।

নিষ্ঠুর সিমার খঞ্জর চালায় - ইমাম হোসেনের গলে
সিমারের ঐ খঞ্জর বুঝি - শিহরী আজ আঁসু ফেলে
আকাশ বাতাস কেঁদে ওঠে আজ - কাঁদিছে দুনিয়া ওয়ালা।।

বিদায় লহ আবুল কাসেম - ওরে দু-ঘড়ির নওশা
সাকিনার হাতের মেহ্‌দি - হায় মুছে যায় বুঝি সহসা
হায় দুধের শিশু আসগার তরে - এক ফোটা পানি চেয়ে
দুশমন তীরে ঘুমায় সে আজ - আপন বুকের খুন পিয়ে
ওরে আরশ হতে এবার বুঝি - কেঁদে ওঠে খোদ্‌ আল্লা।।

ইবরাহিমের কোরবানী খোদা - পশুতে কবুল দিলে
নবিজির কোরবানীতে হায় - নবিজির কলিজাকে নিলে
ইসলাম কায়েমের তরে এই - সাদ্‌কা দিলেন রাসুলুল্লাহ্‌ ।।
০২/০৩/৭১

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫

সালাম লহ গো, লহ সালাম মোর
শহীদে কারবালা
তোমাদেরই কোরবানীতে
(আজ) ইসলাম রবি উজালা।।

সালাম লহ ইমাম্ হোসেন
নবীজির নয়ন মনি
তোমার বুকের তাজা খুনে
কেঁপে যায় আরশ খানি
আহা মা ফাতেমার দুলাল দেহে
(আজ) রক্ত মাখা লাল ধুলা।।

হায় অভাগা সীমার রে তুই
বসেছিস্ হোসেনের বুকে
মা ফাতেমা হজরত আলীর
চুমা আঁকা ঐ বুকে
আহা ঐ তনুভার নিতেন আমার
কোলে পিঠে রসুলুল্লা।।

নিঠুর সীমার খঞ্জর চালায়
ইমামা হোসেনের গলে
সীমারের ঐ খঞ্জর বুঝি
শিহরী আঁসু ফেলে
আকাশ, বাতাস কেঁদে ওঠে
(আজো) কাঁদিছে দুনিয়া ওয়ালা।।

সালাম লহ আবুল কাসেম
দু-ঘড়ির নওশা
শকীনার হাতের মেহেদী হায়
মুছে গেল সহসা
আহা কঙ্কন খুলে ধুলায় শুয়ে
বেহুস হয়ে কাঁদে বালা।।

দুধের শিশু আসগার তরে
এক ফোটা পানি চেয়ে
দুশমন তীরে ঘুমায় শিশু
আপন বুকের খুন পিয়ে
ওরে আরশ হতে এবার বুঝি
কেঁদে ওঠে খোদ্ আল্লা।।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহিমের কোরবানী খোদা
পশুতে কবুল দিলে
নবীজির কোরবানীতে হায়
নবির কলিজা নিলে
হায়রে ইসলাম কায়েমের তরে এই
সাদ্‌কা দিলেন রসুলুল্লা।।

রাক্ষুসী কারবালারে তোর
এ কোন্ সর্বনাশা পিয়াসা
হাজার বুকের তাজা খুনে
মেটালি তোর তিয়াসা
ও তোর পিপাসার খুন জোগাতে আজ
কত গৃহ হল নিরালা।।

সালাম লহ শত কোটি
কারবালার বীর সেনানী
সালাম লহ সন্তানহারা
স্বামী হারা মা, ভগিনী,
তোমাদের আঁসুতে আজও
ইসলামের দীপ রয় জ্বালা।।

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহা দো ইয়াজদাহাম

১৮৭

ফাতেহা দোয়াজ দহম ফের ফিরে এসেছে
ধরার বুকে কান্না হাঁসির জোয়ার লেগেছে।

আসমান হতে আজকের দিনে একটি তারা যায় খসে
মা আমিনার শুন্য কোলে সেই তারকা রয় বসে
আজ আস্‌মানের চাদ্‌ মা আমিনার কোলে এসেছে।।

আদি সৃষ্টি আহমদী নুর শুন্যাকাশে যা ছিল
জাহীর হল সে নুর ধরায় তাই মা আমিনার ঘর আলো
এ নুর নিয়ে চাঁদ সুরুযে বিবাদ বেধেছে
দিন ও রাত্রি এ নূর লাগি ভিখ্‌ মেঙ্গেছে
তাই দিবানিশির সন্ধিক্ষণে এ নূর এসেছে।।

মরুর বুকে এ নূর আসি প্রথমে জাহীর হল
চাঁদ সুরুযের জ্যোতি সবই এ নুর কাছে ম্লান হল
এ নূর আসি সারা জাঁহান আলো করেছে
কেউ জানে না মরুর বুকে কে এসেছে
(আজ) মরুর বুকে দোজাহানের সরকার এসেছে।।

আহ্‌মদী নুর ধরায় এসে মহাম্মদ নামে হয় প্রকাশ
দ্বীন-দুনিয়ার মালিক যিনি এঁরই মাঝে তার প্রকাশ
সবাই জানে দুনিয়াতে আজ রসুল এসেছে
ক্বাবা গৃহের বুত গুলা সব ভেঙ্গে পড়েছে
মুর্শিদ হাসান বলে দুনিয়াতে খোদ খোদা এসেছে।।

এক ফাতেহা দোয়াজ দহমে নবী ধরায় আসিল
আর এক দোয়াজ দহমে নবী চির বিদায় লইল
দুই দোয়াজ দহমের মাঝে যে যুগ কেটেছে
(নবী) বাদশা কভু, ফকির কভু, সেনা হয়েছে
দোজাহানের মালিক ধরায় রাখাল হয়েছে।।

বিদায় হজে নবীজি মোর সকলকে সালাম জানায়
কেয়ামত্‌ তাক্‌ মুসলিম যত আসবে যাবে এই ধরায়
(তাই) মুসলিম জাঁহান আজি তাঁকে সালাম দিতেছে
দোজাঁহানের বাসিন্দারা দরূদ ভেজিছে
আজ নবীজি মোর আহাদ সনে এক হয়ে গেছে।।

নবীজী মোর শুয়ে আছেন কে বলে গো মদিনায়
রহমাতুল্লিল্‌ আলামিন্‌ মোর আছেন সারা দুনিয়ায়
সারা জাহান মাঝে আমার নবী রয়েছে
আকাশ, বাতাস সবের মাঝে নবী রয়েছে
ঐ মুর্শিদ মাঝে দেখো চেয়ে রসুল এসেছে।।

Dhaka University Institutional Repository

ঈদ

৪৯১
শেয়র
এবারের এই ঈদের খুশী বৃথা না যায় দেখ
আমার ভাঙ্গা ললাটে আজ যা হয় কিছু লেখ।।

রোজার শেষে মন মাতিল ঈদের খুশীতে
উদ্ভাসিত সবে রবে আল্লার জ্যোতিতে।।

রোজাদারের প্রতিজ্ঞা আজ ঈদের চাঁদেরী
দিন গুনছে তারা সন্ধ্যা আর খেতে সেহেরী
রোজা পূর্ণ হবে কবে ঈদে আছে মাতিতে।।

ছয় তকবীরে ঈদের নামাজ পড়তে হবে আজ
এখন থেকে রোজাদার সাজছে সকাল সাঁঝ
সেদিন মুসলিম জাহান রবে বুকে বুকে মিলিতে।।
১৭/১০/৭৩

মুক্তিযুদ্ধ

৪৭৩
বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ বীর সেনার দল
জোর সে কদম চল তোরা ভাই জোরসে কদম চল।।

দেশ প্রেমের খুন তোদের ভিতর
ঝাপিয়ে পড় শত্রুর উপর
খোলা আছে সত্যের দোর
মুখে জয় বাংলা বল।।
জোর সে কদম চল.....চল।।

ধর্ম নিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র
মুক্তিযোদ্ধারা কর এই মহামন্ত্র
এইত তোদের ভাই মনের যন্ত্র
তখন হবে শত্রুরা বেকল।।
জোর সে কদম চল.....চল।।
১১/০৪/৭২

Dhaka University Institutional Repository

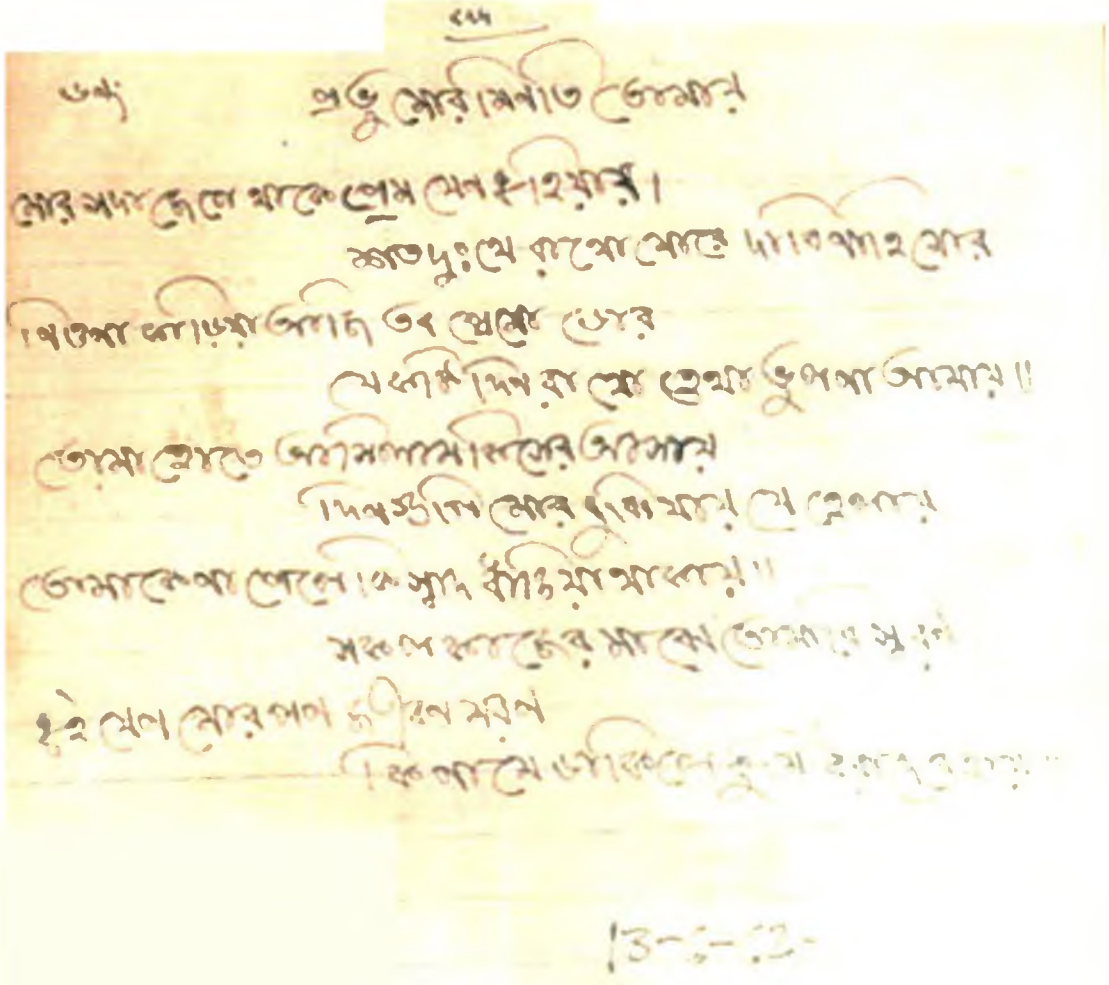

শাহ হাসান চিশতী-এর স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপির একটি গজল

প্রাপ্ত সূত্র : কানিজ শাম্মা মুশতারি

Dhaka University Institutional Repository

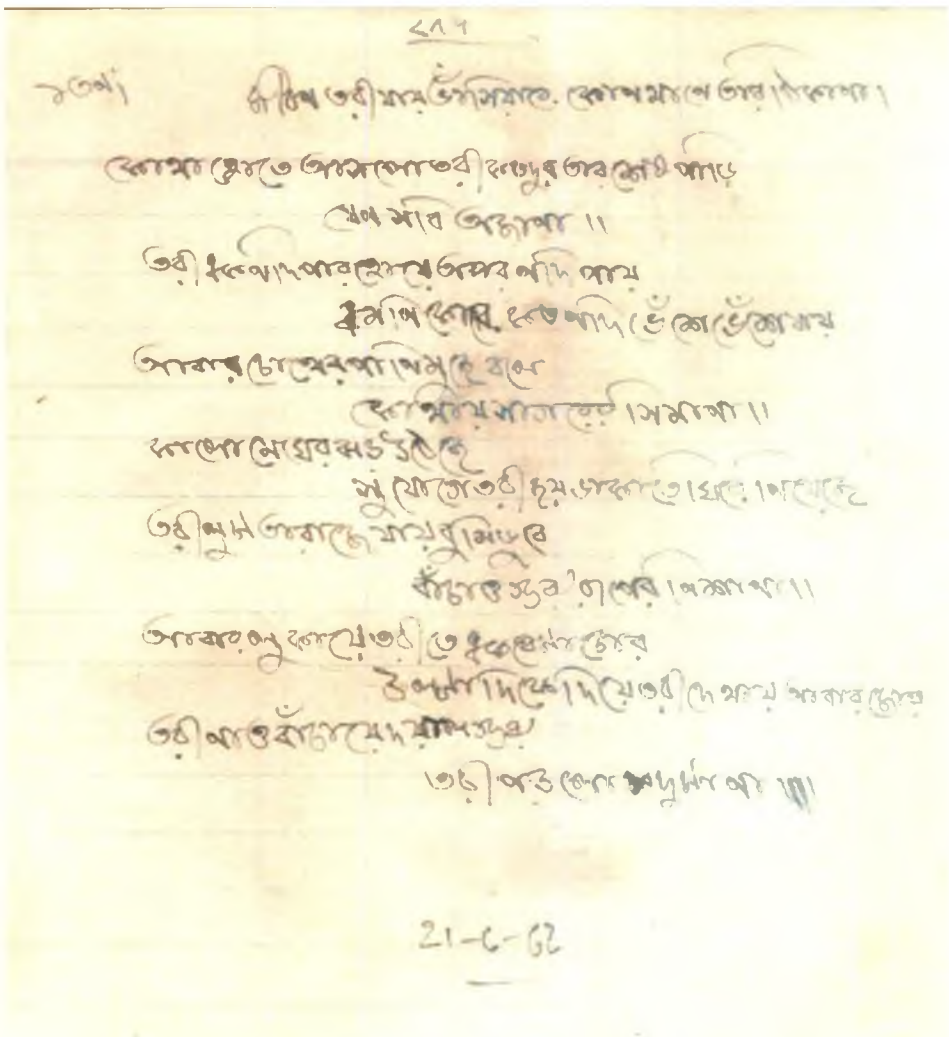

শাহ্ হাসান চিশ্তী-এর স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপির একটি গজল

প্রাপ্ত সূত্র : কানিজ শাহ্জা বুশরাবি

Dhaka University Institutional Repository

খ.গানের ভাবদর্শন সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

শাহ্ হাসান-এর গান সমূহের বিষয় ভাবদর্শন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থ 'রুহ্' থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ দেয়া হল-

রুহ্, কল্‌ব ও আক্‌ল অর্থাৎ আত্মা, জ্ঞান ও মন মানব দেহের মধ্যে যত প্রকার শক্তি বিশেষভাবে নিহিত থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে উক্ত ত্রিশক্তি প্রধান। এই ত্রিশক্তির পূর্ণ উন্নতি করার জন্যই যত প্রকার সাধন ভজন। মানব তার এই ত্রিশক্তির উন্নতি করতে করতে তার জাতে অর্থাৎ আল্লাহপাকের সহিত মিশে যায়। যেমন নাকি মানব দেহে সর্বশক্তির সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র চেতনা বিরাজিত, সেইরূপ আল্লাহ্পাক তাঁর মহান সর্বশক্তি সমন্বয়ে একটি মহান চেতনা সম, সদা জাগ্রত সদা বিরাজিত, কাজেই মানব যেমন মানব দেহধারী পরস্পরের সহিত চেতনার মাধ্যমে ভালবাসা করে সেইরূপ আল্লাপাকের সহিতও ঠিক ঐ একই নিয়মে ভালবাসা করতে হবে। যত রকমেরই এবাদত উপাসনা, সাধন, ভজন হউক না কেন, যদি নাকি উক্ত সাধন ভজনের সহিত পূর্ণপ্রেম নিহিত না থাকে, তাহলে উক্ত সাধন ভজনের প্রতিদান সরূপ বিভিন্ন রকমের শান্তির অধিকারী হবেন অর্থাৎ বেহেস্ত পাবেন কিন্তু আল্লাহপাককে পাবেন না।

আল্লাহপাককে প্রেম করার পথে একটি কঠিন স্বভাব আছে। উক্ত স্বভাবের নাম তসলিম ও রেজা অর্থাৎ আমার প্রতি আল্লাহপাক যা ইচ্ছা করেন তা সাদরে গ্রহণ করা। নিজের দিক হতে কোনরূপ চাওয়া-পাওয়ার কোন দাবি করতে হবে না। শুধু প্রত্যেক কাজ কর্তব্যের উপর দাঁড়িয়ে করতে হবে। প্রত্যেক প্রেমিকদের জন্য এই মোকামটি ভয়ানক কঠিন।

আল্লাহপাকের সপ্তসিন্ধু সম মহা আত্মা এবং মানুষের বিন্দুসম ক্ষুদ্র আত্মা এই দুয়ের মাঝে আড়াল হচ্ছে মানব দেহ এবং সূক্ষ্মেতে আড়াল হচ্ছে মিথ্যা শক্তি অর্থাৎ শয়তান। এই দুই বাধাকে ভেদ করে, ক্ষুদ্র বিন্দু মহাসিন্ধুর নিকটবর্তী হতে হতে একেবারে মিশে যেতে পারে।

অবশ্য তার চরম দয়া ও পরম করুণা না হলে, মানব এই অসাধ্য মনজিল অতিক্রম করতে পারে না।

তবে আল্লাহপাক তাকে দিয়ে করায়ে নেন যিনি তার দিকে ধাবিত হতে বার বার চেষ্টিত হন।

প্রেমই মানুষের উত্থান, প্রেমই মানুষের পতন, প্রেমই মানুষের আরম্ভ, প্রেমই মানুষের সমাপ্ত, প্রেমই মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করায়ে দেয়, আবার প্রেমই মানুষকে পশুত্ব এনে দেয়, প্রেমই ধ্বংস, প্রেমই পালন, প্রেমই শান্তিময়, প্রেমই অশান্তির কারণ, প্রেমই প্রেমিকের ভোগ্য, প্রেমই প্রেমিকের যোগ্য, প্রেমই স্বয়ং আগ্নেয়গীরি, প্রেমই স্বয়ং হিমালয়, প্রেমই জীবন, প্রেমই মরণ, প্রেমিকের জন্য আল্লাহ্ এবং আল্লার জন্য প্রেমিক। প্রেমের শক্তিতে ফারহাদ পাহাড় কেটে ঝরণা বওয়ায়ে ছিল, প্রেমের শক্তিতেই মনসুর হাল্লাজ খোদাই দাবি করে তা কার্যে পরিণত করেছিল। প্রেমের শক্তিতেই শাম্‌স তবরেজ মুর্দ্দা জিন্দা করেছিল; প্রেমের শক্তিতেই ওয়েসকুরনি কাঁচা দাঁতগুলি ভেঙ্গে ছিল; প্রেমের শক্তিতেই মুসা (আঃ) কতকাল রাব্বে আরনি বলে চিৎকার করেছিল, প্রেমের শক্তিতেই রসুলুল্লাহ্ পেটে পাথর বেঁধেও কর্তব্যচ্যুত হননি।

উল্লেখিত গানটি ১৭নং বাংলা গান। এর রচনাকাল নির্দেশিত আছে ২৭শে জুন ১৯৬২। গানটিতে সৃষ্টি রহস্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এই গযলটিতে আল্লাহপাক নিজে নিজের কথা বলেছেন। এ ভাবেই লেখা হয়েছে গযলটি। গযলটির প্রতিটি লাইনের ধারাবাহিক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

"লক্ষ কোটি বছর ধরে লা মোকামে ছিলাম
আরশখানি বানিয়ে এবার পানির পরে দিলাম।"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইন দুটিতে আল্লাহপাক বলেছেন যে, তিনি লক্ষ কোটি বছর ধরে লা মোকামে ছিলেন। "লা মোকাম" একটি আরবী শব্দ। "লা" অর্থ নেই আর "মোকাম" অর্থ ঘর, অর্থাৎ লা মোকাম অর্থ ঘরবিহীন অবস্থা। আদমের স্থূল দেহ তৈরি করার বহু পূর্বে আল্লাহপাক স্বীয় মহা সত্তা হতে মানব আত্মা বা রুহ সকলকে সাতন্ত্রতা দান করে বিকাশ করেছেন। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "কুলের রুহ মেন আমারে রাব্বি" অর্থ সকল আত্মা বা "রুহ্" রব অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা। সেজন্য রুহ্ বা আত্মা সৃষ্টি জগত বা "আলমে খালকের" অন্তর্গত নয়। সকল আত্মা "আলমে আমর" অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা জগতের অন্তর্গত। তাই মানব আত্মা বা রুহ্ আল্লাহর সৃষ্টি নয় আল্লাহর নিজেরই অংশ। এরপর মানবের দেহ অর্থাৎ আদমের দেহ সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহপাক গভীর গবেষণা করেন। এতে লক্ষ কোটি বছর কেটে যায়। আদম দেহ তৈরি করার পর আল্লাহ "রুহ্"কে তার ভিতর ফুতকার করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন "ওয়া নাফাক্ত ফিহেমের রুহী" (সুরা হেজর, আয়াত - ২৯) অর্থ আমি উহার মাঝে আমা হতে রুহ্ ফুতকার করিয়া দিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ ঘরে স্থান নিলেন। এজন্য মানব দেহকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। মানব দেহ সৃস্টির পূর্বে আল্লাহপাকের এই ঘর বিহীন অবস্থাকে আরবী ভাষায় লা মোকা বলা

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গানগুলি সামগ্রিক পর্যালোচনায় দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন একজন অতীত ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার চিন্তার স্ফূরণ ঘটেছে। তাঁর লিখিত তত্ত্বনিহিত একটি গানের পর্যালোচনা "অমিয় বাণী" গ্রন্থের আলোকে প্রণীত হল-

১.

লক্ষ কোটি বছর ধরে লা মোকামে ছিলাম
আরশ খানি বানিয়ে এবার পানির পরে দিলাম॥
এবার আবে হায়াত নিয়ে খেলা করতে হবে মোরে
জীবন পানির প্রাণী করি ইচ্ছা শক্তির জোরে
হাজার মখলুক করেও আমি শান্তি নাহি পেলাম॥
ওয়াহেদ থেকে আহাদে এসে আহম্মদে যেয়ে
তাহার পরে থাকলাম আমি আদম নাম হয়ে
সুক্ষে এবার আমি আজি ফেরেস্তা নাম নিলাম॥
জালাল আমার সুক্ষেতে আজ উত্তেজিত হয়ে
আব, আতশ আর খাক, বাদ আসলো এবার বেয়ে
এবার দেহধারী প্রাণী বলে জীবন পেয়ে এলাম॥
গুটিপোকা বাসা বেঁধে যেমন থাকে গাছের পরে
নিজ হাতে ঘর বানায়ে থাকে তাহার ভিতরে
তেমনি আদম শরীর বানায়ে এবার তাহার মধ্যে গেলাম॥

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। আল্লাহপাক যেখানে অবস্থান করেন সে স্থানকে "আরশ" বলে। মানুষের দেহের মধ্যেই আল্লাহর আরশের অবস্থান। সেজন্য হাদীসে বলা হয়েছে "কুলুবুল মোমেনিনা আরশাল্লাহ তায়ালা" অর্থাৎ বিশ্ববাসীর অন্তরই আল্লাহর আরশ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন "আফিয়ান ফুসেকুম আফলা তুবসেরুন" (সুরা : জারিয়াত, আয়াত - ২১) অর্থ: আল্লাহপাক মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন "আমি তোমার জানের সাথে মিশ্রিত রয়েছি, তা তুমি দেখছো না? অর্থাৎ মানুষের মাঝেই আল্লাহ অবস্থিত আছেন। তাই মানুষের দেহই হচ্ছে আল্লার ঘর। মানুষের এই দেহ যখন প্রথম গঠন হতে থাকে তখন পুরুষের শুক্রানু ও নারীর ডিম্বানুর মিলনের ফলে সৃষ্টি নিষিক্ত ডিম্বানু রূপেই থাকে। এই নিষিক্ত ডিম্বানু অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও আনুবিক্ষণিক। ক্রমে ক্রমে ভ্রুণতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ডিম্বানু মানুষের পূর্ণাঙ্গ শরীরে রূপ নেয়। মানব দেহের প্রথম অবস্থা শুক্রানু, ডিম্বানু, নিষিক্ত ডিম্বানু সবই তরল জাতীয় পদার্থের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই রহস্যময় সত্যকে ইঙ্গিত করে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন "ওয়াকানা আরশোহু আলাল মায়ে" (সুরা হুদ; আয়াত - ৭) অর্থাৎ আল্লাহর আরশ পানিতে ভাসছিল। এই সত্যই আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত দুটি ছত্রে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

"এবার আবে হায়াত নিয়ে খেলা করতে হবে মোরে
জীবন পানির প্রাণী করি ইচ্ছা শক্তির জোরে"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনে "আবে হায়াত" বলে একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। "আবে হায়াত" দুটি আরবী শব্দ সংযোগে একটি সংযুক্ত শব্দ। "আব" অর্থ পানি আর "হায়াত" অর্থ জীবন। অর্থাৎ "আবে হায়াত" শব্দটির অর্থ জীবন পানি অর্থাৎ যা খেলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে অর্থাৎ আর কখনো মরে না। পুরুষের বীর্য অর্থাৎ শুক্রানু নারীর ডিম্বকে নিষিক্ত করে এবং একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সন্তানে পরিণত হয়। অর্থাৎ সন্তান হচ্ছে পিতা ও মাতার দেহেরই অংশ যা বীর্য ও ডিম্বের পরিবর্তীত ও বিকশিত রূপ। সন্তানের মাঝেই বেঁচে থাকে পিতামাতার দেহেরই অংশ। সুতরাং সে দিক দিয়ে বলা যায় যে, পিতা মাতাই বেঁচে থাকে সন্তানের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলা যায় প্রথম মানব ও মানবী অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া এই মানব জাতির মাঝেই অমরত্ব লাভ করেছেন কারণ তাঁদের দেহের অংশইতো সন্তানের মাঝে জীবিত রয়েছে। প্রথম মানব ও মানবী শয়তানের প্ররোচনায় "গন্দুম" অর্থাৎ যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন, সেই ফল সম্পর্কে শয়তান বলেছিল এ এমনই এক ফল যা খেলে আদম ও হাওয়া অমরত্ব লাভ করবে। তাসাউফবাদীদের কাছে "গন্দুমের" রহস্য পরিষ্কার আছে। এটি যৌন মিলন। এ মিলনে নারী পুরুষের বীর্যকে ধারণ করে। যার ফলশ্রুতিতে সন্তান ধারণ হয় এবং নারী- পুরুষ সন্তানের মাঝে অমরত্ব লাভ করে। তাই এই বীর্যকেই আবে হায়াত বলা হয়েছে। কারণ এই বীর্যই হল এমন একটি তরল পদার্থ যার মাধ্যমে মানুষ লাভ করে অমরত্ব। প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই এই বীর্য রূপ পুরুষ শক্তিকে নারী শক্তি নিজের মধ্যে ধারণ করে অমরত্ব লাভ করে। তাই সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যেই এই বীর্য রূপ শক্তির দ্বারাই তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে এবং অমরত্ব দান করেছে। এই সত্যই পীর হযরত তাঁর এই আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

"হাজার মখলুক করেও আমি শান্তি নাহি পেলাম"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনে পীর হযরত এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্পাক মানুষের দেহ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের ধর্ম ইসলামে আঠার হাজার মখলুকাতের কথা বলা হয়েছে। মানুষ বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত মখলুককে আল্লাহ্পাক আগেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন মানুষ ছাড়া বাকি মখলুকাত দিয়ে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তিনি মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়া বাকি মখলুকাত সৃষ্টি করেও তৃপ্ত হলেন না। তিনি সর্বশেষে মানুষের দেহ তৈরি করে তার ভিতর "রুহ্" বা আত্মা ফুতকার করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মখলুকাত এই মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তিনি এই মানুষকে নিয়েই তাঁর বিশ্ব লীলা খেলা খেলছেন। এই পৃথিবীর বুকে মানুষই তাঁর প্রতিনিধি। মানুষই এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহকে পরিচিত ও প্রকাশিত করে। এই তত্ত্বই আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনে পীর হযরত ব্যক্ত করেছেন।

"ওয়াহেদ থেকে আহাদে এসে আহম্মদে যেয়ে
তাহার পরে থাকলাম আমি আদম নাম হয়ে
সূক্ষ্মে এবার আমি আজি ফেরেস্তা নাম নিলাম"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলি পীর হযরত আদি হতে ধারাবাহিকভাবে সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিকাশকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। যখন কোন কিছুর বিকাশ লাভ হয়নি তখন মহান আল্লাহপাক এক অসীম, অখণ্ড, চিরবিরাজিত, সর্বব্যাপী আদি শক্তি রূপে বিরাজিত ছিলেন। আল্লাহ্পাকের এই আদি অবস্থাকে "ওয়াহেদ" বলা হয়। মহান আল্লাহ্পাক তাঁর এই আদি "ওয়াহেদ" সত্তার মাঝে এক মহাআলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং "আহাদ" শক্তিকে বিকশিত করেন। এভাবে তিনি "আহাদ" শক্তি হতে "আহম্মদ" শক্তিকে বিকশিত করেন। তারপর এই দুই শক্তি "আহাদ" ও "আহম্মদ" এর সংযোগে অর্থাৎ মিলনে তৃতীয় শক্তির বিকাশ ঘটান। সেই তৃতীয় শক্তি হচ্ছে আদমের সূক্ষ্ম আত্মা শক্তি। এরপর আল্লাহপাক জগত সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেন। একাজের প্রথমেই তিনি সূক্ষ্ম জগতে ফেরেস্তা সৃষ্টি করেন।

"জালাল আমার সূক্ষ্মেতে আজ উত্তেজিত হয়ে
আব, আতশ আর খাক, বাদ আসলো এবার বেয়ে
এবার দেহধারী প্রাণী বলে জীবন পেয়ে এলাম"।

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে পীর হযরত ব্যক্ত করেছেন যে, মহান আল্লাহপাক সূক্ষ্ম জগতে তাঁর মহা ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম জগতের ফেরেস্তা শক্তি হতে চারটি স্থূল শক্তি আব, আতশ, খাক ও বাদ অর্থাৎ আগুন, হাওয়া, পানি ও মাটির সৃষ্টি করেন। এরপর আল্লাহ্পাক পৃথিবীকে সুগঠিত ও সুসজ্জিত করে এর মধ্যে সকল দেহধারী প্রাণীর সৃষ্টি করেন।

"গুটি পোকা বাসা বেঁধে যেমন থাকে গাছের পরে
নিজ হাতে ঘর বানায়ে থাকে তার ভিতরে
তেমনি আদম শরীর বানায়ে এবার তাহার মধ্যে গেলাম"।

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে পীর হযরত মানব দেহ সৃষ্টির বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। গুটিপোকার জীবন চক্র হতে পীর হযরত সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন। গুটিপোকা অর্থাৎ রেশম পোকা নিজের মুখের লালা দিয়ে নিজেকে বেষ্ট করে গুটি অর্থাৎ ঘর তৈরি করে এবং তার ভিতর অবস্থান করে। ঠিক তেমনই মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীর বুকে আদম দেহ তৈরি করে তার ভিতর তাঁর স্বীয় অংশ অর্থাৎ "রুহ্" ফুতকার করে দিয়েছেন। মানব দেহে "রুহের" অবস্থানই হচ্ছে আল্লাহপাকেরই অবস্থান। তাই মানব দেহকে "বায়তুল্লাহ্" বা আল্লাহর ঘর বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.
মহা সিন্ধুর ঢেউয়ের জোরে ছিটকে গেল বিন্দু বারী
আট্‌কা পড়লো দেহ পিঞ্জরে এ যে স্বয়ং অংশ তারী।।

বিশ্বলীলার জগত স্বামী
পৃথক আর কতকাল থাকব আমি
সাধন ভজন করা সত্ত্বেও এই ভাবনায় কেঁদে মরি।।

ছিন্ন হওয়ার এক যন্ত্রণা
তায় মিথ্যার সদা কুমন্ত্রণা
তাই বলি ওগো বিশ্ব প্রভু আর তো আমি সইতে নারি।।

তোমার মহাশক্তির বিকাশ খেলা
তবে বিচার কেন হবে আমার বেলা
যে উদ্দেশ্যে খেলা করলে তুমি যেন উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি।।

আলোচ্য গযলটি পীর হযরত কেবলাহ্‌র ১৮নং বাংলা গযল। এই গযলটি তিনি ১৯৬২ সনের ৩০ শে আগস্ট রচনা করেছিলেন। এই গযলটির মধ্যে তিনি সৃষ্টি রহস্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে গযলটির ধারাবহিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হল।

"মহা সিন্ধুর ঢেউয়ের জোরে ঠিকরে গেল বিন্দু বারী"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনটিতে 'মহা সিন্ধু' শব্দটি দ্বারা পীর হযরত আল্লাহ্‌পাকের অনন্ত অসীম অখণ্ড আদি সত্তাকে বুঝিয়েছেন। এই আদি সত্তাকে ইলমে তাসাউফের ভাষায় 'ওয়াহেদ' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আদি সত্তা নিজে বিকশিত হওয়ার জন্য নিজের মাঝে এক মহাআলোড়নের সৃষ্টি করে। এ মহাআলোড়নের ফলেই এই আদি সত্তা হতে আদি পুরুষ শক্তি সত্তা 'আহাদ' ও আদি নারী শক্তি সত্তা 'আহম্মদ' এর বিকাশ লাভ ঘটে। তারপর এই দুই সত্তার সংযোগে সঙ্গমে অর্থাৎ মিলনে তৃতীয় সত্তা অর্থাৎ আদমের আত্মা বা 'রুহ্' সত্তার বিকাশ লাভ হয়। এই 'রুহ্' বা আত্মা মহান আল্লাহপাকের অংশ। আল্লাহপাকের মহাঅস্তিত্ব হতেই বিকাশ লাভ করেছে। আল্লাহপাকের মহাঅস্তিত্বের সাথে এর শুধু পরিমাণের ব্যবধান। উপমা স্বরূপ পীর হযরত আল্লাহপাককে মহা সিন্ধু এবং মানব আত্মাকে বিন্দু বলে আখ্যায়িত করেছেন। উপমা স্বরূপ মহা সিন্ধুও যে পানি আর এক বিন্দু পানিও সেই পানি। শুধুমাত্র পরিমাণের ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় আত্মার বিকাশকে তিনি 'ঠিকরে গেল বিন্দু বারী' বলে বর্ণনা করেছেন।

"আটকা পড়লো দেহ পিঞ্জরে এযে স্বয়ং অংশ তারী"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনটিতে পীর হযরত এটা বুঝিয়েছেন যে, মানব আত্মার বিকাশ লাভের পর মহান আল্লাহপাক এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাঝে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করে মানুষের উপযোগী করেছেন। এই পৃথিবীর বুকে তারই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি মানুষের দেহ সৃষ্টি করে তার ভিতর মানুষের আত্মা অর্থাৎ 'রুহ্' কে ফুতকার করেছেন। একথা তিনি

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। 'ওয়া নাফাক্তো ফিহেমের রুহী' (সুরা হেজর, আয়াত - ২৯) অর্থঃ আমি উহার মধ্যে 'রুহ্' ফুতকার করিয়া দিলাম। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্পাকেরই অংশ 'রুহ্' মানব দেহের মধ্যে আটকা পড়লো। এই সত্যই পীর হযরত তার এই গযলটির উপরোক্ত লাইনটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"বিশ্ব লীলার জগত স্বামী
পৃথক আর কতকাল থাকবো আমি
সাধন ভজন করা সত্তেও এই ভাবনায় কেঁদে মরি।।"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে পীর হযরত "বিশ্ব লীলার জগত স্বামী" বলতে তিনি মহান আল্লাহপাককেই বুঝিয়েছেন। আল্লাহর পথের একজন পথিক আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আশায় সাধন ভজন ও প্রেম স্মরণে রত থাকে। এই সাধনার পথে তাকে এক সুদীর্ঘ বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করতে হয়। এক পর্যায়ে তখন তার প্রাণ কাঁদতে থাকে এ কারণে যে, সে কবে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে। আল্লাহ প্রেমিকের অন্তরের এই অনুভবের কথাই সুন্দরভাবে পরিস্ফূটিত হয়ে উঠেছে আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে।

"ছিন্ন হওয়ার এক যন্ত্রণা
তায় মিথ্যার সদা কুমন্ত্রণা
তাই বলি ওগো বিশ্ব প্রভূ আরতো আমি সইতে নারি।।"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে পীর হযরত এটাই বলেছেন যে, আল্লাহপাক তাঁর মহাঅস্তিত্ব হতেই মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে পৃথক করে রেখেছেন। কিন্তু মানুষের মাঝে একটি ধর্ম দিয়েছেন সেটি হল মানুষ পুনরায় তার মূল সত্তার দিকে অর্থাৎ আল্লাহপাকের মহাঅস্তিত্বের সাথে একিভূত হতে চায়। কিন্তু মানুষ তা অনায়াসে অর্জন করতে পারে না, তাকে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয় কারণ মানুষের ভিতর আর একটি বিপরীত শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ্ যা মানুষকে নিয়ত বিপথগামী করার কুমন্ত্রণা দেয়। এই কু-শক্তির বিকাশ রূপ হচ্ছে রিপু। মানুষ যখন কৃচ্ছ সাধনা করে রিপুর বেষ্টনি হতে নিজেকে মুক্ত করে ফেলে এবং আল্লাহমুখী হয় তখন তার ভিতর ক্রমান্বয়ে আল্লাহপাকের সাথে মিলিত হবার আকুতি বৃদ্ধি পায় এবং সে ধীরে ধীরে আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এক সময় তার বিচ্ছেদ ব্যাথা সহ্যের সীমা অতিক্রম করার মত হয়। আল্লাহ প্রেমিকের এসব অবস্থার কথাই পীর হযরত তাঁর এই গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"তোমার মহা শক্তির বিকাশ খেলা
তবে বিচার কেন হবে আমার বেলা
যে উদ্দেশ্যে খেলা করলে তুমি যেন উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি।।"

আলোচ্য গযলটির উপরোক্ত লাইনগুলিতে পীর হযরত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি একটি অভিযোগ এনেছেন। আল্লাহর সাথে মানুষের প্রভূ ও দাস, প্রভূ ও প্রতিনিধি, বিশ্বপিতা ও বিশ্ব সন্তান এরূপ সম্পর্ক ছাড়াও আরও একটি সম্পর্ক আছে। যেটি হল আশেক মাশুকের সম্পর্ক। আল্লাহপাক হলেন মাশুক ও মানুষ হল তাঁর আশেক। আশেক - মাশুক অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার সর্ম্পক যেখানে থাকে সেখানে মান-অভিমান থাকতেই পারে। তেমনই একটি বিষয় অভিব্যক্ত হয়েছে এই গযলের উপরোক্ত লাইনে। পীর হযরত বলেছেন আল্লাহপাকের এই বিশ্ব লীলা খেলা হল তাঁর মহাশক্তির বিকাশ খেলা। তিনি এই জগতের মাঝে পরিচিত প্রশংসিত হতে চান। মানুষের মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহপাক এই জগতে পরিচিত ও প্রশংসিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। আল্লাহপাক এই মানুষকে নিয়েই তাঁর এই বিশ্ব বিকাশ খেলা খেলছেন। মানুষকে বাদ দিয়ে আল্লাহপাকের এই মহাবিকাশ খেলা চলে না। মানুষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই মহালীলা খেলায়। অথচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে নিয়োজিত থেকেও মানুষকে তার কর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হয় আল্লাহর কাছে। তাই পীর হযরত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এক অভিমানের সুরে আল্লাহকে বলেছেন, তোমার এই মহাবিকাশ খেলায় আমি বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করলাম। আর তুমি আমাকে শেষে বিচারের সম্মুখীন করলে। আবার পরক্ষণেই সব অভিমান অভিযোগ ঝেড়ে ফেলে পীর হযরত মহান আল্লাহর কাছে তার অন্তরের অভিলাস ও প্রার্থনার কথা ব্যক্ত করেছেন- যেন তিনি আল্লাহপাকের এই বিশ্বলীলা খেলায় মহৎ উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে পারেন এবং আল্লাহপাকের সন্তুষ্টিভাজন হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুরের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সুর প্রয়োগরীতি, ধরণ ও গায়কীতে কোনো ঘরানার প্রভাব আছে কিনা বা শাহ্ হাসান সঙ্গীতের সুরের চলন ও প্রয়োগের রীতি ও গায়কী এক স্বতন্ত্র ঘরানার প্রকাশ-(প্রসঙ্গ আলোচনা ও বিশ্লেষণ)

সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সংগীতের ভিন্নতা আছে। এই গজল বা গানগুলি কেবল গান নয় ভক্তবৃন্দের কাছে আরাধনার বিষয়বস্তু। এই অমূল্য গানগুলি যখন মাহফিলে পরিবেশন করা হয় তখন এর সাথে ছন্দে ও তালে আশেকগণ জিকির করে থাকেন। অমূল্যবাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশিত সংগীতের নিমগ্নতায় জিকিরে জিকিরে সুর ও বাণীর শ্রবণ করতে করতে আশেককুল রূপ থেকে অরূপলোকে বিরাজ করে।

গানের সঙ্গে তবলার তাল, সেতারের ঝংকার, হারমোনিয়ামের সহযোগ ও কণ্ঠের মাধুকারিতায় সুফি গানের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ রচিত হয়। এই সুরের বা গায়কীর নিমগ্নতা ভিন্ন। যিনি পরিবেশন করেন তিনি মুর্শিদ রূপকে বরযখে নিয়ে তার অন্তরের প্রেমের নৈবেদ্য সাজায় পরিবেশনার মাধ্যমে। প্রেম আর সুরের সুললিত উপস্থাপনে গানগুলি হয়ে উঠে প্রতিটি আশিক হৃদয়ের আর্তি। যিনি শিল্পী তিনি বিশেষ একটি রূপ ও ভাবকে অবলম্বন করে সঙ্গীতে নিমগ্ন হন, শ্রোতাও সে ভাব শ্রবণের মাধ্যমে পৌঁছে যান রূপ থেকে অরূপলোকে ।

এ গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে বাণীর গভীরতা অনুযায়ী, গুঢ়তত্ত্বকে উপস্থাপনের জন্য এবং আশেক প্রেমকে জাগ্রত করার জন্য গানের উল্লেখযোগ্য অংশগুলি একাধিকবার উপস্থাপন করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব স্থানে তালের আলাদা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে আমাদের লোকযন্ত্র দোতারা ও করতালের ব্যবহার কখনো কখনো দেখা যায়। তবে গবেষণা সূত্রে জানাযায় যে, ১৯৬৩ তে আব্দুল মালেক চিশ্‌তীর আগমনের পর থেকেই পারস্যের কোনো কোনো আউলিয়াদের দরবারের রীতি অনুযায়ী সেতারে গজল বা গান পরিবেশনের রীতি শাহ্ হাসানের সঙ্গীতে অব্যাহত আছে।

এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় জানা যায় যে, আব্দুল মালেক চিশ্‌তী ভারতে অবস্থানরত অবস্থায় হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীত চর্চাসহ সেতারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, মূলত শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর ইচ্ছেতে ও অনুমতিতে তিনি প্রথম সেতার বাজিয়ে গজল পরিবেশনের রীতিটি প্রবর্তন করেন।

মুখে গান পরিবেশন করে আঙুলে মেজরাফের ঝংকারে সেতারে সুর তুলে গান করা নিঃসন্দেহে এক ভিন্নরূপ ও মেজাজ তৈরি করে, যা সচরাচর দেখা যায় না আমাদের দেশে।

শাহ্ হাসানের সঙ্গীতের পরিবেশনের এই ব্যতিক্রম রীতি, যন্ত্রের অভিনব ব্যবহার, ভাব ও একাগ্রতার বিশেষ যোগ, গায়কীর মাঝে শিল্পীর ধ্যানযুক্ত নিমগ্নতায় এক স্বতন্ত্র ঘরানার তৈরি হয়েছে। যে ঘরানার ভীত ইচ্ছাকৃত গড়া হয়নি। বরং গড়ে উঠেছে সুর, অমূল্য বাণী, তাল, গায়কী ও যন্ত্রের ব্যবহারে।

এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর সঙ্গীত এক স্বতন্ত্র ঘরানা। যে গানে শুধু সুর, তাল ও ভাব পরিবেশনের মুখ্য বিষয় নয়। এগানে শিল্পীকে নিমগ্ন হতে হয় তাঁর ধ্যানে।

এ পথ নিষ্কাম প্রেমের পথ। এ আলোকিত পথের সন্ধান চেয়ে আশেক-মাশুকের কাছে তার করুণা প্রার্থনা করে। যে সুর ও বাণীর নিমগ্নতায় আশেক খুঁজে ফেরে মাশুককে, সেই সুর ও বাণীই এই গানের প্রাণ। সে সুর কখনো থাকে লোকসুরাশ্রিত হয়ে সহজ মানুষের সাধারণ কথার বুননে মাটির সহজ সুর হয়ে। কখনও বা পারস্যের টপ্পা রীতির সুরে, কখনওবা কাওয়ালী ঢঙ্গে, কখনও রাগাশ্রিত আবার কখনও বাংলার কীর্তন রামপ্রসাদী সুরে। কখনওবা বিরাগ ব্যথায় তালহীন বৈতালিক পরিবেশনায় আশেক হৃদয়ে আর্তনাদ তোলে। তাঁর গানে বৈচিত্রপূর্ণ সুরের ব্যবহার এবং সুর ও বাণীর সন্নিবেশ, বাংলার মারফতী-মুর্শিদী ও আধ্যাত্মিক গানে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলার মরমী, আধ্যাত্মিক ও সুফি সম্প্রদায়ে এমন সঙ্গীত একেবারেই অপ্রতুল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ হাসান সঙ্গীতের বিষয় এর দর্শন ও মূল্যবোধ ও সুরবৈচিত্র সম্পর্কে গবেষণা মোতাবেক আলোকপাত

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র সঙ্গীত বিষয় বিভাজন প্রসঙ্গে গবেষণাপত্রে ২য় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গীতের মূলভাব প্রেম কারণ স্রষ্টার সাথে সংযোগের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম এটি। সুরের মুগ্ধতা দিয়ে স্রষ্টার প্রতি সেই প্রেম অনুরণিত হয়েছে তাঁর গানে-

"বাঁশীতে কি সুর বাজে
বাঁশী কি বাজে নিজে
না-বাজায় কোন জনা।"

উল্লেখিত তিনটি চরণের মধ্যে মানবদেহের রূপক হিসেবে বাঁশীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখিত চরণসমূহ সহজ-সাবলীল ভাষায় রচিত। তাই কোনো প্রকার তত্ত্ব আলোচনা ব্যতীত এই চরণ তিনটির মর্ম অনুধাবন করা যায়।

সাত স্তবক আসমানে ঈশ্বরের আবাস নিয়ে তিনি অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মত বিচলিত হননি। তিনি লিখেছে- "মানুষে মানুষ খোঁজে মানুষে সাঁই বিরাজ করে।" দোজখ ও বেহেশতের লোভকে যারা সংবরণ করতে পারে না তাদের জন্য এ পথ নয়। আল্লাহকে চাওয়া ও পাওয়াই এ পথের পথিকদের মূল লক্ষ্য থাকে। সদা অন্তরে থাকে সেই মহাশক্তির সাথে মিলিত না হতে পারার হাহাকার।

শাহ্ হাসানের লিখনীতে তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে -

লক্ষ্য নদীর যোগাযোগ–পূর্ণ সাগর সনে
তেমনি দয়াল তোমার সহিত–এস মোর মনে॥

যারা হয় স্বর্গ লোভী–স্বর্গ তাদের দিয়ে দাও
অনাথ তব প্রেম ভিখারী–আমার হয়ে যায়
তব মোর গোপন তত্ত্ব–কি জানবে অপরজনে॥

নদী যেমন দৈনন্দিন–জোয়ার ভাটায় চলে
আমি ধন্য হতাম ভবে–জীবন নদী যোগ হলে
মনে পেলে শান্তি পাব–এদের শান্তি ধনে॥

আকাশ পাতালের সম্বন্ধ–যেমন চুম্বক টানাটানি
তেমনি সব আমার রহস্য–আছে ঠিক এরূপ জানি
যারা আছে ভুলে পেলাম না–শুধু আছি রণে॥

অংশ হয়ে ধ্বংস আমি–পারি না সহিত রিপুর
যুদ্ধ আমি করতে আছি–তুমি থেক না আর দূর
পূর্ণ চন্দ্র বিকাশ হোক–কাঁদছি আমি কোনে॥

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, শাহ্ হাসান তাঁর অনুসারীদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসতেন। তাঁর একদিনের আলোচনার বিষয়বস্তুসমূহ তাঁর এক অনুসারী খন্দকার মাহফুজুর রহমান চিশ্‌তী খাতায় লিখে রাখতেন। তাঁর দর্শন সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি তার লেখা থেকে আলোচনার একটি অংশ আমাকে দিয়ে বাধিত করেছেন। লিখিত একদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু এখানে সরাসরি প্রদান করা হল।

৯/৮/৮১ (রোববার)

অদ্য আলোচনার প্রারম্ভেই কাশেম ভাইজান (একজন অনুসারী) হজরত কেবলাকে অনুরোধ করলেন যে, জীব আত্মা স্বপ্ন দেখে কিনা? মোরশেদ কেবলা বললেন, ইহা আমাদের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় এবং বললেন জীব আত্মা স্বপ্ন দেখে না। ইহার পর মোরশেদ মওলা যাহা আলোচনা করলেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

১। বিশ্বপ্রভূর বিকাশ প্রকাশ মানুষের মাধ্যমে। তাঁর কোনো কিছু প্রকাশ করতে হলে তিনি মানুষের মুখ ব্যবহার করেন। কারণ মানুষের সঙ্গে আল্লাহুর সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা পৃথক কিছুই নয়। শুধু সিন্ধু ও বিন্দুর ন্যায় প্রভেদ মাত্র।

২। যেমন, শাম্‌স্ তবরেজ বাবা মুরদাকে জিন্দা করার সময় বললেন, কুম্বে ইজ্‌নি। তখন জাত ও সেফাত এক হয়েছিল।

৩। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম আত্মা ছাড়া অচল। তিনি আমাদের মাঝেই আছেন এবং তাঁহার মাঝেই সবকিছু। (Physical Concious) আমি এবং (Inner Concious) হচ্ছেন তিনি।

৪। যাহা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে ভাণ্ডে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সবকিছুই মানুষের মধ্যে নিয়োজিত আছে।

৫। মানুষ শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁর মধ্যে আত্মা, জ্ঞান ও মন নিয়োজিত। আত্মা অর্থাৎ দেহের বাদশাহ ইচ্ছা করে তাহা জ্ঞান গ্রহণ কোরে প্রমাণের সহিত জাজমেন্ট দেয় তাহা মনে এসে জিবরীলের দ্বারা প্রকাশ হয়। ইচ্ছা সৃষ্টি ও প্রয়োগ আত্মার কাজ।

৬। পাঁচটি জিনিষ আরশে। আত্মা, স্থান, চেয়ার, কলম ও বোর্ড। (লওহে মাহফুজ)।

৭। আলোর গতি হতে আত্মার গতি কমপক্ষে দশ গুণ বেশি। সে কারণে বলা হয়েছে আত্মারগতির কোন সময় বা জায়গা নাই। যদিও সময় স্পেস (জায়গা) আছে।

৮। ধর্মের স্বরূপ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতাবাদ।

৯। সর্বশেষে মালিক বললেন, মানুষ হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার, মহাঅস্তিত্বের, শেষ যোগ্যতা। যাঁকে সৃষ্টি করতে তাঁর সর্বস্ব নিয়োজিত করেছেন। তাঁর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে আমরা তাঁকে ভুলে আছি। আমাদের কি তাঁর প্রতি কিছুই করণীয় নাই? তাঁর স্মরণ হতে দূরে থাকলে, তাঁর সবকিছুকে অস্বীকার করলে চরম ভুল হয়ে যাবে।

সেই মহান স্রষ্টাকে চেনা, জানা, বোঝা, দেখা ও পাওয়া হোক আর না হোক তাঁর স্মরণে, তাঁর প্রেমে আমরণ নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। আমাদের এইটাই সব চাইতে বড় গর্ব হওয়া উচিত যে, আমরা তাঁর পথে আছি। তাঁর স্মরণে আছি। এই বলে বাবা হযরত কেবলা বেলা ৩.৩০ মিনিটে আলোচনার সমাপ্তি টানলেন।

এছাড়া শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র লিখিত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন ও চিন্তাধারার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত ভাব থেকে তাই প্রকাশ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের নাম :-

১. আমি কে
২. গেযায়ে রুহ্
৩. মযহবে সুফি বা সুফির ধর্ম্ম
৪. আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা
৫. যুগের ধর্ম ও মানবতা
৬. রুহ্
৭. ধর্মের নিহিত তত্ত্বের সন্ধানে

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী মযহবে সুফি বা সুফির ধর্ম্ম গ্রন্থে সুফি শব্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন - 'সুফি' শব্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করছি। 'সুফি' : 'সাফ' ও 'সোফ্‌ফা' - 'সুফ' বলা হয় পশমকে। এই সুফি মতবাদের শিক্ষা যখন হযরত মহম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) পেলেন, তখন হযরত মহম্মদ মোস্তফা (সাঃ) নিজের উম্মতদের মধ্যে উপযুক্ত উপযুক্ত দেখে গোপনভাবে এই শিক্ষা দিতে রইলেন। হযরত মহম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) -এর উম্মতদের এই দলীয় লোক কাঁধে ভেড়ার পশমের কম্বল ও হাতে লাঠি নিয়ে চলতেন বলে এঁদের সুফি বলা হত এবং পরে 'আসহাবে সোফ্‌ফা' বলে নির্ধারিত হয়। এই দলকে হযরত মহম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) অত্যাধিক ভালবাসতেন। এই দলের খানকা শরীফ মসজিদে নবুইর সংলগ্ন ছিল।

সুফি মতবাদের শিক্ষা হুজুর সাল্লাম অতিগোপনভাবে রেখেছিলেন এবং গোপনভাবেই শিক্ষা দিতেন। তার কারণ এই শিক্ষার মধ্যে পূর্ণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও পূর্ণ স্রষ্টাতত্ত্ব আছে। এই শিক্ষা হুজুর সাল্লাম তাঁর দেহধারী অবস্থায় থাকাকালীন সবচেয়ে বেশী দান করেছিলেন হযরত আলি (কঃ)কে। সেই জন্য হুজুর সাল্লাম বলেছিলেন যে - 'আনা মদিনাতুল ইলম্ ওয়া আলিয়ুঁন বাবহা' অর্থাৎ আমি জ্ঞান ও বিদ্যার শহর এবং উক্ত শহরের দ্বার আলি। তারপর যখন হুজুর সাল্লাম দেহত্যাগ করলেন, পরে এই সুফি মতবাদের শিক্ষা হযরত আলী (কঃ)-এর উপর পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে। এই শিক্ষাকে সুফিরা নিজস্ব ভাষায় 'এলমে সিনা'ও বলে, - অর্থাৎ অন্তরের শিক্ষা। এই শিক্ষা পূর্ণভাবে কোনদিনই লেখনির মধ্যে আনা হয় না। এই শিক্ষা এক অন্তর হতে আর এক অন্তর আর এক অন্তর হতে আর এক অন্তর - এইভাবে বিস্তার লাভ করছে। তারপর যখন পারস্যে এই সুফি মতবাদ এসে ঢুকলো তখন পারস্যের জ্ঞানী ও শিক্ষিতরা এই সুফি মতবাদের মধ্যে পূর্ণভাবে ডুব দিলেন। পরে পারস্যের চিশ্‌ত শহরে সুফি মতবাদের কেন্দ্রভূমি হয়ে দাঁড়াল এবং উক্ত চিশ্‌ত শহরে অনেক অলি উল্লাহ হয়ে গেলেন এবং চিশ্‌ত শহরেই তাঁরা দেহত্যাগ করেছেন। আজ পর্যন্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রমাণ করছে তাঁদের পবিত্র মণি মুক্তা খচিত মাজারগুলিও ইতিহাস। এই সুফি মতবাদ পারস্যের চিশ্‌ত শহরে এসে 'তরীকায়ে চিশ্‌তিয়া' নামে নির্ধারিত হয়। অপরদিক দিয়ে এই সুফি মতবাদ হযরত পীরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন জিলানি (রঃ)-এর নিকট এসে 'কাদরীয়া' নামে নির্ধারিত হয়ে যায়।

সুফি মতবাদের অলি উল্লারা প্রেম ও সাধনার বলে সৃষ্টি ও স্রষ্টা তত্ত্বের তত্ত্ব লা-মাঁকাস হতে অর্থাৎ আল্লার জাতের নিকট হতে এলকা, এলহাম ও স্বপনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন ও করছেন।

'তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্' - অর্থাৎ স্বভাবকে গড় আল্লার স্বভাবের অনুপাতে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূখ্য স্বভাব হচ্ছে দুটি - একটি আল্লার স্বভাব এবং অপরটি শয়তানের স্বভাব; কাজে কাজেই সুফি মতবাদীরা আল্লার স্বভাবকে চিনে, জেনে, বুঝে ও দেখে উক্ত স্বভাবকে নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেষ্টিত।

সুফির ধর্ম্ম গ্রন্থে কোরআন প্রসঙ্গে তিনি লিখেন- কোরআন তিনটি। প্রথম, পৃথিবীতে যত সত্যধর্ম্ম আছে এবং উক্ত সত্য ধর্ম্মগুলির যত ধর্মীয় পুস্তক আছে, সব মিলিত একটি কোরআন,

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়, বিশ্বপ্রকৃতি এক কোরআন ও তৃতীয়, প্রত্যেকের নিজের বিবেক এক কোরআন। জ্ঞান, মন ও প্রাণকে গড়তে হবে এবং এই তিন কোরআনের মাধ্যমে চলতে হবে। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, জ্ঞান, মন ও প্রাণকে কিভাবে গড়া যায়? এ ব্যাপক কথা, তবে অতিসংক্ষেপে আমি ইনশাআল্লাহ্ একটু সহজ করে দিচ্ছি। জ্ঞান সৎ কর্ম্মের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, মন প্রেমিক সাধুর সংস্পর্শে উন্নতি লাভ করে ও প্রাণ গুরু নির্দেশিত সাধনার দ্বারা উন্নতি লাভ করে।

সাধারণের সাথে সুফির শিক্ষার একটি সহজ পার্থক্য এই গ্রন্থে প্রতীয়মান। তিনি লিখেছেন- সুফি মতবাদের শিক্ষার একটি শিক্ষা অর্থাৎ দোজখের ভয় এবং বেহেশতের কামনা, সুফি মতবাদীরা প্রথম জীবনেই ইহা ত্যাগ করে থাকে। সাধারণ জনগণ দোজখের ভয়ে ও বেহেস্তের কামনায় আল্লাহ্পাকের এবাদত করে, আর সুফি মতবাদীরা আল্লাহপাককে চিনতে চায়, জানতে চায়, বুঝতে চায়, দেখতে চায়, পেতে চায় ও তাঁর প্রেমে মগ্ন হতে চায়।

মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে সুফি মতবাদের নিগূঢ় শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- আল্লাহ্পাক কালামপাকের মধ্যে বলেছেন যে মানুষকে আমি মৃত্তিকা হতে তৈরী করেছি। কিভাবে এই চিরসত্য কথা সত্যে পরিণত হয় শুনুন। পানি মিশ্রিত মৃত্তিকা হতে বৃক্ষের উৎপত্তি, তারপর উক্ত বৃক্ষ হতে ফুল-ফল হয়, এবং সেই ফুল-ফল মানুষ খায়, তারপর ফল-মূল মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে যেয়ে হজম হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত উৎপত্তি হয় এবং উক্ত রক্ত হতে বীর্য উৎপত্তি হয়, তারপর রক্ত ও বীর্য মাতৃগর্ভে নিয়মিতভাবে স্থাপিত হয়ে যেয়ে জীবআত্মা ও দেহের সৃষ্টি হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জীব আত্মা ও দেহের পিছনে ছিল রক্ত ও বীর্য, তার পিছনে ছিল ফল ও মূল, তার পিছনে ছিল বৃক্ষ এবং তার পিছনে ছিল পানিমিশ্রিত মৃত্তিকা। এইবার দেখুন যে, জীব আত্মা ও দেহ মানুষের মৃত্তিকার কিনা। কাজে কাজেই খোদা - রসুল, পীর ও মোরশেদের বাণী চিরসত্য, কিন্তু এই চিরসত্য কথা সর্বক্ষেত্রে কিভাবে সত্যে পরিণত হয়, ধরে নেওয়া এত সহজ নয়, তবে নির্ভুলভাবে সুফি মতবাদের শিক্ষা পেলেই ইনশাআল্লাহ্ কোরআন হাদীসের নিগূঢ় বাণীগুলি কিছু কিছু ধরে ফেলা যায়।

কোরআন পাকের ভাব ও ভাষায় আত্মাকে কয়েকটা শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে মূখ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'নফ্স্' ও 'রুহ'। প্রত্যেক মানবের মধ্যে দু'টি করে আত্মা আছে। একটির নাম রুহ ও অপরটির নাম নফ্স্; রুহ উলবি অর্থাৎ উপর থেকে এসেছে, অর্থাৎ আল্লার হুকুম, অপরভাবে আল্লাহ্ হতে এসেছে। এই রুহকে লক্ষ্য করে আল্লাহপাক কালামপাকের মধ্যে বলেছেন যে, 'কুলের রুহ্ মেন আমরে রব্বি' - অর্থাৎ সমস্ত রুহ্ আল্লার হুকুম এবং দ্বিতীয় আত্মাটির নাম নফ্স। এটি মিফলি অর্থাৎ নিম্ন হতে এল, এটি মানুষের বীর্য হতে দেহের মধ্যে আসে।

আল্লাহ্ প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত 'রুহ্' গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত সুগভীর তত্ত্বনিহিত এবং সকলের জন্য চিন্তা ও একাগ্রতার বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন - আল্লাহ্ শব্দের বাহ্যিক ধাতুগত কোন অর্থ নাই। এ একটি সর্বমহান পবিত্র নির্ভুল অনন্ত অসীম অব্যয় অনাদি নিরাকার চেতনাপূর্ণ অখণ্ড ইচ্ছাশক্তি। যা স্থূল ও সূক্ষ্মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আধার হয়ে আছে। অনস্তিত্ত হতে অস্তিত্তে এসে সৃষ্টির কার্য্য আরম্ভ করেন। অনস্তিত্ত হতে অস্তিত্তে কিরূপে আসলেন তা আলোচনার অতীত। কারণ মানব জ্ঞান অতি সামান্য, এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে তা আসতে পারে না এবং দেয়াও হয়নি।

আল্লাহপাক কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন এবং কেনই বা করলেন? উপমা স্বরূপ বলা যায়, কোন শক্তি গতিতে এসে গতিবিহীন হয় না। যেমন একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে অর্থাৎ জীবন পেয়ে নিরোগ থেকে অপরিবর্তনশীল থাকতে পারে না, দিনের পর দিন দেহে-মনে সে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেইরূপ প্রত্যেক স্থূল-জীবনধারী প্রাণীর ঐ একই অবস্থা। কাজেই সেই মহান আল্লাহ্পাকও স্থির থাকতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, স্রষ্টা প্রমাণিত হওয়া ও তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশ হওয়া। সৃষ্টি যেমন তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদিনে কিম্বা এক বৎসরে শেষ করে না কিম্বা শেষ হয় না, সেইরূপ স্রষ্টা তার অস্তিত্তের প্রমাণ ও শক্তির পূর্ণ বিকাশ শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসরে করেছেন ও করবেন।

গরু কিম্বা মহিষের দুগ্ধকে লক্ষ্য করে তিনি একটি উপমা দিয়েছেন- গরু তার আহার্য্য ঘাস-লতা-পাতা খেলে পাকস্থলীর মধ্যে এসে হজম হয়ে দেহের মধ্যে এক রকম রস সঞ্চালিত হয় এবং সেই রস রক্তে পরিণত হয়, তারপর দুগ্ধের রূপ নেয় এবং উক্ত দুগ্ধ গৃহস্থরা দোহন করে বিভিন্ন নীতিতে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুত করেন। যেমন নাকি দুগ্ধে পরিণত হওয়ার পূর্বে ঘাস-লতা-পাতা একটি স্তর, হজম হয়ে দেহের মধ্যে রসে পরিণত হওয়া একটি স্তর এবং উহা রক্তে পরিণত হওয়া আর একটি স্তর। এই তিন স্তর অতিক্রম করে দুগ্ধে পরিণত হওয়ার পর মানুষের বিভিন্ন খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। সেইরূপ আল্লাহ্পাকের অনস্তিত্ত হতে অস্তিত্তে আসা অর্থাৎ আহাদ শব্দ ও আহাদিয়াতে আসা মানেই অস্তিত্তে আসা।

এই স্তর হতেই তার সূক্ষ্মের খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। অবশ্য এই স্তরের পূর্বে অনেক স্তর স্থানান্তরিত হয়ে এই স্তরে এসেছে। এই সূক্ষ্ম আহাদিয়াত শক্তি হতেই আহম্মাদ নামের সূক্ষ্ম শক্তি বের হয়েছে।

যেমন দুগ্ধকে উত্তেজিত করে মহাঘূর্ণি গতির মধ্যে এনে তার থেকে মাখন বের করে নেওয়া হয়। সেইরূপ আহাদিয়াত পূর্ণ গতিতে এসে চরম বিক্রমে থেকে পরম উত্তেজিত হয়ে পরে আহম্মাদ শক্তি বের হয়ে আসে। এবার এই উভয়ের সূক্ষ্ম শক্তির সংমিশ্রণে, সংযোজনে ও সঙ্গমে তৃতীয় সূক্ষ্ম শক্তির উৎপত্তি। উক্ত তৃতীয় শক্তি কি? অর্থাৎ আদমের সূক্ষ্ম আত্মাশক্তি। এই তিনটি শক্তি পরস্পর একই নিয়মে এক শক্তি অন্য শক্তি হতে বের হয়ে এসেছে।

যদিও সেই অবস্থাকালীন সময় ও স্থানের কোন প্রশ্নই নেই তথাপি কিছু অনুমান ও অনুভব করার জন্য বলছি যে, এই ত্রিশক্তি একে অপর থেকে পৃথক হতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লেগেছে। তারপর তৃতীয় শক্তি হতে পূর্বেকার নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে চতুর্থ শক্তি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে সূক্ষ্মেতে বার হয়ে আসে। এই চারটি সূক্ষ্ম শক্তি বহু পরে জিবরাইল, মেকাইল, এসরাফিল ও আজরাইল এই চার নামে নির্ধারিত হয়।

এরপর সময় ও স্থানবিহীন অবস্থায় যেন লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে যায়।

উপরোক্ত চতুর্থ শক্তির মধ্যে বহু শক্তি সমষ্টিগতভাবে নিহিত আছে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি শক্তি সূক্ষ্মভাবে কাজ করছে। যথা - জ্ঞান-শক্তি, পরিবর্তন-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি।

অবশ্য ঐ চতুর্থ নামের চতুর্থ শক্তি পৃথকভাবে উপরোক্ত ত্রিশক্তিকে নিজের মধ্যে নিহিত রেখে অনর্গল কাজ করছে।

এবার জিবরাইল, মেকাইল, ইসরাফিল ও আজরাইল এই চার নামের সূক্ষ্ম শক্তি হতে চারটি স্থূল শক্তির আবির্ভাব। যথা- আব, আতশ, খাক, বাদ, অর্থাৎ আগুন, হাওয়া, পানি ও মাটি। এবার স্থূল জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভূমি, পাহাড় শত শত স্থূল পদার্থ বিশিষ্ট বস্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে হাজার হাজার পদ্ধতিতে জ্ঞান-শক্তি, পরিবর্তন-শক্তি ও ইচ্ছা-শক্তির মাধ্যমে উৎপত্তি হয়ে যায়।

আদম-আত্মাসকল, চেতনার যোগ্যতা অল্প থাকার জন্য জেন নামে অবিহিত হয়ে বাস করতে থাকে।

এখন জাত পাকের মধ্যে কিরূপে এই স্থূল জগতে আদমে স্থূল দেহ তৈরি করে আদমকে জাহের করা হবে তার গবেষণা চলতে লাগল।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টি-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি এইরূপ শত শত শক্তি যা মানব জ্ঞানে নির্ভুল বলা যায় না। এক কথায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থূল ও সূক্ষ্মে যত শক্তি আছে তার প্রত্যেকটি মানবদেহের মধ্যে আনতে হবে। কাজেই জাত পাকের মধ্যে গভীর ক্রিয়া ও গবেষণা চলতে লাগল।

পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মা একত্রিত করলেও এই গবেষণার এক কণামাত্রও বুঝতে সক্ষম হবে না। তবুও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যের জন্য আলোচনা করতে হচ্ছে।

কেন মানব দেহের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধাতুবিশিষ্ট পদার্থ দিয়ে মানবাত্মাকে কার্য্যকরী করা হল তার বহু রহস্য আছে।

জাত পাকের আদমের শরীর গবেষণা যেন হাজার হাজার বৎসরে শেষ হল এবং ভূ-জগতে আদমকে স্ব-শরীরে আনা হল। এই আদমের মাধ্যমেই আল্লাহকে পেতে হবে, চিনতে হবে এবং বুঝতে হবে।

শাহ্ হাসান সংগীতের বিষয়-এর দর্শন ও মূল্যবোধ প্রসঙ্গে তাঁর সুযোগ্য সন্তান খাজা একরাম হাসান-এর লেখনী থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ দেয়া হল -

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বলতে গেলে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায়, মানবজ্ঞানে-মানবসত্তায় সেই মহামহিম যিনি নভোমণ্ডল তথা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আধার হয়ে আছেন সেই অখণ্ডজাত ইচ্ছাশক্তি মহান আল্লাজাল্লেশানুহুর মহাঅস্তিত্ব অনুভবের প্রয়াস চলতে থাকে। মানুষের মনে তখন থেকেই নিজেকে চেনা নিজেকে জানার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে থাকে। এই সীমাহীন কৌতূহল থেকেই মানুষ তার বিভিন্ন পর্যায়ের যাপিত জীবনে মহান স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করতে থাকে।

আদিম যুগে মানুষ বিশেষ করে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত, ভাব-বিহ্বল হয়ে উঠত, অনন্ত কৌতূহল অন্তর মাঝে জন্ম নিত কি দেখলাম? কে দেখালো? এই সব ইত্যাদি মনোজাগতিক প্রশ্নবিদ্ধ হত মানুষ। এক পর্যায়ে সভ্যতা যতই এগিয়ে যেতে থাকল মানব সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে থাকল। সৃষ্টির সেরা আদম স্রষ্টার কাছে দেওয়া তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল - ক্রমাগত সে লক্ষ্যচ্যুত - লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকলো। এহেনো এক পর্যায়ে, মানব সভ্যতায় ক্রমে ক্রমে মানবহিতৈষী পথপ্রদর্শক মহামানবগণের শুভ আবির্ভাব হতে থাকে। যাঁরা পথভ্রষ্ট মানব সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনে ব্রতী হন। সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের সীমাহীন অনন্ত কৌতূহলগুলোর উত্তর ক্রমে ক্রমে দিতে থাকেন তাঁরা। এইভাবে মানবজ্ঞানে ধর্ম অনুভূতির চেতনা, পথ প্রদর্শক মহামানবদের দ্বারা প্রকাশ হতে থাকে। মহামানবগণ, সাধারণ মানুষের অনুভূতির সাথে মহামহিম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভবের মাঝে সেতুবন্ধন রূপে প্রকাশ হতে থাকেন। পথ প্রদর্শক মহামানবগণের আগমনের ধারার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এইরূপে আবির্ভূত হন তাবৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব আকায়ে নামদার, তাজদারে মদীনা হুজুর আকদাস (দঃ)। তিনি মানব জ্ঞানে, ধর্মের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য যা ইসলামে 'তাসাউফ' নামে খ্যাত, সেই চিরমহান চেতনা পুংখানুপুংখভাবে ব্যাখ্যা করে যান নবীপাক (দঃ)-এর সেই পবিত্র তাসাউফ চেতনার প্রকাশের ধারার পরবর্তী পর্যায়ে মহান ওলী-আউলিয়াগণ সুফি মতবাদ, আধ্যাত্মিকতাবাদ, মরমীবাদ ইত্যাদি মানবজ্ঞানে সন্নিবেশ করতে থাকেন। তাঁর গযলসমগ্র মূলতঃ দুই ভাষায় রচিত হয়েছে, বাংলা এবং উর্দ্দুতে। গযল সমূহে আধ্যাত্মবাদ, মরমীবাদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি সুনিপুণ ভাষার ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমার পথ প্রদর্শক সম্যক গুরু শাহ্ হাসান চিশ্‌তী (রহঃ) এঁর গযল সমূহকে বলা যায়- `A religious legacy of spiritualism, mysticism and inword philosophy."

আমার মুর্শিদ মওলা যুবক বয়স হতেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর মহান পথপ্রদর্শক মুর্শিদ মওলা সৈয়দ শাহ্ ফয়জুর রহমান চিশ্‌তী ক্বাদরী ও বিয়াবানী (রহঃ)-এর নিকট দীক্ষা (দস্ত বয়েত) লাভ করেন এবং তিনি তাঁর মহান মুর্শিদ মওলার সঙ্গে - সাথে থেকে বিভিন্ন স্থানে গমন করতঃ কৃচ্ছ সাধনে ব্রতী হন। এই পর্যায়ে আমার মহান মুর্শিদ পাক তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

মহান মুর্শিদ মওলার সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের নিগূঢ় রহস্য ইলমে তৌহিদ, ইলমে তাসাউফ, ইলমে খেযের, ইলমে মারেফাত, ইলমে সিনা, ইলমেলাদুন্নী ইত্যাদি গভীর ব্যাপারে পুংখানুপুংখভাবে জ্ঞান লাভ করেন, যে লব্ধ জ্ঞানের বিকাশ তাঁর গযল সমূহের মাঝে নিহিত আছে।

শাহ্ হাসানের মরমী, মুর্শিদী, মারফতী ও আধ্যাত্মিক গানের মাঝে সুরের বিচিত্র আঙ্গিক-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গানের সুর বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে গবেষণা ও বিশ্লেষণ মোতাবেক নিম্নে বর্ণিত সুরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

লোকসুর ঃ

লোকসংগীত ও লোকসুর প্রসঙ্গে ডঃ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী'র মতে, "লোক" অর্থে প্রাচীন ধারাশ্রয়ী কৃষিজীবি জনসমষ্টিকে বোঝানো হয়। কৃষিজীবি জনমানসই এর রচয়িতা। এখানে, 'লোক' অর্থে প্রাচীন ধারাশ্রয়ী কৃষিজীবি জনসমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। আধুনিক মনস্কতার পরিচয়বাহী পরিশীলিত সংগীত শৈলী, রাগসংগীত কিংবা জনপ্রিয় (Popular) সংগীত দ্বারা প্রভাবিত নয়, এমন এক অকৃত্রিম হৃদয়ের গীতিরীতিকে "লোকসংগীত" বলে আখ্যায়িত করা যায়।

বাংলার লোকসুর শুধু রাগ-রাগিনীর সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই যে তার সুরবৈচিত্র্য আছে এমন নয়। বাংলা লোকসুর কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপ ভঙ্গীতে নয়, সাত স্বরের ঐশ্বর্য্য নিয়েও অন্যান্য দেশ-বিদেশের লোকসঙ্গীত থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল সুরের দিকে দিয়েই নয়, ছন্দের দিক দিয়েও এরমধ্যে নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। এর প্রেক্ষাপটে রাগসংগীতের কিছুটা চেতনা জাগ্রত রয়েছে বলেই সুরে ও তালে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বাংলা লোকগীতিতে যেমন সহজ সরল ছন্দের ব্যবহার, যথা- ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক তাল লক্ষ্য করা যায় তেমনি রাগসংগীতের ধ্রুপদ অঙ্গের তালের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন বিষমপদী ছন্দের তাল তেওরা, ঝাঁপতাল।

বাংলা লোকসুর বিশ্লেষণে নিয়ম-রীতির কথা বলেছি এবং রাগসংগীতের সঙ্গে সুরনৈকট্যের পরিচয় তুলে ধরেছি। বাংলা লোকগীতিতে আরো একটি বিশেষ রাগের প্রভাব বিদ্যমান। সেটি হল রাগ ঝিঁঝিট। প্রায় সব লোকগীতি (বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, মারফতি, মরমী প্রভৃতিতে) এমন কি কীর্তনের মধ্যেও এই রাগের স্বরগ্রাম বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাগটি খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। এখানে লক্ষণীয় যে, এমন অনেক লোকগীতি আছে, যাতে মূলত ভীমপলশ্রী রাগ বা কাফী ঠাটের স্বর লাগলেও কোথাও কোথাও খাম্বাজ ঠাটের স্বরও যুক্ত হয়েছে। এই ঝিঁঝিট রাগের দুইরূপ স্বীকৃত। প্রথমটি যা মন্দ্রসপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত গিয়েই থেমে যায়। রাগসংগীতে দ্বিতীয়টির নাম কশৌলী ঝিঁঝিট। ঝিঁঝিটের স্বররূপ এই রকম ঃ

সা রা মা । পা মা গা রা সা ণা ধা পা । পা ধা সা রা গা মা গা, ধা সা।

আর, লোকগীতির ঝিঁঝিট বা কশৌলী ঝিঁঝিটের স্বররূপ হলো ঃ

সা রা মা । পা মা গা রা সা ণা ধা । ধা সা সা রা গা, রা গা সা।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর লিখিত বৈচিত্রপূর্ণ গানের মাঝে বিশেষত মুরশিদি ও দেহতত্ত্ব পর্যায়ের গানে লোকসুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকসংগীতের প্রচলিত সুরসহ ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব আধিক্য সুরের ক্ষেত্রে চেতনাস্পর্শী হয়ে উঠেছে। মুরশিদ, আল্লা ও রসুল এর প্রতি ভক্ত হৃদের আরধ্য প্রেমের নৈবেদ্য, কাছে পাওয়া আর্তি, তাঁকে সম্বোধনের ও স্মরণের সহজ সরল ভাষার ব্যবহার, সহজ মনে সহজ সুরে সহজ মানুষের চাওয়া হয়ে উঠেছে। নিম্নে লোকসুরের দুইটি গান দেয়া হল-

Dhaka University Institutional Repository

১.
মুরশিদ তুই ছাড়া মোর এই জগতে নাই দরদী আর
আপন আপন ভাবলাম যাদের তারাই দিল ব্যথার ভার।।

এক ভাবেতে এই দুনিয়া শুধু মায়ায় ভরা
অপর ভাবে এই জগৎটা স্বার্থের জালে ঘেরা
মুরশিদ ছাড়া কেউ রবে না সঙ্গেতে এপার ওপার।।

ধন্য জীবন যারা পেল তোমার ভালবাসা
মিটলো তাদের দুই জগতে চরম মনের আশা
তাদের নিকট তুচ্ছ স্বর্গ আরাম বাগের কাঁটা সার।।

দুঃখের দিনে মনের কোণে তুফান উঠে যখন
ব্যথার ডাকে কাঁদলে শুধু তুমি আস তখন
(তাই) তুমি আমার আলম্না রসুল পার ঘাটেরই কর্ণধার।।
০৪/০৭/৬৭

২.
সোনা পাখিরে - কোন সুদুরতে আইছ উইরা বাঁকা পিঞ্জরে
কিসের লাইগা আইসা তুমি পইরা গ্যাছ কোন ফ্যারে।।

সেই না গাঁয়ের দুইডে কথা কওনা সোনামনি
মুক্তা ঝরা সোনা মুখে কওনা মোরে শুনি
কে পাঠাইল তাহার খবর পাইছনি হেথায় ঘুরে।।

সবুজ খ্যাতে আইলা তুমি কোন খবরটি লইয়া
ক্যামনে গ্যালা ভুইলা যাদু মায়ার ফসল খাইয়া
ও তোর ভ্যাজনদার আইছে সাথে চেনছনি বুলি ধইরে।।

খাইয়া শুইয়া মজা কইরা এই গাঁয়েতে রইছ
খাঁচা ছাইরা চইলা যাইবার খবর কিতা পাইছ
হায় হায় মুখ দেখাইবা ক্যামনে তুমি
খালি হাতে সাইয়ারে।।
০৬/০৭/৬৭

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রামপ্রসাদী অঙ্গের সুর ঃ

রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১) : বাংলা ভঙ্গিগীতির শ্রেষ্ঠ রূপকার ও বিশেষ করে শ্যামা সঙ্গীতের অতুলনীয় স্রষ্টা রামপ্রসাদ সেন বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। চব্বিশ পরগণা জেলার কুমারহট্টে জন্ম। রামপ্রসাদ ছিলেন বৈষয়িক আকর্ষণশূন্য ও শ্যামা সাধনায় নিমজ্জিত। রামপ্রসাদের জীবন শ্যামাসাধনা ও শ্যামা সঙ্গীত রচনায় কাটতে থাকে। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী এই যে, কালীমূর্তি বিসর্জনের সময় গান গাইতে গাইতে সেই মূর্তির সঙ্গে গঙ্গায় ডুবে তিনিও প্রাণ বিসর্জন দেন।

শ্যামাসঙ্গীত রচনা রামপ্রসাদের সবচেয়ে বড় কীর্তি। তাছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক কালীকীর্তন, কৃষ্ণ ও শিব বিষয়ক পদ, আগমনী প্রভৃতি গীতি ও বিদ্যাসুন্দর কাব্য রামপ্রসাদ রচনা করেন।

বাংলা শ্যামাসঙ্গীতের ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ অমর হয়ে আছেন। ভক্তিতে, শরণাগতিতে, স্নেহে, বাৎসল্যে, তিরস্কারে, মাতৃসাধনার এক আশ্চর্য সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি উপহার দিয়েছেন বিখ্যাত 'প্রসাদীসুর'; রাগসুর ও বাউলে মেশানো এক ব্যাকুল করা সুর ভঙ্গিমা, যার ঐতিহ্য পরবর্তী সকল বাঙ্গালী সঙ্গীতকারকে প্রভাবিত করেছে এবং যা আজো সমান গৌরবে প্রচলিত আছে। প্রসাদীসুর ছাড়াও রামপ্রসাদ তাঁর গানে রাগের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত প্রাচীন সুরও তিনি বহুস্থানে ব্যবহার করতেন। রামপ্রসাদের পদ সহজ কিন্তু আশ্চর্য আবেগমণ্ডিত। এই গুণই রামপ্রসাদকে বহু নন্দিত গীতিকার করে তোলে। 'মনরে কৃষিকাজ জাননা / এমন মানব জমি রইল পতিত / আবাদ করলে ফলত সোনা; 'আমায় দাওমা তবিলদারী / আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী; 'ডুব দেরে মন কালী বলে / হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে; 'মা আমার ঘুরাবি কত / কুলুর চোখ ঢাকা বলদের মত; প্রভৃতি গান আজো মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

শাহ্ হাসান রচিত বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ রামপ্রসাদী সুরের আঙ্গিকে তাঁর অনেকগুলি গান রয়েছে। তার মধ্য থেকে দু'টি গান দেয়া হল -

১.

দাও আমারে ফানা করে
দেখলাম ডুবে সংসারে।।
তোমার প্রেমে মগ্ন করো
অভাগাকে তুলে ধর
একবার দরশনে মন হর
সেই নেশাতে বেড়াই ঘুরে।।
তোমার প্রেম সুরা যে পান করেছে
জনম সার্থক তার হয়ে গেছে
স্বর্গ পড়ে তার রইল পিছে
যদিও না সে পায় তারে।।
খেলে দেখলাম কত ভবের খেলা
তাতে মিছেই যায় জীবনের বেলা
এবার দাও মোরে নিষ্কাম প্রেমের জ্বাল
দয়াল করি মিনতি তোরে।।
১৩/৮/৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২.

পাগলা মিছে তোর ভবের খেলা
কবে যে তোর ভাঙবে রে ঘুম - চেয়ে দেখ তুই গেল বেলা।।
কে পাঠালো তোরে হেথায়
কিভাবে সে আছে কোথায়
এখনও তোর সময় আছে - নইলে ধরবে এসে যোমের জ্বালা।।
জ্ঞান চক্ষু পেল যারা
সদা বিভু প্রেমে মগ্ন তারা
জীবন তোর বিফলে গেল - এখনও তোর না কাটলো হেলা।।
আপন আপন তুই করিস কারে
আপন যেজন সে রইলো সরে
যে গুরু চরণ সার করেছে - সে জন জানে বিশ্ব লীলা।।
১১/৬/৬২

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশতী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টপ্পা অঙ্গের সুর ঃ

শাহ হাসান চিশ্‌তীর বেশ কয়েকটি গানের শিরোনামের স্থানে গানের সুরকার আঃ মালেক চিশ্‌তী কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত 'সুর-টপ্পা' উল্লেখ আছে। এ সকল গান পরিবেশনকালে ও শ্রবণকালে টপ্পার চলন লক্ষ্য করা যায়।

টপ্পা প্রসঙ্গে জানাযায় যে, টপ্পা একটি রাগসঙ্গীত পদ্ধতি। ঠুংরীর মত রাগসঙ্গীতের এক প্রকার লঘু রূপ। সঙ্গীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় টপ্পার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'টপ্পা হিন্দি শব্দ - আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইত রূঢ়ার্থে সংক্ষেপ, এই সংক্ষেপার্থে ইহা গানে ব্যবহার হইতেছে, অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর তাহার নাম টপ্পা।' বিখ্যাত গোলাম রসূলের পুত্র গোলাম নবী ওরফে শোরী মিঞা টপ্পা গানের প্রচলন করেন বলে জানা যায়। গোলাম নবী (১৭৪২-১৯৭২) তাঁর রচিত গানে শোরী নামে ভণিতা করতেন বলে তিনি শোরী মিঞা নামে খ্যাত হন। কারো মতে শোরী তাঁর অপর নাম, কারো মতে শোরী গোলাম নবীর পত্নীর নাম। টপ্পার উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানাযায় না। তবে একথাটিই স্বীকার্য হয়েছে যে পাঞ্জাবের উট চালকদের মধ্যে প্রচলিত গানের সুরভঙ্গিই টপ্পার সুরের ভিত্তিভূমি।

স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই তুকে টপ্পার পদ রচিত হয়। টপ্পার গতি দ্রুত ও লঘু। ফলে এতে তরল আনন্দের মেজাজই জমে ভাল। কালক্রমে টপ্পা গুরুগম্ভীর বিষয়াদি যুক্ত হলেও এর মূল মেজাজ লঘু আনন্দ ও শৃঙ্গার রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। টপ্পায় তানের রূপ প্রধানত দুই প্রকার : কিছু তান হাল্কা ও ক্ষুদ্র; কিছু তান দীর্ঘ ও দানাদার। গিটকিরি ও কম্পনও টপ্পায় বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। টপ্পার গানের কথাগুলোকে সুরের সাহায্যে খেলিয়ে উচ্চারণ করতে দেখা যায়। এই গানে ছুট যুক্ত তানের জোরালো ব্যবহার হয়ে থাকে। টপ্পায় গুরুগম্ভীর ও দীর্ঘবিস্তারযোগ্য রাগ প্রযুক্ত হয় না। কেননা এই গীতরূপের মূল আবেদনটি মিষ্টিত্ব ও হস্বত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে যেসব রাগ সুমিষ্ট ও লঘু সেসব রাগেই টপ্পার রূপ খেলে ভাল। খাম্বাজ, লুম, কাফি, পিলু, ঝিঁঝোট, ভৈরবী, সিন্ধু, বারোঁয়া, দেশ প্রভৃতি রাগে প্রধানত টপ্পা রচিত হতে দেখা যায়। আগে টপ্পায় মধ্যমান তালের ব্যবহার ছিল বেশি। ক্রমে খেয়ালে ব্যবহার্য নানা তাল টপ্পায় ব্যবহৃত হতে থাকে।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র গানে টপ্পা অঙ্গের সুরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। টপ্পা অঙ্গের দু'টি গান নিম্নে দেয়া হল-

১.
অন্ধ আজি জানত যদি কি গুণ আছে দর্পণে
জগত আজি জানত যদি কি স্বাদ আছে অর্পণে।।
মানব জনমের আসল পুঁজি জ্ঞান যে হল আজ
তাহার পরে মনের পুঁজি তাহার মাথার তাজ
সভার মাঝে সে জন আজি থাকে শুধু অর্জনে।।
সত্যের সন্ধান কারো যদি আসে জ্ঞানে মনে
তখন বিশ্ব জ্যোতির আলোক ছটা আসে মনের কোণে
তখন সত্যের পরে চলে সেজন থাকে মিথ্যা বর্জনে।।
জীবনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁকে সন্ধান করা
তাঁকে চিনে তাঁকে দেখে তাই তাঁকেই আজি ধরা
তাই প্রেমের পাগল হাটের মাঝে থাকে সদা নির্জনে।
২০/০৭/৬৬

Dhaka University Institutional Repository

২.

প্রেমের সহিত স্মরণ তার আসল নামাজ কয়
কোরআন খুলে দেখ এইতো দায়মুস্ সালাত হয়।।

দোজখ্ ভয়ে মসজিদেতে নামাজ পড়তে যাওয়া
আর মরে গেলে আখেরাতে বেহেস্তটি পাওয়া
ধার্মিকেরই ধর্ম পালন তার এইতো পরিচয়।।

তাঁকে চিনে তাঁকে জেনে প্রেমে তাঁর মগ্ন হতে হবে
নইলে এপার ওপার দোনো পারে অন্ধ হয়ে রবে
তাঁর ভালবাসায় এমন স্বাদ তা স্বর্গেতেও আজ নয়।।

জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছেড়ে ডুবে রইলি কামনায়
যা কিছু কর্ম্ম হচ্ছে তোর আজ সব রিপুর তাড়নায়
এখনও সঠিক গুরু ধর থাকবে না মহাকালের ভয়।।

০৫/১১/৬৬

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশতী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কাওয়ালী অঙ্গের সুর ঃ

এক বিশেষ ধরণের গান। মূলতঃ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এর আঙ্গিক সমূহ এক ধরণের চমক আছে। সাধারণতঃ ইসলামের তত্ত্বনিহিত বিষয় এবং পীর আওলিয়ার শানে এই গান পরিবেশন হয়। যাঁরা এই গান পরিবেশন করেন তাঁদের কাওয়াল বলা হয়। মধ্যযুগে হজরত আমীর খসরু কাওয়ালী গীতরীতি প্রবর্তন করেন। কাওয়ালী গানে বর্তমানে দোহার প্রথা প্রচলিত। এই পরিবেশন রীতিতে গান সাধ্যমত উচ্চ স্কেলে নির্ধারিত হয়। তালের ঝোঁক ও পরিবেশনায় জোশ থাকে। এ গানে কখনো কখনো আশেকের প্রেম দাবি সহকারে মাশুকের দরবারে নিবেদন করা হয়। আল্লার নবীসহ মাজারজাত আওলিয়ার গুণকীর্তন ও তাঁদের জীবন চরিত উপস্থাপনে এ গানের জুড়ি নেই। এ গানের মাদকতার আশেকহৃদের আস্বাদ মেলে। শাহ্ হাসান-এর বিশেষ কয়েকটি রচনায় আব্দুল মালেক চিশ্‌তীর কাওয়ালী আঙ্গিক সুরের পরিবেশনায় - আসরে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। আশেক হৃদের আস্বাদ স্বরূপ এ ধরণের একটি গান দেয়া হল-

তকদীর বানানে ওয়ালে মালিক - কোন সুরে আজ গান গাহি
রহমানুর রহিম তুমি গো - শুরু তোমার রহম চাহি।।
সেই পৃথিবী আছে আজো - সেই মহব্বত আজ নাহি
আদম মোরা আছি আজো - সেই ইনসান আজ নাহি।।
সেই সে মাশুক আজো আছে - সেই মেজাজে আশেক নাহি
সেই সে মসজিদ আছে আজো - সেই নামাজি আজ নাহি।।
আজান ধ্বনি আজো শুনি - বেলালের সেই সুর নাহি
(সাকি সারাব আজো আছে - সেই) শিবলী মনসুর আজ নাহি।।
কাবা কেবলা আছে আজো - সেই সে সেজদার দিল নাহি
(সেই সে লাইলি কাঁদে আজো - সেই) কায়েস সম মজনু নাহি।।
নবীজির শাফায়েত পারে - উম্মতে মোহাম্মদী
যে নবীর রওজা হতে - আজো শুনি ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি।।
(নবীর উম্মত আজো আছে - হায়) সেই ওয়াসেস আজ নাহি।।
মাহমুদ তো দেখি আজো - আফসোস সেই আয়াজ নাহি
মুসলিম মোরা আজো আছি - সেই দেওয়ানা এ রসুল নাহি।।
আয় খোদা পরওয়ার জিগার - তুহি ব্যাতা ম্যয় জাঁউ কাহা
ইসজ্যাহামে ম্যায় লাচার হু - লে মুঝে তু হ্যায় জাহাঁ
দিলে দিলে মোর কলুষ মাখা - সেই দিলে রৌশনী নাহি
রওশন জমীর দাও করে দাও - নইলে তুমি দিলদার নাহি
সারা দুনিয়া বরবাদ আজি - আফসোস কোথাও আবাদ নাহি।।

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাগাশ্রিত ঃ

শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর সঙ্গীতে রাগের অভাবনীয় ব্যবহার তাঁর গানকে ঋদ্ধ করেছে। বাংলা সঙ্গীতে বিভিন্ন গীতিকার ও সঙ্গীতকারদের লেখায় বিচিত্র ধরণের সুরের ব্যবহার হয়েছে সত্য কিন্তু বাংলা সঙ্গীতেরই অনেক বিচিত্রমণ্ডিত সৃষ্টি রয়ে গেছে আমাদের অন্তরালে। শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর গানের বাণী ও সুর পর্যালোচনা ও অনুধাবনে বোঝা যায় সুরের ক্ষেত্রে এর চলন এর গায়কী এর পরিবেশন রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীতের অবিচল ব্যবহার সুর ও বাণীর ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমান প্রজন্মের কাছে নতুন মাত্রা এনেছে। নিম্নে শাহ্ হাসানের অসংখ্য রাগাশ্রিত গানের মধ্যে তিনটি গানের রাগ নির্দেশ সহ দেয়া হল।

১.
এতরূপ মোটেই তোমার আগে ছিল না
আশা নিয়ে আসা ভাগ্যে বুঝি হল না।।

সভা হতে আশার বোঝা নিয়ে ফিরত হয় নাকি
আবার ফিরে এসে আশায় মনে মনে তোমায় ডাকি
যে ভাবেতে চেয়েছিলাম - মন বুঝি পেল না।।

মোর মন আকাশে নৈরাশ্যের মেঘ আসে যখন
মন বলে জ্যান্তে মরণ মনকে বোঝাই আমি তখন
মন মানে না ছুটে আসি তবুও দেখা দিল না।।

ক্ষণস্থায়ি ঝরে পড়া গোলাপ আমি তোমার
যদি মালা করে গলে নিতে ধন্য হত মন আমার
কিন্তু হায় ভাগ্যে বুঝি সেদিন আর এল না।।
২৮/০১/৮৫

রাগেশ্রী :
আরোহ : স গ ম ধ ন র্স
অবরোহ : র্স ণ ধ ম গ র স
জাতি : ঔড়ব-ষাড়ব
বাদী : গ
সংবাদী : ন
ঠাট : খাম্বাজ
সময় : রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

Dhaka University Institutional Repository

২.
সারা জীবন খুঁজেও তোমায় ধরা নাহি যায়।
তুমি যারে দাওগো ধরা সে তোমারে পায়।।
অনন্ত অসীম তুমি অক্ষয় অব্যয় তুমি
অনাদি অশেষ তুমি অভাব বিহিন তুমি
ভালবাসা বৃথা মোর যদি ভাল না বাস আমায়।।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা তোমার শক্তির প্রমাণ
সাধন ভজন করে যে জন সেওতো তোমারই দান
তোমায় যদি কেহ পেয়ে থাকে সে তোমারি দয়ায়।।

তোমায় চেনা তোমায় জানা ইহাতো পাওয়া নয়
তোমাকে দেখা শুনা ইহাওতো হওয়া নয়
তুমি আমার হয়ে যাওয়া এ তোমারি ইচ্ছায়।।

এই করুণা থাকে যেন আমার প্রতি তোমার
মুখ্য উদ্দেশ্য তুমি ছাড়া যেননা থাকে আমার
সারাজীবন এ প্রাণ যে তোমায় শুধু চায়।।
৩/৮/৬২

মালকোষ : তাল : ত্রিতাল (১৬ মাত্রা)
আরোহ : স জ্ঞ ম দ ণ র্স
অবরোহ : র্স ণ দ ম জ্ঞ স
জাতি : ঔড়ব
বাদী : ম
সংবাদী : স
ঠাট : ভৈরবী
সময় : রাত্রি তৃতীয় প্রহর
প্যকড় : ম জ্ঞ, ম দ ণ দ, ম, জ্ঞ, স

Dhaka University Institutional Repository

৩.
জগৎ পাপে ঘন ঘোর
মুরশিদকে তুই আঁকড়ে ধর - সেইত আপন তোর।।

মুক্তির পথ আছে তোর কোথায়
চিন্তা কর জীবন যখন আছে হেথায়
পারের কড়ি কররে যোগাড় সাথে ঘুরছে ছয় চোর।।

মুখ্য করণী এখনও তুই খোঁজ
ওরে যায় যে বেলা এমন তুই বোকা।
খাঁচা খালি করে পাখি - পালাবে খুলে দোর।।

একদিন যেতে হবে তোরে গেলি কেন ভুলে।
বোককারে ধরলে তোরে নেবে সে তুলে।
এখন সাধন ভজনে হনারত - নিশি হয়ে গেল যে ভোর।।
মুরশিদ ধরে সঠিক পথ নেনা তুই ধরে।
রইলি কেন ভুলে একদিন যেতে হবে মরে।
আসলে সেদিন বলবি তুই - এখন ভাগ্যে কি আছে যে মোর।।
২৮/১/৭১

দেশ :
আরোহ : স র ম প ন র্স
অবরোহ : র্স ণ ধ প ম গর গ স
জাতি : ঔড়ব - সম্পূর্ণ
বাদী : র
সংবাদী : প
ঠাট : কাফি
সময় : রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর
প্যকড় : র, মপ, ণধপ, পধপমগরগস

বিঃদ্রঃ গানগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির 'বানান' অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"শাহ্ হাসান-এর মরমী ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিষয় ও সুরবৈচিত্র" শীর্ষক গবেষণাকালে বিষয়টি মৌলিক হবার কারণে এ বিষয়ে গ্রন্থ অত্যন্ত অপ্রতুল। শাহ্ হাসান-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্যে মৌখিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যসহ তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কিত ২টি গ্রন্থের সমন্বয় করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট মূল্যবান লেখনী সমূহের বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের প্রয়োজনে ভক্তবৃন্দের ভাবনার সাথে তাঁর গানের শিল্পীদের ভাবনার সমন্বয়ে প্রতিটি গানকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গানের ভাবকে কেন্দ্র করে ৮টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সুর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শাহ্ হাসান-এর মরমী ও আধ্যাত্মিক গান চর্চাকারী শিল্পীবৃন্দ এবং সংগীত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্পী আব্দুল মালেক চিশ্‌তী-এর পূর্ণাঙ্গ মতামত ও সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র প্রকাশিত গ্রন্থ "রুহ" থেকে উদ্ধৃতিসমূহ এবং অধ্যাপক খাজা মোহাম্মদ শরাফত হোসেনের "অমিয় বাণী" থেকে গজলের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও দর্শন তুলে ধরা হয়েছে। সুর বৈচিত্র বিষয়ক গানগুলোর শীর্ষদেশে গানের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে - মরমী ও আধ্যাত্মিকতা এদেশের মানুষের প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে, গান আর ধান বাঙালির প্রাণ। তবে শাহ্ হাসান-এর গান অন্যান্য গানের থেকে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় এই কারণে যে, এর গায়কী, পরিবেশনরীতি, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের ধরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ঘরানার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর গান, বাংলা গানের মারফতী, মুর্শিদী ও আধ্যাত্মিক গানের ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করবে। সত্য পথ ও মতের পিপাসুক ও যাত্রী যাঁরা এ গান থেকে যুগে যুগে তাঁরা অর্জন করবে সুন্দরের সান্নিধ্যে জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা ও সত্য পথের সুনির্দেশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. গেযায়ে-রুহ্ : হযরত শাহ্ সুফি খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী সিররে হক, খানকায়ে হাসানিয়া তারপুকুর, খুলনা দরবার শরীফ।

২. যুগের ধর্ম মানবতা : হযরত শাহ্ সুফি খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী সিররে হক, খানকায়ে হাসানিয়া তারপুকুর, খুলনা দরবার শরীফ।

৩. মযহবে সুফি বা সুফির ধর্ম : হযরত শাহ্ সুফি খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী সিররে হক, খানকায়ে হাসানিয়া তারের পুকুর, খুলনা দরবার শরীফ।

৪. রুহ্ : হযরত শাহ্ সুফি খাজা আবুল হাসান চিশ্‌তী ও ক্বাদরী সিররে হক, খানকায়ে হাসানিয়া তারের পুকুর, খুলনা দরবার শরীফ, ১লা জুন ১৯৬৩।

৫. সঙ্গীত চিন্তা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী ৬ আচার্য জগদীশ রোড, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৭৩।

৬. নন্দন তত্ত্ব : সুধীর কুমার নন্দী, পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৯ সন।

৭. লোকসংগীত : ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, ১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট, শাহবাগ।

৮. অমিয় বাণী : খাজা মোহাম্মদ শরাফত হাসান চিশ্‌তী, চিশতিয়া মঞ্জিল, ৩২, হাজী মহসীন রোড, খুলনা ২০০৮।

৯. নূরুন আলা নূর : খাজা মোহাম্মদ শরাফত হাসান চিশ্‌তী, চিশতিয়া মঞ্জিল, ৩২, হাজী মহসীন রোড, খুলনা ২০০৫।

১০. সঙ্গীত কোষ : করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ১৯৮৫, ঢাকা।

১১. সংগীত মালিকা : মোবারক হোসেন খান, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, ঢাকা।

১২. একজন মহান আওলিয়ার জীবনী : এম রুহুল আমীন, রাজশাহী, ১৯৬০।

১৩. বাংলা দেহতত্ত্বের গান : সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণী, ১৯৯০, কলিকাতা।

১৪. দিওয়ান-ই-পরওয়াজ (প্রকাশিতব্য): গ্রন্থটির মুখবন্ধ অংশ থেকে খাজা একরাম হাসান-এর উদ্ধৃতিসমূহ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রণীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের নাম :-

১. মাকসুদা হাসান চিশ্‌তী
২. আব্দুল মালেক চিশ্‌তী
৩. মাহমুদ হাসান সিমুল
৪. সাজির উদ্দীন আহমেদ আল হাসানী
৫. খাজা মোহাম্মদ শরাফত হাসান চিশ্‌তী
৬. খাজা একরাম হাসান
৭. ওয়ালীউর রহমান
৮. খন্দকার মাহফুজুর রহমান চিশ্‌তী
৯. তৈয়ব হাসান
১০. আবুল কালাম আজাদ চিশ্‌তী
১১. এ.এইচ.এম. শামসুদ্দোহা
১২. মোঃ নবীউদ্দিন চিশ্‌তী ও ক্বাদরী
১৩. ফরিদা বানু চিশ্‌তী
১৪. কাজী আজিজুর রহমান জালাল
১৫. চিশ্‌তী কানিজ শাম্মা মুশতারি
১৬. মোস্তফা এমরান হাসান
১৭. হুসনা আফরোজা সোহেলী

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী - নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমার গবেষণা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমার গবেষণা কাজকে সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে তাঁর নির্দেশিত আলোয় আমি পথ খুঁজে পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।

আমার এই গবেষণা কাজের জন্য আমাকে কয়েক জায়গায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে যেতে হয়েছে, যারা তথ্য ও তথ্যউপাত্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি -

সব থেকে প্রথমে ঢাকায় শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর বড় মেয়ে মাকসুদা হাসান চিশ্‌তী আমাকে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। যখন গিয়েছি তখনই হাসি মুখে সব রকম সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। আমি উনার কাছে কৃতজ্ঞ।

শাহ্ হাসান-এর ঢাকায় অবস্থানরত মুরিদানবৃন্দের মাঝে এ.এইচ.এম শামসুদ্দোহা যিনি প্রায়শই আমাকে শাহ্ হাসান-এর দর্শন ও এই পথ-মত বিষয়ে বোধদান করেছেন। আমি উনার কাছে কৃতজ্ঞ।

চিশ্‌তী কানিজ শাম্মা মুশতারি অসুস্থতার মাঝে যিনি আমাকে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র মূল্যবান লেখনী ও ছবিসমূহ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

শিল্পী কাজী আজিজুর রহমান, গজলের ব্যাপারে আরোপিত সুরের বিষয়ে অনেক উৎস দেখিয়ে সাহায্য করেছেন।

জাহিদুর রহমান শিমূল "সাইনোগ্রাফ" প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় আমার গবেষণাপত্রের ছবি ও লেখনীসমূহ স্ক্যানিং করে সহযোগিতা করেছেন।

খন্দকার মাহ্‌ফুজুর রহমান চিশ্‌তী ওনার কাছে "শাহ্ হাসান চিশ্‌তী"র গ্রহণকৃত মারফতী তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার লিখিত খাতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। যা ছিল ১৯৮১ সালে লিখিত। আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, আমাকে সাহায্য করার আগ্রহ দেখে।

খুলনায় যখন আমি শাহ্ হাসান চিশ্‌তী-এর ছেলে-মেয়ে ও মুরিদবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়েছি। আমি উনাদের আতিথেয়তা এবং সাহায্যের আগ্রহ দেখে অভিভূত হয়ে গেছি। উনারা সবাই আমাকে সব রকম তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র সুভাষিনী মেয়েরা আমাকে যার কাছে যা ছিল তথ্যস্বরূপ তা দিয়েছেন। উনার সুযোগ্য দুই ছেলে আমাকে বিভিন্ন রকম বই দিয়ে উনার সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। উনারা সবাই খুব খুশি হয়েছেন আমি উনাদের মুর্শিদ কেবলার উপর গবেষণা করছি বলে।

প্রথম থেকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন সাজির উদ্দীন আহমেদ আল হাসানী সাহেব। আমি ওনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

"শাহ্ হাসান চিশ্‌তী" - সাহেবের কাওয়াল আব্দুল মালেক চিশ্‌তী - উনার বাসায় যখন আমি গেলাম, দেখলাম উনি ভীষণ অসুস্থ। কিন্তু আমি যখন উনার সাক্ষাৎকার নিলাম উনি উনার কথা বলতে বলতে সুস্থ হয়ে বসলেন। আসার সময় দেখলা উনার কথা বলতে পেরে উনি অনেকটা সুস্থ। যখনই উনাকে ফোন করেছি সব সময় আমাকেসময় দিয়ে সাহায্য করেছেন। উনার সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতো না।

কানিজ আশরাফী চিশ্‌তী সাকী এবং মাহমুদ হাসান সিমুল উনারা আমাকে গজলের ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। ওনাদের কাছে আমি যখন - তখন সাহায্যের জন্য গিয়েছি উনারা হাসিমুখে আমাকে সাহায্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি পরিবার আমাকে সবদিক থেকেই সাহায্য করেছেন। তাদের বাসায় রেখেছেন তাদের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, তারা হচ্ছেন শাহ্ হাসান চিশ্‌তী - সাহেবের বড় ছেলের ছোট মেয়ে তারান্নুম হাসান ও নাদির হাসান মুকুল।

শেখ মহিউদ্দীন চিশ্‌তী বাবলু উনি আমাকে শাহ্ হাসান চিশ্‌তীর কাওয়ালের সাথে যোগাযোগের সব রকম ব্যবস্থাসহ মানসিকভাবে সাহস দিয়েছেন। যখন যা দরকার হয়েছে করে দেবার চেষ্টা করেছেন।

মোস্তফা ফ্যায়াজ হাসান-এর সাথে ঢাকা থেকে যোগাযোগ করে আমি ওখানে গিয়েছি। এছাড়া যেকোন সময় ঢাকা থেকে ফোন করা মাত্রই যা প্রয়োজন তার জন্য উনি এগিয়ে এসেছেন। উনি শাহ্ হাসান চিশ্‌তী সাহেবের মেজো মেয়ের ছেলে। ওনাদের পুরো পরিবার আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

কম্পোজ, পেজ মেকাপ ও প্রুফ দেখতে সাহায্য করেছেন নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিশ্বজিৎ সেন রায়। তিনি আমাকে অনেক সময় দিয়ে সাহায্য করেছেন। এছাড়া আমার ভাতিজা মোস্তফা মাহামুদুল হাসানও প্রুফ দেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করেছেন।

আমার মা লুৎফা আহমেদ আমাকে এম.ফিল করতে সকল সময় উৎসাহ দান করেছে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে যার কথা না বললেই না সে হচ্ছে আমার পাশের মানুষটি। ওর সহযোগিতা না থাকলে আমার এম.ফিল করাই হতো না। আমার ৭ বৎসরের ছেলে স্বপ্নীলও আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে। কারণ মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে যখন গিয়েছি তখন আমার ছেলে ১০৪° ডিগ্রী জ্বর ছিল। ঐ অবস্থায়ই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। বাবা-ছেলে আমাকে সব সময় সহযোগিতা করেছে। ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া এই গবেষণার কাজের নেপথ্যে আরো অনেকে আছেন। বিশেষ করে শাহ্ হাসান চিশ্‌তী'র অনুসারীবৃন্দ। যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ নেই। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।